প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭৬
মে ১৯৬৯

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ ২৭/৮৫-৮৬

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা-২

মুদ্রণে
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ
কাজী হাসান হাবিব

KALIDASER MALAVIKA : (Bengali translation of Kalidasa's Sanskrit Drama, Malavikagnimitram by Dr. Narayan Chandra Biswas with an Introduotion.) Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh.

মুখবন্ধ

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণপুরুষ মহাকবি কালিদাসের কালজয়ী তিনটি নাটকের মধ্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' প্রথম রচিত বলে অধিকাংশ পণ্ডিতজনের দৃঢ় প্রতীতি। এ নাটকটির পরিচিতি অভিজ্ঞানশকুন্তলের মত বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বতোমুখী নয়, কিন্তু বিভিন্ন দিক দিয়ে নাটকটির দীপ্তি ও ব্যাপ্তি তর্কাতীত এবং গুরুত্ব নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। অতি সাধারণ একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে নাট্যবস্তু গ্রথিত হলেও নাট্যকার কালিদাসের ঈর্ষণীয় নির্মাণ-নৈপুণ্যে নাটকটি পরিণামে যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে তা সত্যি বিস্ময়কর। এ নাটকের ঘটনা-বিন্যাস পরিচ্ছন্ন ও গতিময় এবং দর্শকচিত্ত রঞ্জনে ও নন্দনে নাটকটি অনুপম। এ নাট্যে নায়ক অগ্নিমিত্র যেমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি (শুঙ্গযুগীয় রাজা), তেমনি নায়িকা থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি চরিত্রই লৌকিক এবং লোকবৃত্ত প্রকাশক ঘটনা-বিন্যাসও সে যুগের প্রাত্যহিক প্রতিবেশ নির্ভর। কালিদাসের অন্য দুটি নাটকের চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনা সংস্থাপনে লৌকিক জীবনের এই বিশ্বস্ত বাতাবরণ বহুলাংশে অনুপস্থিত। 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের নায়িকা উর্বশী স্বর্গের দেবতোষিণী নৃত্যপটীয়সী অপ্সরা, মেনকা-রম্ভার স্বগোত্রীয়া। আর 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে নায়িকা শকুন্তলা নিজে অপ্সরা না হলেও অপ্সরানন্দিনী তো বটে। উভয় নাটকেরই নায়ক (যথাক্রমে পুরূরবা ও দুষ্যন্ত) দেবগুণান্বিত এবং দেবলোক স্বর্গরাজ্যে তাঁদের বিচরণ সচ্ছন্দ। এদিক দিয়ে মালবিকাগ্নিমিত্রের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যযোগ্য। মহাকবি কালিদাস এ ব্যতিক্রমী নাট্যকর্মে তৎকালীন সমাজে রাজ-অন্তঃপুরের একটি অকপট, সবল অথচ সংঘাতময় জীবনালেখ্যকে করেছেন চিত্রায়িত, এবং স্বকালের সংঘাতময় জীবনকে নাট্যরূপ প্রদান করতে গিয়ে নিজের সত্তাকেও বিম্বিত করেছেন যুগপৎ। কবি কালিদাস কাব্যনির্মাণে বিস্ময়কর রূপে ছিলেন বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্বের আন্তরিক সমর্থক। পুস্তকপীড়িত প্রাচীন প্রথায় সমর্পিত ছিলেন না বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল নতুন 'কালের যাত্রা ধ্বনি' শ্রবণ করা। তাঁর প্রজ্ঞাপ্রসূন উচ্চারণ ছিল—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য বস্তুই স্বীকার্য, নির্বিচার গ্রহণ মূর্খতারই নামান্তর (দ্রষ্টব্য ১/২)। এ নাটকে নাট্যকার কালিদাসের সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট প্রজাতি হিসেবে নাট্যপ্রীতির পরিচয় যেমন বিধৃত, তেমনি স্পষ্টীকৃত তাঁর প্রদত্ত নাট্যের সংজ্ঞার্থ (দ্রষ্টব্য ১/৪)। নাট্যাচার্য গণদাসের মুখে তিনি যথার্থই বলেছেন, 'নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্'। গণদাস সর্বকালের শিক্ষকের আদর্শ হিসেবে হতে পারেন

অভিনন্দ্য ও স্মর্তব্য। এ সত্য প্রকাশে তিনি অকুণ্ঠ ও বক্তব্যে দ্বিধাহীন যে, কেবল জীবিকার্থে যাঁর বিদ্যাধিগম তিনি জ্ঞানপণ্যের একজন বণিক মাত্র (দ্রষ্টব্য ১/১৭)। এ থেকে অনুমিত হয়, কালিদাস কারো অনুরোধে কিংবা কোন রাজাধিরাজের মনঃতোষণের জন্য প্রণয়ন করেন নি এ নাটক। জ্ঞানকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা তাঁর কাছে ছিল সন্দেহাতীত ভাবে ঘৃণার্হ। কালিদাসের বিচারে, যাঁর শিক্ষা সমভাবে স্বোপলব্ধিতে গভীর এবং অন্যের মধ্যে প্রয়োগক্ষম তিনিই শিক্ষকের আদর্শ, অগ্রগণ্য (দ্রষ্টব্য ১/১৬)। মহাকবির এ উপলব্ধি ও পরিচিতি প্রকাশের জন্য মালবিকাগ্নিমিত্র তাঁর সামগ্রিক সৃজনকর্মে বৈশেষিক লক্ষণে সমুজ্জ্বল। এবং এ কারণে লেখকসত্তার সনাক্তিকরণে, কালিদাস-গবেষণায় ও অনুসন্ধিৎসায়, এ নাটকটির সত্তা ও গৌরবদীপ্তি কালান্তরেও থাকবে ভাস্বর।

বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদ করতে গিয়ে আমি আর. ডি. কর্মরকর সম্পাদিত মালবিকাগ্নিমিত্রের [Malavikagnimitra of Kalidasa, edited by R. D. Karmarkar, Fourth edition (Revised), Poona, 1950] পাঠ গ্রহণ করেছি। এ নাটকটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক বিধায় ভূমিকায় ভরত-নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নাট্যোৎপত্তি এবং সংস্কৃত নাট্যের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করেছি। আশা রাখি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কিছু অবশ্য প্রয়োজন মিটিয়ে সংস্কৃত নাট্য সম্পর্কে বৃদ্ধি করবে কৌতূহলী পাঠকের অনুসন্ধিৎসা। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে শ্লোকানুবাদের একটি সূচী এবং মালবিকাগ্নিমিত্রের সূক্তি-সংগ্রহ। গ্রন্থ রচনায় সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকাও এখানে হয়েছে সন্নিবিষ্ট। জীবিত ও মৃত সকল খ্যাতিমান গ্রন্থকারের কাছে আমার ঋণ স্বীকার্য। কালিদাসের কাল ও তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠককে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'কালিদাসের শকুন্তলা' গ্রন্থের ভূমিকা পড়তে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আমার শিক্ষক ডঃ পরেশচন্দ্র মণ্ডল, সহকর্মী শ্রীচুনীলাল রায়চৌধুরী ও শ্রীদিলীপ কুমার ভট্টাচার্যের নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মর্তব্য। শ্রীমতী অঞ্জলি বিশ্বাস এবং আমার অনুজ ডাঃ গোবিন্দ ও নিমাই-এর কাছ থেকে আমি প্রোৎসাহিত হয়েছি সতত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শ্রীনরেন বিশ্বাস এ গ্রন্থের ঋদ্ধিতে ও প্রকাশে প্রথমাবধি সক্রিয় সহায়তাদানে স্নেহপাশে বদ্ধ করেছেন আমাকে। তাঁর সঙ্গে অবশ্য কোন আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ নয় আমার আত্মিক সম্পর্ক। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সার্বিকভাবে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষভাবে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগের পরিচালক

বশীর আলহেলাল মহোদয়কে জ্ঞাপন করি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। বাংলা একাডেমী প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিও আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। বন্ধু কবি নূরুল হুদা ও খাজা কামরুল হকের কাছে আমার ঋণ অফুরন্ত।

গ্রন্থটিকে ভ্রমশূন্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর করার আন্তরিক প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ এবং ত্রুটি রয়ে গেল। উৎকর্ষ নির্ধারণ অবশ্য সুধী পাঠকের বিচার্য। তাঁদের উদার অভিমত প্রকাশে আমি হব অনুপ্রাণিত। ভাষান্তর করে কালিদাসের চিত্তহারী ভাষাশৈলী ও নাটকের যথার্থ প্রকাশ ঘটানো কখনোই নয় সহজসাধ্য। এ বিষয়ে আমি সচেতনও। বিজ্ঞ পাঠক এই অনূদিত গ্রন্থের মাধ্যমে অবশ্যই মহাকবির রচনাশৈলীর চমৎকারিত্বের বিচার করবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি আমার প্রয়াসে আন্তরিক ছিলাম কেবল এটুকুই আমার বক্তব্য। এ গ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে এবং সংস্কৃত নাটক ও কালিদাসের প্রতি নাট্যানুরাগী পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। অলমতিবিস্তরেণ।

সংস্কৃত ও পালি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিনীত
নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস

সূচীপত্র

ভূমিকা

নাট্যোৎপত্তি

মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনে এবং সামাজিক বিকাশের ধারায় সমাজ কাঠামো পর্যালোচনায় মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার চিত্রণে সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। সম্ভবতঃ এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অনন্য। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আবার নাটক সর্বোত্তম, বলা হয়ে থাকে 'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্' -- কাব্যপ্রজাতিতে (বা সাহিত্যশ্রেণীতে) নাটক সুন্দর। কেবল তার নাট্যসাহিত্য বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যেতে পারে একটি জাতির জাতীয় সত্তা এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রায় পূর্ণ একটি রূপ। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনধারা পরিদর্শনে নাট্য সব থেকে ফলপ্রসূ বাহন। নাট্যসাহিত্যের বিকাশের মাধ্যমে কোন ভাষা ও সাহিত্যের প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে বহুলাংশে। যে ভাষা বা সাহিত্য যত সমৃদ্ধ তার নাট্যেরও তেমনি ঋদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মতো সংস্কৃত নাট্যও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

যে বাতাবরণ বা পারিপার্শ্বিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃত নাট্যের উদ্ভব হয়েছিল তার সুলিখিত বিবরণ আমরা প্রথমে দেখতে পাই নাট্যশাস্ত্র (না. শা.) নামক একটি গ্রন্থে। কোন একজন ভরত বা ভরতমুনি এর রচয়িতা। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রের বিবৃতি অনুযায়ী নাট্যের স্রষ্টা ব্রহ্মা। ভরত তাঁর কাছ থেকে শুনে এবং তাঁর আদেশে প্রণয়ন করেন নাট্যশাস্ত্র। বিষয়টি খুবই চমকপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও তার পুরাণ-ইতিহাস সহজলভ্য। এবং সেখানে ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে যে কোন কিছুর ইতিহাস ও উদ্ভব সম্পর্কে অবহিত হওয়া মোটেই দুঃসাধ্য নয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব বা রুদ্র এই ত্রিশক্তির (মূলতঃ একই ঈশ্বরের তিন বিভূতি) দ্বারা সকল জগৎ নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব বা রুদ্র করেন ধ্বংস। যেহেতু ব্রহ্মা সব কিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তিনি নাট্যবেদেরও স্রষ্টা। প্রথাসিদ্ধ ঐতিহ্যের ধারায় এ সমাধান খুবই সহজ এবং স্বাভাবিকও। এখানে অনুমিত হয় নাট্যশাস্ত্রের মতো সুবিশাল, সুবিন্যস্ত এবং তথ্য সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য গ্রন্থের প্রণেতা হওয়ার অশেষ গৌরবকে ভরত সুকৌশলে লোকোত্তর বিনয়ের আবরণে ও নিরহঙ্কার চিত্তের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এড়িয়ে গেছেন। অথবা সুমহান নাট্য-আন্দোলন এবং নাট্যের প্রয়োজনীয়তা ও অশেষ গুরুত্বকে

দৈবনির্ভর সমাজ ও জনচিত্তে সুপ্রোথিত করার মানসে ভরত নাট্যশাস্ত্রকে কোন মনুষ্যকীর্তিতে আখ্যায়িত না করে, করেছেন দেব (ব্রহ্মা) কীর্তিতে অভিষিক্ত। এখন কে এই ভরত তা যথেষ্ট বিতর্কিত, বিতর্কিত তাঁর সময় নিরূপণও। প্রখ্যাত রাজা দুষ্যন্তের (মহাভারতে বর্ণিত ও কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাট্যের নায়ক) পুত্রের নাম ভরত। মহাভারতে একজন জড়ভরতের নামও উল্লেখিত। এছাড়া 'ভরত' শব্দের একটি অর্থ অভিনেতা। শব্দটি ব্যক্তিবাচক না হয়ে সমষ্টিবাচক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ ভরত (অভিনেতা) বা ভরতদের (অভিনেতাদের) দ্বারা প্রণীত নাট্যশাস্ত্র, ভরত-নাট্যশাস্ত্র। যাই হোক, নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতের জন্ম হতে পারে খ্রীস্টপূর্ব কয়েকটি শতাব্দ থেকে খ্রীস্টের জন্মের পরবর্তী কয়েকটি অব্দ পর্যন্ত যে কোন সময়। তবে নাট্যশাস্ত্রের যে আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত তা কোন একক ব্যক্তি দ্বারা কোন এক সময়ে রচিত হয় নি এটা যেমন সত্য, তেমনি বর্তমান রূপের এই নাট্যশাস্ত্রও আমাদের স্মরণাতীত কালের নয় এটা নিশ্চিত। অবশ্য ভরত ও তাঁর প্রণীত গ্রন্থের কাল নির্ণয় এখানে আলোচনীয় নয়, এখানে আলোচ্য সংস্কৃত নাট্যের সম্ভব পর্ব (উৎপত্তি) এবং এ আলোচনা কেবল নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় কেন্দ্রিক। নাট্যোৎপত্তির বিবরণটি খুবই চিত্তাকর্ষক।

বহুবর্ষ পূর্বের কথা। একদিন নাট্যতত্ত্বজ্ঞ সাধক ভরত অধ্যয়ন-বিরতিকালে জপ সেরে পুত্রগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন; এই সময় আত্রেয় প্রমুখ জিতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত মুনিগণ তাঁর কাছে এসে তাঁকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে (উপাসনা করে) জিজ্ঞেস করলেন হে ব্রহ্মন্, বেদসদৃশ যে নাট্যবেদ আপনি যথাযথভাবে গ্রথিত করেছেন তার উদ্ভব হয়েছিল কি প্রকারে এবং কার জন্য এটি অভিপ্রেত? এর ক'টি অঙ্গ, কিরূপ পরিসর এবং প্রয়োগই বা কীদৃশ? এসব তত্ত্বানুসারে আমাদের বলুন।

সমাপ্তজপ্যং ব্রতিনং স্বসুতৈঃ পরিবারিতম্।
অনধ্যায়ে কদাচিত্তু ভরতং নাট্যকোবিদম্ ॥
মুনয়ঃ পর্যুপাস্যৈনমাত্রেয়প্রমুখাঃ পুরা।
পপ্রচ্ছুস্তে মহাত্মানো নিয়তেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ ॥
যোঽয়ং ভগবতা সম্যগ্‌গ্রথিতো বেদসংমিতঃ।
নাট্যবেদঃ কথং ব্রহ্মন্নুৎপন্নঃ কস্য বা কৃতে ॥
কত্যঙ্গঃ কিংপ্রমাণশ্চ প্রয়োগশ্চাস্য কীদৃশঃ।
সর্বমেতদ্ যথাতত্ত্বং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ না.শা. ১।২—৫[১]

১ এই শ্লোকগুলি এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত সকল সংস্কৃত উদ্ধৃতি শ্রীভরতমুনি-বিরচিতং নাট্যশাস্ত্রম্ (পণ্ডিত কেদারনাথ সম্পাদিত, কাব্যমালা নং ৪২) নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৩) থেকে গৃহীত; সংখ্যাগুলি নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা সূচক।

ভরতমুনি তাঁদের সব কথা শুনে সেই মুনিগণকে বললেন — আপনারা শুদ্ধ ও মনোযোগী হয়ে শ্রবণ করুন ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট নাট্যবেদ।

ভবদ্ভিঃ শুচিভির্ভূত্বা তথাবহিতমানসৈঃ।
শ্রূয়তাং নাট্যবেদস্য সংভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ ॥৭

হে মুনিগণ, সুপ্রাচীন কালে, তখন সত্যযুগ অবসিত এবং সেই সঙ্গে পরিসমাপ্ত স্বায়ম্ভুব মনুর কালও, বৈবস্বত মনুর অধীনে ত্রেতাযুগের তখন সূচনালগ্ন।[১]

পূর্বং কৃতযুগে বিপ্রা বৃত্তে স্বায়ংভুবেঽন্তরে।
ত্রেতাযুগে সংপ্রবৃত্তে মনোর্বৈবস্বতস্য চ ॥৮

এই সময়ে, যুগের সেই সন্ধিক্ষণে সারা পৃথিবীজুড়ে দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা। তখন সকল লোক বিস্মৃত হল শিষ্ট ও শালীন আচরণ। তারা কাম ও লোভের বশবর্তী হয়ে এবং ক্রোধ ও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে অবলম্বন করল অশিষ্ট পন্থা (গ্রাম্যধর্ম), সুখ ও দুঃখের এক মিশ্র অনুভূতিতে তারা তখন বিমূঢ়।

গ্রাম্যধর্মে প্রবৃত্তে তু কামলোভবশংগতে।
ঈর্ষ্যাক্রোধাদিসংমূঢ়ে লোকে সুখিতদুঃখিতে ॥৯

লোকপালগণ কর্তৃক রক্ষিত জম্বুদ্বীপ[২] তখন দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ এবং বিরাট বিরাট সর্পের (সদম্ভ পদচারণ) জিত বা পূর্ণ।

দেবদানবগন্ধর্বৈ রক্ষোযক্ষমহোরগৈঃ।
জম্বুদ্বীপে সমাক্রান্তে লোকপালপ্রতিষ্ঠিতে ॥১০

---

১ পুরাণোক্ত চারযুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।
মনু ১৪ জন—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি।
"এক-এক মনুর অধিকার কালের নাম এক মন্বন্তর — কিঞ্চিদধিক ৭১ দিব্যযুগ। ১000 দিব্যযুগ = ১৪ মন্বন্তর = ১ কল্প = ব্রহ্মার ১দিন = ৪৩২ কোটি বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ পরিমাণ = ৪৩২0000 বৎসর। সত্যযুগ = ১৭২৮000। ত্রেতা = ১২৯৬000। দ্বাপর = ৮৬৪000। কলি = ৪৩২000। বর্তমান কলিযুগ শ্বেতবরাহ কল্পের অন্তর্গত সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগ। প্রতি কল্পান্তে একবার করিয়া মহাপ্রলয় হইয়া থাকে।" —ভরত নাট্যশাস্ত্র, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৮0, পৃষ্ঠা, ২৬৫। পুরাণবর্ণিত উক্ত যুগগণনায় ভিন্ন মতও পরিলক্ষিত।

২ পুরাণোক্ত পৃথিবী সপ্তদ্বীপা বলে কথিত। সপ্তদ্বীপ — জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত।

তখন মহেন্দ্রের নেতৃত্বে দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, আমরা চিত্ত-বিনোদনের কোন বিষয় বা আনন্দদায়ক কোন ক্রীড়ার উপকরণ (ক্রীড়নীয়কম্) চাই যা একাধারে হবে দৃশ্য ও শ্রব্য দুই-ই।

মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ
ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ ।।১১

বেদপাঠ বা বেদচর্চা শূদ্রজাতির শ্রবণীয় নয়, সে কারণে সকল শ্রেণীর (সার্ববর্ণিকম্) জন্য অপর একখানা পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন।

ন বেদব্যবহারোঽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্ ।।১২

(তারপর) তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা 'তাই হোক' বলে সেই দেবগণকে এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে বিদায় জানিয়ে যোগ অবলম্বন করে অর্থাৎ ধ্যানাসনে বসে স্মরণ করলেন চতুর্বেদ।

এবমস্ত্বিতি তানুক্ত্বা দেবরাজং বিসৃজ্য চ।
সস্মার চতুরো বেদান্ যোগমাস্থায় তত্ত্ববিৎ ।।১৩

পিতামহ ভাবলেন, আমি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে নাট্য নামে পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করব; যা ধর্ম, অর্থ ও যশোলাভের উপায় ও (নীতি) উপদেশের সংগ্রহ হবে এবং যা হবে ভবিষ্যৎ মানুষের সকল কর্মের নির্দেশক; যা সর্বশাস্ত্রের অর্থের দ্বারা ঋদ্ধ এবং সমস্ত শিল্পের প্রবর্তক।

ধর্ম্যমর্থ্যং যশস্যং চ সোপদেশ্যং সসংগ্রহম্।
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম্ ।।
সর্বশাস্ত্রার্থসংপন্নং সর্বশিল্পপ্রবর্তকম্।
নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্ ।।১৪-১৫

ভগবান ব্রহ্মা এই প্রকার সঙ্কল্প করে সকল বেদ স্মরণ করলেন, এবং তারপর চতুর্বেদাঙ্গ থেকে সম্ভূত নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন।

সংকল্প্য ভগবানেবং সর্ববেদাননুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ।।১৬

তিনি ঋগ্বেদ থেকে গ্রহণ করলেন পাঠ্য (সংলাপ), সামবেদ থেকে সঙ্গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং একইভাবে অথর্ববেদ থেকে সংগ্রহ করলেন রস (ও ভাবসমূহ)।

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বনাদপি ।। ১৭

এইভাবে সর্বজ্ঞ ভগবান ব্রহ্মা বেদ, উপবেদ (আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ বা সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থাপত্যবিদ্যা) থেকে সৃষ্টি করলেন নাট্যবেদ।

বেদোপবেদৈঃ সংবদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা সর্ববেদিনা ॥১৮

তারপর নাট্যবেদ সৃষ্টি করে ব্রহ্মা দেবরাজকে বললেন, আমি ইতিহাস (ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী) সৃষ্টি করেছি, দেবতাদের মধ্যে তা প্রয়োগ করুন।

উৎপাদ্য নাট্যবেদং তু ব্রহ্মোবাচ সুরেশ্বরম্।
ইতিহাসো ময়া সৃষ্টঃ স সুরেষু নিযুজ্যতাম্ ॥১৯

তিনি ইন্দ্রকে আরও বললেন, যারা কুশলী, বিদগ্ধ, প্রগল্ভ (নির্ভীক) এবং শ্রমজয়ী তাদের মধ্যেই আপনি প্রয়োগ করুন এই নাট্য আখ্যায়িত বেদ।

কুশলা যে বিদগ্ধাশ্চ প্রগল্ভাশ্চ জিতশ্রমাঃ।
তেষ্বয়ং নাট্যসংজ্ঞো হি বেদঃ সংক্রাম্যতাং ত্বয়া ॥২০

কিন্তু ব্রহ্মাকথিত সব শুনে স্বর্গাধিপ ইন্দ্র পিতামহের (ব্রহ্মার) সম্মুখে হাত জোড় করে প্রণত হয়ে বললেন,

দেবগণ একে গ্রহণে, ধারণে, মননে ও প্রয়োগ করতে অক্ষম; তাঁরা অযোগ্য নাট্যকর্মে।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ শক্রো ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্ ॥
গ্রহণে ধারণে জ্ঞানে প্রয়োগে চাস্য সত্তম।
অশক্তা ভগবন্ দেবা অযোগ্যা নাট্যকর্মণি ॥২১-২২

(তিনি সেখানে উপস্থিত ঋষিদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন) এই যে ঋষিগণ, যাঁরা সিদ্ধব্রত এবং বেদের রহস্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, এঁরাই নাট্যবেদ গ্রহণে, ধারণে ও প্রয়োগ করতে সক্ষম।

য ইমে বেদগুহ্যজ্ঞা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
এতেঽস্য গ্রহণে শক্তাঃ প্রয়োগে ধারণে তথা ॥২৩

তখন পদ্মযোনি ব্রহ্মা ইন্দ্রের কথা শুনে ভরতমুনিকে ডেকে বললেন — হে অপাপবিদ্ধ (অনঘ), আপনি আপনার একশত পুত্রসহ এই নাট্যবেদ প্রয়োগ করুন। এবং ভরতও আদিষ্ট হয়ে পিতামহ ব্রহ্মার কাছ থেকে নাট্যবেদ জেনে তাঁর পুত্রদের অধ্যয়ন করালেন এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে শেখালেন।

শ্রুত্বা তু শক্রবচনং মামাহাম্বুজসংভবঃ।
ত্বং পুত্রশতসংযুক্তঃ প্রযোক্তাস্য ভবানঘ ॥২৪
আজ্ঞাপিতো বিদিত্বাহং নাট্যবেদং পিতামহাৎ।
পুত্রানধ্যাপয়ামাস প্রয়োগং চাপি তত্ত্বতঃ ॥২৫

এরপব ভরতের একশত পুত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে (২৬-৩৯ (ক) শ্লোক পর্যন্ত)। নাট্যশিক্ষার্থী পুত্রদের নাম উল্লেখ করে ভরত বলেছেন, তিনি পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে লোক-হিতার্থে তাঁব একশত পুত্রকে বিভিন্ন ভূমিকার বিভাগ অনুযায়ী নিয়োগ করেছেন এবং যে যে কাজের যোগ্য সে সেই কাজেই হয়েছে নিয়োজিত।

পিতামহাজ্ঞয়াস্মাভির্লোকস্য চ গুণেপ্সয়া ॥
প্রযোজিতং পুত্রশতং যথাভূমিবিভাগশঃ।
যো যস্মিন কর্মণি যথা যোগ্যস্তস্মিন্ স যোজিতঃ ॥৩৯(খ)-৪০

তারপর ভরত শ্রোতা ব্রাহ্মণদের বললেন যে, তিনি নাট্যানুষ্ঠানে ভারতী, সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তি[১] প্রয়োগ করেছেন।

ভারতীং সাত্ত্বতীং চৈব বৃত্তিমারভটীং তথা।
সমাশ্রিতঃ প্রয়োগস্তু প্রযুক্তো বৈ ময়া দ্বিজাঃ ॥৪১

ব্রহ্মা ভরতেব কাছ থেকে এসবকিছু অবহিত হয়ে নাট্যে কৈশিকী বৃত্তিও প্রযোগ করতে বললেন এবং এ বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের নাম জানতে চাইলেন। তখন ভরত বললেন যে, তিনি নীলকণ্ঠের (শিবের) নৃত্য থেকে শৃঙ্গাররস-সম্ভূত কৈশিকী বৃত্তি দেখেছেন। এ বৃত্তি রস, ভাব ও ক্রিয়া যুক্ত এবং এতে থাকে মনোরম বেশভূষা, নৃত্ত ও অঙ্গহার।

পরিগৃহ্য প্রণম্যাথ ব্রহ্মা বিজ্ঞাপিতো ময়া।
অথাহ মাং সুরগুরুঃ কৈশিকীমপি যোজয় ॥

১ ভারতী, সাত্ত্বতী, আরভটী এবং কৈশিকী বৃত্তি —যথাক্রমে বাক্, মনঃ, কায় ও সৌন্দর্যোপযোগী বৃত্তি বা ব্যাপার। ভারতী বৃত্তি সাধারণতঃ স্ত্রীবর্জিত এবং করুণ ও অদ্ভুতরসে ব্যবহার্য; সাত্ত্বতী বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস বর্ণনার উপযোগী; কিন্তু শোক বা শৃঙ্গার বর্ণনার অনুপযোগী; আরভটী ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র রসে ব্যবহার্য এবং কৈশিকী বৃত্তি স্ত্রীসংযুক্ত শৃঙ্গার ও হাস্যরসের উপযোগী।
'অনেকে মনে করেন —বৃত্তিগুলি যথাক্রমে ভরত, সাত্ত্বত, অরভট এবং কৈশিক নামক উপজাতির নাম থেকে গৃহীত।' —প্রাগুক্ত ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ভরত নাট্যশাস্ত্র-এর ৭ম পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

যচ্চ তস্যাঃ ক্ষমং দ্রব্যং তদ্‌ব্রূহি দ্বিজসত্তম।
এবং তেনাস্ম্যভিহিতঃ প্রত্যুক্তশ্চ ময়া প্রভুঃ।।
দীয়তাং ভগবন্ দ্রব্যং কৈশিক্যাঃ সংপ্রযোজকম্।
নৃত্তাঙ্গহাবসংপন্না রসভাবক্রিয়াত্মিকা।।
দৃষ্টা ময়া ভগবতো নীলকণ্ঠস্য নৃত্যতঃ।
কৈশিকী শ্লক্ষ্ণনৈপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা।।৪২-৪৫

কিন্তু কৈশিকীর মতো কোমল বৃত্তি রমণীয় রমণী ব্যতিরেকে পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয় যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। তাই মহাতেজা ভগবান ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে সৃষ্টি করলেন নাট্যালঙ্কারে নিপুণ অপ্সরাগণকে এবং নাট্যানুষ্ঠানে (সহায়তার জন্য) তিনি তাদের প্রদান করলেন নাট্যাচার্য ভরতকে।

অশক্যা পুরুষৈঃ সাধু প্রযোক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে।
ততোঽসৃজন্ মহাতেজা মনসাপ্সরসো বিভুঃ।।
নাট্যালঙ্কারচতুরাঃ প্রাদান্ মহ্যং প্রয়োগতঃ।৪৬-৪৭(ক)

এর পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে (৪৭ (খ)-৫০(ক)) ব্রহ্মাসৃষ্ট অপ্সরাদের নাম বর্ণিত হয়েছে। এরা যথাক্রমে মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী, সুলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, সুদতী, সুন্দরী, বিদগ্ধা, বিপুলা, সুমালা, সন্ততি, সুনন্দা, সুমুখী, মাগধী, অর্জুনী, সরলা, কেরলা, ধৃতি, নন্দা, সুপুষ্কলা এবং কলভা।

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ভরতের সাহায্যার্থে সশিষ্য স্বাতিকে বাদ্যযন্ত্র বাজাবার জন্য এবং নারদাদি স্বর্গীয় সঙ্গীতজ্ঞগণকে নিযুক্ত করলেন গান করার জন্য।

স্বাতির্ভাণ্ডনিযুক্তস্তু সহ শিষ্যৈঃ স্বয়ংভুবা।।৫০(খ)
নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ।৫১(ক)

এভাবে নাট্যসম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে ভরত তাঁর পুত্রগণ এবং স্বাতি ও নারদসহ স্রষ্টা লোকেশ্বর ব্রহ্মার কাছে গিয়ে নাট্যপ্রয়োগ বিষয়ে তাঁর পরবর্তী নির্দেশ লাভের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন। (৫১(খ)-৫৩(ক) শ্লোক) তখন ব্রহ্মা জানালেন যে, নাট্যপ্রয়োগের এটাই উপযুক্ত সময়; শুরু হয়েছে মহেন্দ্রের ধ্বজোৎসব। এ উপলক্ষে প্রয়োগ করা হোক নাট্যনামক (এই অভিনব) বেদ।

মহানয়ং প্রয়োগস্য সময়ঃ সমুপস্থিতঃ।
অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্মহেন্দ্রস্য প্রবর্ততে।।
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্।৫৪-৫৫(ক)

তারপর সেই ধ্বজমহে, অসুর ও দানবগণ নিহত হওয়ায় সাতিশয় আনন্দিত দেবগণপূর্ণ মহেন্দ্রের বিজয়োৎসবে, নাট্যাচার্য ভরত প্রথমে অষ্টাঙ্গপদযুক্ত, বিচিত্র, বেদ থেকে সৃষ্ট এবং আশীর্বাণীসংবলিত নান্দী (পাঠ) করলেন। এবং তার শেষে অভিনীত হল দেবগণের দ্বারা দৈত্যদের পরাভব (নাট্য)। এতে (সেই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষকালে) ক্রোধব্যঞ্জক বাক্য, ভীত-সন্ত্রস্তভাবে পলায়ন, শস্ত্রযুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির অনুকরণ করা হয়েছিল।

ততস্তস্মিন্ ধ্বজমহে নিহতাসুরদানবে।।
প্রহৃষ্টামরসংকীর্ণে মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে।
নান্দী কৃতা ময়া পূর্বমাশীর্বচনসংযুতা।।
অষ্টাঙ্গপদসংযুক্তা বিচিত্রা বেদনির্মিতা।
তদন্তেঽনুকৃতির্বদ্ধা যথা দৈত্যাঃ সুরৈর্জিতাঃ।।
সংফেটবিদ্রবকৃতা ছেদ্যভেদ্যাহবাত্মিকা।৫৫(খ)-৫৮(ক)

এবং নাট্যশেষে নাট্যের সফল প্রয়োগে অত্যন্ত প্রীত হয়ে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রসহ প্রধান দেবতারা, উপস্থিত অন্য দেবগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পগণ অভিনেতাদের বিবিধ পারিতোষিকে ভূষিত করলেন। [৫৮ (খ)-৬৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য] কিন্তু দৈত্য ও দানবদের বিনাশবিষয়ক অভিনীত নাট্য দেখে সেখানে উপস্থিত সকল দৈত্য (দারুণভাবে) বিক্ষুব্ধ হল এবং বিরূপাক্ষ প্রমুখ বিঘ্নসমূহের প্ররোচনায় তারা (চিৎকার করে) বলল, এভাবে এ নাট্যানুষ্ঠান আমরা দেখব না, চলে এস সবাই।

এবং প্রয়োগে প্রারব্ধে দৈত্যদানবনাশনে।
অভবন্ ক্ষুভিতাঃ সর্বে দৈত্যাঃ যে তত্র সংগতাঃ।।
বিরূপাক্ষপুরোগাংশ্চ বিঘ্নানুৎসাদ্য তেঽব্রুবন্।
নেত্থমিচ্ছামহে নাট্যমেতদাগম্যতামিতি।।৬৪-৬৫

তারপর সেই অসুরগণসহ বিঘ্নসকল মায়া অবলম্বন করে নৃত্যপরায়ণ অভিনেতাদের বাক্য, ক্রিয়া এবং স্মৃতিশক্তি (সবকিছু) দিল স্তব্ধ করে।

ততস্তৈরসুরৈঃ সার্ধং বিঘ্না মায়ামুপাশ্রিতাঃ।
বাচশ্চেষ্টাং স্মৃতিং চৈব স্তম্ভয়ন্তি স্ম নৃত্যতাম্।।৬৬

তখন দেবরাজ ইন্দ্র নাট্যানুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাত্মক কার্য দেখে ভাবিত হলেন এবং বিশেষভাবে চিন্তা করে (ধ্যানস্থ হয়ে) চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন সবকিছু বিঘ্নসমূহের অধিকারে এবং অন্যান্য ব্যক্তিসহ সূত্রধার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র ভীষণভাবে রেগে গিয়ে একটি উত্তম ধ্বজ ধারণ করলেন এবং

জর্জর (ইন্দ্রের পতাকা) দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন অসুর ও বিঘ্নসমূহের দেহ। এভাবে অসুর ও বিঘ্নসকল বিতাড়িত হলে বিপদমুক্ত আনন্দিত দেবগণ ইন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন এবং নাট্যের বিঘ্নসকল জর্জরিত হয়েছে বলে ইন্দ্রের উক্ত অস্ত্রের নামকরণ হল জর্জর। ইন্দ্রও সকলকে অভয় দিয়ে বললেন যে, এখন থেকে সকলের রক্ষক হবে এই জর্জর। (৬৭-৭৫ শ্লোক দ্রঃ)। সকল বাধা দূরীভূত হওয়ায় আবার যখন এভাবে নাট্যানুষ্ঠান প্রস্তুত হল এবং ইন্দ্রোৎসব পুরোদমে এগিয়ে চলল তখন অবশিষ্ট বিঘ্নসকল অভিনেতাদের ভয় দেখাতে লাগল।

প্রয়োগে প্রস্তুতে হ্যেবং স্ফীতে শক্রমহে পুনঃ।
ত্রাসং সংজনয়ন্তি স্ম বিঘ্নাঃ শেষাস্ত নৃত্যতাম্॥৭৬

তখন নাট্যাচার্য ভরত দৈত্যদের সেই বিঘ্নসৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখে পুত্রগণসহ ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং সুরেশ্বরকে বললেন যে, বিঘ্নসকল নাট্যানুষ্ঠান ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর; অতএব এর রক্ষার উপায় সম্পর্কে আদেশ করুন।

দৃষ্ট্বা তেষাং ব্যবসিতং দৈত্যানাং বিঘ্নকারকম্।
উপস্থিতোঽহং ব্রহ্মাণং সুতৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতঃ॥
নিশ্চিতা ভগবন্ বিঘ্না নাট্যস্যাস্য বিনাশনে।
অতো রক্ষাবিধিং সম্যগাজ্ঞাপয় সুরেশ্বর॥৭৭-৭৮

তারপর ব্রহ্মা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে বললেন — হে মহামতি, আপনি সযত্নে (উত্তম) লক্ষণ সমন্বিত নাট্যগৃহ নির্মাণ করুন।

ততস্তু বিশ্বকর্মাণমাহ ব্রহ্মা প্রযত্নতঃ।
কুরু লক্ষণসংপন্নং নাট্যবেশ্ম মহামতে॥৭৯

ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা স্বল্পসময়ে সর্বশুভলক্ষণযুক্ত মনোরম নাট্যগৃহ নির্মাণ করে ব্রহ্মার সভায় গিয়ে করজোড়ে বললেন হে দেব, নাট্যগৃহ সজ্জিত হয়েছে; (এখন) আপনি এটা দেখুন।

ততোঽচিরেণ কালেন বিশ্বকর্মা শুভং মহৎ।
সর্বলক্ষণসংপন্নং কৃত্বা নাট্যগৃহং তু সঃ॥
প্রোক্তবান্ দ্রুহিণং গত্বা সভায়াং তু কৃতাঞ্জলিঃ।
সজ্জং নাট্যগৃহং দেব তদবেক্ষিতুমর্হসি॥৮০-৮১

তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্য সকল দেবতাসহ সেই নাট্যগৃহ বা রঙ্গালয় দেখতে গেলেন। তারপর তিনি রঙ্গালয়ের চারদিক দেখে তার বিভিন্ন অংশ রক্ষার জন্য

বিভিন্ন দেবতা ও দেবগুণে গুণান্বিত অন্যান্য শ্রেণীর ওপর দায়িত্ব দিলেন। অভিনেতাদের রক্ষার দায়িত্বও অনেকের ওপর ন্যস্ত হল। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, যে সকল দেবতা এখানে রক্ষায় নিযুক্ত হবেন তাঁরাই হবেন এর অধিদেবতা। (৮২-৯৮ শ্লোক দ্রঃ)

এসময়ে (বিঘ্ন দূরীকরণের একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার জন্য) দেবসকল ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলেন — আপনি এই বিঘ্নসমূহকে (প্রশমিত করতে) সাম বা সন্ত্বনাপূর্ণ বাক্য বলুন। প্রথমে সাম, দ্বিতীয়ে দান, তারপর ভেদ এবং পরিশেষে প্রয়োগ করতে হবে দণ্ড।

এতস্মিন্নন্তরে দেবৈঃ সর্বৈরুক্তঃ পিতামহঃ।
সাম্না তাবদিমে বিঘ্নাঃ স্থাপ্যন্তাং বচসা ত্বয়া।।
পূর্বং সাম প্রযোক্তব্যং দ্বিতীয়ং দানমেব চ।
তয়োরুপরি ভেদস্তু ততো দণ্ডঃ প্রযুজ্যতে।।৯৯-১০০

দেবতাদের কথা শুনে ব্রহ্মা বিঘ্নসকলকে ডেকে বললেন — তোমরা কেন এই নাট্যানুষ্ঠানকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছ?

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা বিঘ্নানুবাচ হ।
কথং ভবন্তো নাট্যস্য বিনাশার্থমুপস্থিতাঃ ।।১০১

তখন ব্রহ্মার কথা শুনে দৈত্য ও বিঘ্নগণসহ বিরূপাক্ষ শান্তভাবে বললেন — দেবতাদের অভিপ্রায়ে তাঁদের জন্য আপনি এই যে নাট্যবেদ সৃষ্টি করেছেন এতে আমাদের অপমান করা হয়েছে। ত্রিজগতের পিতামহ আপনি, এটা কখনোই আপনার করা উচিত নয়, কারণ দেবগণ যেমন আপনা থেকে উৎপন্ন, তেমনি এই দৈত্যগণও।

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা বিরূপাক্ষোঽব্রবীদ্বচঃ।
দৈত্যৈর্বিঘ্নগণৈঃ সার্ধং সামপূর্বমিদং বচঃ।।
যোঽয়ং ভগবতা সৃষ্টো নাট্যবেদঃ সুরেচ্ছয়া।
প্রত্যাদেশোঽয়মস্মাকং সুরার্থং ভবতা কৃতঃ।।
তন্নৈতদেবং কর্তব্যং ত্বয়া লোকপিতামহ।
যথা দেবাস্তথা দৈত্যাস্ত্বত্তঃ পূর্ববিনির্গতাঃ ।।১০২-১০৪

বিরূপাক্ষের কথা শুনে ব্রহ্মা তখন দৈত্যদের (নাট্যের প্রয়োজন ও স্বরূপ সম্পর্কে) বলতে লাগলেন — হে দৈত্যগণ, তোমরা ক্রোধ নিবৃত্ত কর, বিষাদ

পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের ও দেবতাদের শুভ অশুভ উভয়াত্মক কর্ম, ভাব ও বংশানুসারী এই নাট্যবেদ সৃষ্টি করেছি।

বিরূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
অলং বো মন্যুনা দৈত্যা বিষাদস্ত্যজ্যতাময়ম্।।
কর্মভাবান্বয়াপেক্ষী নাট্যবেদো ময়া কৃতঃ।।১০৫-১০৬

এতে কেবল তোমাদের অথবা দেবগণের ভাবের রূপায়ণই হয় নি, বরং নাট্য সমগ্র ত্রিভুবনের ভাবানুকীর্তন (অনুদর্শন)।

নৈকান্ততোঽত্র ভবতাং দেবানাং চাপি ভাবনম্।
ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্।।১০৭

এতে (থাকবে) কখনও (অভিনেয়) ধর্ম, কখনও ক্রীড়া, কখনও অর্থ, কখনও শান্তি, কখনও হাস্য, কখনও যুদ্ধ, কখনও কাম এবং কখনও বা বধ।

কৃচিদ্ধর্মঃ কৃচিৎ ক্রীড়া কৃচিদর্থঃ কৃচিচ্ছ্মঃ।
কচিদ্ধাস্যং কৃচিদ্ যুদ্ধং কৃচিৎকামঃ কৃচিদ বধঃ।।১০৮

(এতে) ধর্মপরায়ণদের ধর্ম, কামাসক্তদের কাম, দুর্বিনীতদের নিগ্রহ এবং মাতালদের দমনক্রিয়া; তেজোহীনদের তেজঃ, বীরাভিমানিগণকে উৎসাহ, নির্বোধদিগকে বোধোদয় এবং বিদ্বানগণকে বৈদগ্ধ্য; ধনাঢ্যব্যক্তিগণের বিলাস, দুঃখার্তের স্থৈর্য, অর্থোপজীবীদের অর্থ এবং উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণকে ধৈর্য (সম্বন্ধে উপদেশ দেয়); (এরূপ) বিবিধ ভাবযুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারী এবং লোকবৃত্তানুকারী এই নাট্য আমি নির্মাণ করেছি।

ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামার্থসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং মত্তানাং দমনক্রিয়া।।
ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যজননমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবোধানাং বিবোধশ্চ বৈদগ্ধ্যং বিদুষামপি।।
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্যং দুঃখার্দিতস্য চ।
অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্।।
নানাভাবোপসংপন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্।।১০৯-১১২

এ নাট্য উত্তম, মধ্যম ও অধম জনদের কর্মাশ্রিত, মঙ্গলদায়ক উপদেশযুক্ত, ধৈর্য, ক্রীড়া ও সুখকারক।

উত্তমাধমমধ্যানাং নরাণাং কর্মসংশ্রয়ম।
হিতোপদেশজননং ধৃতিক্রীড়াসুখাদিকৃৎ॥১১৩

[এ নাট্য সকল রস, ভাব ও সকল কর্মে সকলের উপদেশক হবে।] এ নাট্য যথাকালে দুঃখার্ত, শ্রমক্লান্ত, শোকাহত এবং তপস্বীদের বিশ্রামজনক হবে। এবং এ নাট্য হবে ধর্মপ্রদ, যশোদায়ক, জীবনীবর্ধক, কল্যাণদায়ক, জ্ঞানবর্ধক এবং লোকের উপদেশক।

[এতদ্রসেষু ভাবেষু সর্বকর্মক্রিয়াস্বথ।
সর্বোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি॥][1]
দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥
ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি॥১১৪-১১৫

এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ ও কর্ম নেই যা এই নাট্যে পরিদৃষ্ট নয়।

ন তচ্ছ্রুতং[2] ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম যন্নাট্যেঽস্মিন্ ন দৃশ্যতে॥১১৬

[সকল শাস্ত্র, শিল্প ও বিবিধ কর্মের মিলন হয়েছে এই নাট্যে। সেকারণে আমি এটা প্রস্তুত করেছি।]

সুতরাং (হে দৈত্যগণ) দেবগনের প্রতি তোমাদের ক্রোধ করা সঙ্গত নয়। [এ নাট্য হবে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অনুকরণ।]

যেহেতু নাট্য অনুকরণাত্মক সেহেতু এটা আমি প্রস্তুত করেছি।

[সর্বশাস্ত্রাণি শিল্পানি কর্মাণি বিবিধানি চ।
অস্মিন্ নাট্যে সমেতানি তস্মাদেতন্ময়া কৃতম্॥]
তন্নাত্র মন্যুঃ কর্তব্যো ভবদ্ভিরমরান্ প্রতি।
[সপ্তদ্বীপানুকরণং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি॥]
যেনানুকরণং নাট্যমেতত্তদ্ যন্ময়া কৃতম্॥১১৭

---

১ তৃতীয় বন্ধনীযুক্ত শ্লোকগুলি ভিন্ন সংস্করণে দৃষ্ট। কিন্তু এগুলি বহুল প্রচলিত ও গুরুত্ববহ বিধায় প্রাগুক্ত নাট্যশাস্ত্রে এভাবে পৃথক শ্লোকসংখ্যা না দেখিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

২ অন্য সংস্করণে আছে 'ন তজ্জ্ঞানং'।

দেবতা, অসুর, রাজা, গৃহস্থ এবং ব্রহ্মর্ষিদের (জীবনের) ঘটনাবলীর প্রদর্শক হিসেবে নাট্য অভিহিত হবে। সকলের সুখ-দুঃখ যুক্ত যে স্বভাব তা অঙ্গাদি[১] অভিনয়ের সহিত মিলিত হয়ে নাট্য নামে অভিহিত হবে।

দেবানামসুরাণাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বিনাম্ ॥
ব্রহ্মর্ষীণাং চ বিজ্ঞেয়ং নাট্যং বৃত্তান্তদর্শকম্ ॥
যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ।
সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥১১৮-১১৯

বেদবিদ্যা, ইতিহাস এবং আখ্যানের সমন্বয়ে পরিকল্পিত এই নাট্য হবে লোকে আনন্দদায়ক।

বেদবিদ্যেতিহাসানামাখ্যানপরিকল্পনম্।
বিনোদকরণং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥১২০

এভাবে নাট্যের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্রহ্মার বক্তব্য শোনার পর দৈত্য ও বিঘ্নসমূহের উত্তেজনা প্রশমিত হলে এবং রঙ্গালয়ের শৃঙ্খলা ফিরে এলে পিতামহ ব্রহ্মা নাট্যমণ্ডপে যজ্ঞ করার জন্য দেবতাদের নির্দেশ দিলেন। যজ্ঞের ব্যাপারে তিনি বলিদান, হোম, মন্ত্র, ভোজ্য, ভক্ষ্য এবং পানীয় যুক্ত বিবিধ উপচার প্রস্তুত করতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে এরূপ করলে দেবতারা মর্ত্য-লোকে পূজিত হবেন। তারপর রঙ্গদেবতার পূজার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। তিনি বললেন যে, রঙ্গদেবতার পূজা না করে কখনোই নাট্যানুষ্ঠান করা উচিত নয়। রঙ্গপূজা না করে যে নাট্যানুষ্ঠান করে তার জ্ঞান নিষ্ফল হয় এবং সে পরবর্তী-কালে জন্মগ্রহণ করে নীচশ্রেণীর প্রাণীরূপে। রঙ্গদেবতার পূজা যজ্ঞতুল্য। নর্তক, অর্থপতি যিনিই হোন না কেন, তিনি যদি রঙ্গদেবতার পূজা না করেন কিংবা অপরকে দিয়ে পূজা না করান তাহলে তাঁর ক্ষতি হয়। আর যিনি যথাবিধি ও দৃষ্ট আচার অনুসারে পূজা করবেন তিনি প্রাপ্ত হবেন স্বর্গলোক। ভগবান ব্রহ্মা দেব-গণসহ এরূপ বলে ভরতকে রঙ্গদেবতার পূজা করার নির্দেশ দিলেন। (১২১-১২৮ শ্লোক দ্রঃ) এখানে পরিসমাপ্ত ভরতমুনি প্রোক্ত 'নাট্যোৎপত্তি' নামে নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।

সংস্কৃত নাট্যসৃষ্টির যে কাহিনী নাট্যশাস্ত্রে বিধৃত হয়েছে তার সত্যাসত্য বিচার না করেও এটা সুস্পষ্ট যে নাট্যসৃষ্টির মূলে ঘটেছিল এক মহতী ইচ্ছার প্রতিফলন। নাট্যের প্রসারিত বেলাভূমিতে মানুষের শুভ বুদ্ধি ও শুভ চেতনার এক নান্দনিক

১ আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক এবং আহার্য অভিনয়।

পদচারণা পরিলক্ষিত। এখানে ঘটেছে নারী-পুরুষসহ সকল শ্রেণীর মানুষেরই উপস্থিতি। ভাবী কালেব বংশধরদের জন্য নাট্য শুনিয়েছে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির কাঙ্ক্ষিত বাণী। সংস্কৃত নাট্যসৃষ্টির পেছনে একটা সুস্পষ্ট, সুপরিকল্পিত এবং পরিশীলিত ও বাস্তবানুগ চিন্তা-ভাবনা পরিলক্ষিত।

ভরতের কাছে আগত মুনিদেব নাট্যবেদ সম্পর্কিত প্রশ্ন খুবই স্পষ্ট। ভরতও যথা-স্থানে তার সম্যক উত্তব দিয়েছেন। নাট্য সম্পর্কে আত্রেয় প্রমুখ মুনিদের প্রশ্ন মূলতঃ পাঁচটি।

প্রথম প্রশ্ন — নাট্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত। কি প্রকারে নাট্যের উদ্ভব হয়েছিল অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্যে নাট্যোৎপত্তি। (উত্তব - একাধারে দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যেব প্রয়োজনীযতা।)

দ্বিতীয় প্রশ্ন — অধিকারী সম্পর্কিত। কার জন্য অভিপ্রেত অর্থাৎ নাট্য কাদের জন্য সৃষ্ট। (উত্তর – চতুবর্ণ (সার্ববর্ণিক)।)

তৃতীয় প্রশ্ন — বিষয়বস্তু সম্পর্কিত। এর কটি অঙ্গ অর্থাৎ কি কি বিষয় নিয়ে নাট্য আলোচিত। (উত্তব — ন তচ্ছ্রুতং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।... সমস্ত জাগতিক বিষয় সম্পর্কিত।)

চতুর্থ প্রশ্ন — পরিসর সম্পর্কিত। এর প্রমাণ অর্থাৎ পরিধি কতটা। (উত্তর — ৩৭ অধ্যায়ে প্রায় ছয় হাজার শ্লোকে বর্ণিত বিবিধ বিষয়।)

পঞ্চম প্রশ্ন — অভিনয় সম্পর্কিত। কি করে নাট্যের প্রয়োগ হবে অর্থাৎ কোন রীতি বা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়ে নাট্য মঞ্চস্থ হবে (উত্তর — আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়।)

অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে, এ প্রশ্ন (ও সম্ভাব্য উত্তবগুলির মধ্যে বিবিধ বিষয় সমন্বিত নাট্যের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সুপরিস্ফুটিত। যে কোন মহৎ সৃষ্টির পেছনে এরূপ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা থাকা বিধেয়।

যে পরিস্থিতিব পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনে ইন্দ্রকে ব্রহ্মার কাছে যেতে হয়েছিল সেটা খুবই তাৎপর্যবহ।

১ মনুষ্যত্ব বিবর্জিত, শিষ্টাচার বিগর্হিত অবস্থা (গ্রাম্যধর্মে প্রবৃত্তে);

২ ইন্দ্রিয়াসক্তি, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ঈর্ষার প্রাবল্য (ঈর্ষ্যা-ক্রোধাদিসংমূঢ়ে);

৩ বিনোদনমূলক কোন বিষয় বা খেলনা জাতীয় বস্তু (ক্রীড়নীয়কম্) অভীপ্সিত;

৪ যুগপৎ দর্শন ও শ্রবণযোগ্য (দৃশ্যং শ্রব্যং চ) কাঙ্ক্ষিত সাহিত্য;

৫ সর্বজন (সার্ববর্ণিকম্)-নন্দিত পঞ্চম বেদ সৃষ্টির প্রয়োজন।

অর্থাৎ তখন এমন একটা সময় যখন মানুষের নীতিবোধ বিপর্যস্ত, পশুশক্তির পদাহত হয়ে মনুষ্যত্ব পশুত্বে পর্যবসিত এবং লোভ-মোহ-কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-ক্রোধের অভি-ঘাতে আর মত্ততায় সভ্যতা ও সমাজদেহ ক্ষত-বিক্ষত। স্মরণাতীত কাল থেকে যে বিধিবদ্ধ বাণী ও জ্ঞানার্জনের প্রধান উৎস তা মানুষকে ঐ বিপন্ন অবস্থা থেকে পারছিল না রক্ষা করতে। যুগের সেই সন্ধিক্ষণে কেবল মানুষই নয়; দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি সম্প্রদায়ও তাদের স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে লিপ্ত হয়েছিল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে। সার্বিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাও মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বৈদিক সভ্যতার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে তখন দেখা দিয়েছিল একটা ব্যাপক বিদ্রোহ। চতুর্বেদ আর পারছিল না মানুষকে ধরে রাখতে; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিধায়ক বেদ পারছিল না মানুষের অন্তরের তৃষ্ণা মিটাতে, তার প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের সন্ধান দিতে। কেবল বেদ পাঠ ও শ্রবণে মানুষ তার তৃষার্ত চিত্তে খুঁজে পাচ্ছিল না একটু প্রশান্তি। অথবা বলা যায়, মানুষের জীবনবোধের যে বহতা স্রোতোধারা, বেদের জ্ঞানচর্চার নীরস মরুপথে তা তখন গতিহারা। এই অবস্থায় মানুষ শুধু অধ্যয়ন ও শ্রবণের দ্বারাই নয়, সে দর্শনের দ্বারাও খুঁজছিল জ্ঞানের আহরণ ও চিত্তের বিনোদন। তাছাড়া বিশেষ সম্প্রদায়ের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) দ্বারা কুক্ষিত জ্ঞান ভাণ্ডার (বেদ) কোন দিন পৌঁছুতে পারে নি সাধারণ মানুষের (শূদ্রের) দ্বারপ্রান্তে। ফলে জ্ঞানের অনুশীলন থেকে বঞ্চিত এই বৃহৎ শ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে যে অসন্তোষ ও বঞ্চনার বেদনা হয়েছিল সঞ্চিত, তা কেবল সমাজ দেহকে আক্রান্ত করে ক্ষান্ত হয় নি, আক্রান্ত করছিল সমাজ প্রভুদেরও। তাই সমাজ তথা পৃথিবী ও স্বর্গের যিনি অধিপতি (ইন্দ্র), তিনি ভাবিত হলেন এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা জানালেন সর্বজনগ্রাহ্য, সর্বজনবোধ্য এবং একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্য সর্বজননন্দিত কোন বিষয় (পঞ্চম বেদ) সৃষ্টির। আর ব্রহ্মার সেই সৃষ্টি হল নাট্য-বেদ, যা গণ-অসন্তোষ ও বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা থেকে সঞ্জাত এবং জাতিভেদ ও শ্রেণী ভেদের পঙ্কিলতায় যা সর্বজনীন চিন্তা-চেতনায় বিভাসিত পঙ্কজ। চতুর্বেদ (ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব) এর ভিত্তিমূল হলেও নাট্যবেদের মধ্যে আমরা সকল মানুষের হিতকর, নিরপেক্ষ এবং একাধারে আনন্দদায়ক ও জ্ঞানদায়ক এক অপূর্ব সাহিত্যের সন্ধান পাই; এবং এ সাহিত্য কোন কাল্পনিক কিছু নয়, ইতিহাস আশ্রিত। অর্থাৎ সমাজে যা ঘটেছে কিংবা ঘটছে তারই অনুকরণাত্মক দৃশ্য ও শ্রব্যরূপ।

নাট্যবেদের আরও একটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। নাট্য নামক পঞ্চম বেদ ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হলেও ভোগাসক্ত দেবতারা এর গ্রহণে, ধারণে এবং মননে অক্ষম

ছিলেন। তাই এর প্রচার, প্রসার ও ঋদ্ধি ঘটেছিল শ্রমজয়ী সাধনায় সিদ্ধ একজন মানুষ (ভরতমুনি) এবং তার পুত্র ও অনুসারীদের দ্বারা। (দ্রঃ শ্লোক নং ২২-২৩)। এর মাধ্যমে এটাই প্রতিভাত যে, নাট্যপ্রয়োগে প্রচুর অধ্যবসায়, অনুশীলন ও সাধনার প্রয়োজন এবং সেই সাধনায় স্বর্গসুখভোগী দেবতা নয়, শ্রমজয়ী, অধ্যবসায়ী, সাধনায় সিদ্ধ মানুষই অধিকতর সিদ্ধ। এই পর্যালোচনায় যে সত্যটি উদ্‌ঘাটিত তা হল, নাট্যবেদ বা নাট্যসাহিত্য সাধারণ মানুষের সফল আন্দোলনের ফসল।

তবে এ আন্দোলন সহজে সফলতায় পর্যবসিত হয় নি, আন্দোলনের ফসল সহজে ঘরে তোলা যায় নি। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় আমাদের চারপাশে পরিদৃষ্ট যে কোন মহত্তর আন্দোলন এবং প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির সঙ্গে শোষিত মানুষের সংগ্রামের। শাসক শ্রেণী তাদের পরাজয় এবং শাসিত-শোষিতের বিজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও যতদিন সম্ভব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার প্রয়াস চালায় অব্যাহতভাবে। তাই শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন সহজে সফল হয় না। বারে বারে আসে নানাবিধ বাধা, বিপত্তি; বিঘ্ন এসে ভেঙে দিয়ে যায় তাদের সবকিছু। সাফল্যের শেষপ্রান্তে এসেও শ্রমের সফলতার ফসল ঘরে তুলে নিতে পারে না শ্রমিক। আন্দোলনের বিজয় লাভ করেও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না সেই বিজয়কে ধরে রাখা। সুবিধাভোগী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কূটকৌশল ও প্রতারণায় অর্জিত সব কিছুই যায় ধ্বংস হয়ে। তিল তিল করে গড়ে ওঠা সভ্য ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সভ্যতা যেমন অশুভ শক্তি এবং ষড়যন্ত্রকারীর ক্ষণিকের বোমার আঘাতে যায় বিলুপ্ত হয়ে, নাট্য-আন্দোলনের সফলতার এক পর্যায়েও ঠিক এমনি একটা বিপর্যয় পরিদৃষ্ট।

বহু শ্রম, বহু তিতিক্ষা ও অধ্যবসায়ে অর্জিত যে নাট্যবেদ, যার মাধ্যমে সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষের বিজয় সূচিত, এবং ইন্দ্রের ধ্বজোৎসবকে কেন্দ্র করে যা প্রথম অভিনীত, অশুভ শক্তির আঘাতে তা প্রায় ধ্বংসে পর্যবসিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে দেববিরোধী অসুর ও দৈত্যরা চিরকালের অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। প্রথম দৃষ্টিতে সেই অশুভ শক্তিরাই নাট্যের মতো মহৎ সৃষ্টিকে চাইল ধ্বংস করে দিতে। অর্থাৎ এরা চায় না যে কোন শুভকর ও মঙ্গলদায়ক কিছু প্রতিষ্ঠিত হোক। শুভদ্বেষী অসুরেরা শুভসূচক যে কোন কিছু চায় ধ্বংস করতে। তাই তারা উদ্যত হয় নাট্য-আন্দোলনের, নাট্যসাধনার পরম ও চরম প্রাপ্তির মুহূর্ত হিসেবে পরিগণিত প্রথম নাট্যাভিনয়কে আঘাত করতে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে এ অবস্থাটা একটু ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়।

দৈত্য ও বিঘ্নসমূহের মুখপাত্র হিসেবে বিরূপাক্ষের উক্তি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ব্রহ্মাকে জানালেন যে নাট্যে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা

হয়েছে ; দেব ও দৈত্য উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভরত প্রযোজিত প্রথম অভিনীত নাট্যে একপক্ষকে (দেবপক্ষকে) বিজয়ী, সকল শুভের প্রতীক এবং অপরপক্ষকে লাঞ্ছিত, পরাজিত ও অশুভের প্রতীক হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। (দ্রঃ শ্লোক নং ১০২-১০৪)। অতএব এখানে বিরূপাক্ষের উক্তি যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত। এরূপ হলে অবমানিত পক্ষের ক্ষোভের ও বিদ্রোহের কারণ থাকা স্বাভাবিক এবং এর পরিণতিতে সেই বিক্ষুব্ধ পক্ষের দ্বারা প্রতিশোধ নেয়া ও যে মাধ্যম তাদের হেয় করেছে তার ধ্বংস সাধন প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে অনিবার্য। স্বর্গের সেই নাট্যানুষ্ঠানে ঠিক এ ঘটনাটাই ঘটেছিল। সুতরাং দৈত্য ও অসুরদের চিরকালীন ধারায় অশুভের প্রতীক হিসেবে যেভাবে রূপায়িত ও চিহ্নিত করা হয় সেটা মনে হয় সঙ্গত নয়। অন্তত: নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত এ আখ্যায়িকার আলোকে আমরা তাদের কিছুতেই অশুভ বলতে পারি না। তাদের কণ্ঠে কেবল অধিকারের প্রশ্ন উচ্চারিত এবং সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সোচ্চারিত।

শাসক-শাসিত, শোষক-শোষিতের যে সতত বিরোধ সেখানে শাসক এবং শোষকও তাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় নিরত প্রতিনিয়ত। তারা প্রতিপক্ষের অধিকারের প্রশ্নকে, সংগ্রামকে এবং অর্জিত বিজয়কে কখনোই পারে না স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে। প্রতিপক্ষের যে অধিকার তারা মেনে নেয় তা নিতান্ত বাধ্য হয়েই। তাই চূড়ান্ত বিজয়ের পরেও ক্ষমতাসীনরা লিপ্ত হয় ষড়যন্ত্রে। একটি সুন্দরের বিকৃতি ঘটিয়ে অসুন্দর করে এরাই, শুভকে অশুভে পরিণত করে তারাই। কিন্তু প্রচারের সব যন্ত্র এই ক্ষমতাসীনদের হাতে থাকায় বুদ্ধির চাতুর্যে আর কূটকৌশলে সকল কুক্রিয়ার দায়-দায়িত্ব গিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের স্কন্ধে। অবস্থাদৃষ্টে নাট্য-আন্দোলনে এই সত্যটিই উদ্‌ঘাটিত বলে ধারণা। যেহেতু দেবতারাই সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর, শাসক, নিয়ামক এবং সর্ববিধ নীতির নির্ধারক, সেহেতু এটা নিশ্চিত যে তাঁদের শাসনের ব্যর্থতায়, বৈষম্য ও ভ্রান্ত নীতির ফলে জম্বুদ্বীপ তথা সমগ্র পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল বিশৃঙ্খলা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘাত এবং ব্যাপক আন্দোলন। আর এই আন্দোলনের সফল ফলশ্রুতি নাট্যবেদ। ব্রহ্মার সৃষ্টি এ নাট্যবেদ যা সাধারণ জনের সপক্ষেই সৃষ্ট, দেবতাদের পক্ষে তা গ্রহণ না করে কোন উপায় ছিল না। কিন্তু নাট্যের প্রয়োগের বেলায় দেখা গেল সেখানে আবার অসাম্য, দেবতাদের প্রাধান্য এবং তাদের প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা। ব্রহ্মা নাট্যবেদের স্রষ্টা হলেও তাঁর নির্দেশে প্রথম অভিনীত নাট্যের প্রযোজক ভরতমুনি। দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ভরতের পক্ষে দেববিরোধী কোন কিছু প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না, বরং সেখানে কিছু দেবতুষ্টি থাকাই স্বাভাবিক। এখানে লেখকের ওপর ক্ষমতাসীন দেবতাদের একটা প্রভাব

ও চাপ থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। সুতরাং নাট্য-আন্দোলনের বিজয়বেলায় আবার যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তাব জন্য তথাকথিত অশুভ শক্তি অসুর বা দৈত্যদের দায়ী করা যায় না, এর জন্য দেবতাদেরই দায়ী করা উচিত।

দৈত্য ও বিঘ্নসমূহের দ্বারা সৃষ্ট প্রথম অভিনীত নাট্যের বিপর্যয় রোধে ইন্দ্র তথা দেবতারা যা করেছিলেন তার মধ্যেও আর একটা বাস্তব সত্য প্রকাশিত। ক্ষমতাসীনরা প্রথম তাদের প্রতিপক্ষকে দণ্ডাঘাতেই পর্যুদস্ত করে স্তিমিত করতে চায় তাদের আন্দোলনকে। তাই আমরা দেখি ক্রোধান্ধ ইন্দ্র জর্জরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিতাড়িত করেন সকল বিঘ্নকে। কিন্তু কোন সঠিক ও ন্যায়ের সংগ্রামকে একেবারে ধ্বংস করা যায় না এটা ঐতিহাসিক সত্য; ইন্দ্রও পারেন নি এই সত্যকে ভুল প্রমাণিত করতে। দ্বিতীয়বার নাট্য অভিনীত হতে গেলে অসুর ও বিঘ্নেরা আবার বাধা প্রদান করে। তখন এ অবস্থার উত্তরণে ভরত যেমন ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন তেমনি দেবতারাও হন তাঁর শরণাপন্ন। ক্ষমতাসীন ও সুবিধাভোগীদের রক্ষাকল্পে সাধারণজনদের আক্রমণ প্রতিহত করতেই প্রথম নির্মিত হয়েছিল সুদৃঢ় রঙ্গালয়। কিন্তু এতেও দেবতারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তাঁরা শাসক, রাজ্য পরিচালনা করেন তাই রাজনীতিতে সচেতন। এ কারণে আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন যে কঠোর শাস্তি দিয়ে কিংবা সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করে প্রতিপক্ষকে যাবে না প্রতিহত করা। এর জন্য প্রয়োজন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটা সুদূরপ্রসারী সমঝোতায় আসা। তাই তাঁরা অসুরদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য (সাম বাক্য প্রয়োগের জন্য) ব্রহ্মার কাছে আবেদন জানালেন। ব্রহ্মা মূলতঃ এই বিরাট আন্দোলনে উভয় পক্ষের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছেন। দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রথমে সাম বাক্য প্রয়োগের আবেদন করেন এবং তারপর প্রয়োগ করতে বললেন দান, ভেদ ও দণ্ড। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারটি বিধান বহুল প্রচলিত। সাম অর্থ বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা বা বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা ঐকমত্যে পৌঁছানো। এ পর্যায় ব্যর্থ হলে এক পক্ষ অপর পক্ষের মধ্যে জায়গা-জমি-সহ প্রচুর উপঢৌকন ও পদ বিতরণ করে বিবাদ বা আন্দোলন বন্ধ করতে হয় যত্নশীল - এটাই দান। তৃতীয় পর্যায় — ভেদ। এখানে প্রতিপক্ষ বা বিরোধী পক্ষের মধ্যে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে তাদের ঐক্যে ভাঙন ধরিয়ে তাদের করা হয় দুর্বল, শক্তি-হীন। এই তিন পর্যায় ব্যর্থ হলে চতুর্থ পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে শারীরিকভাবে বা অন্য যে কোন উপায়ে নির্যাতন করে নিজ আয়ত্তে আনার জন্য চালানো হয়

প্রচণ্ড প্রয়াস — এটাই দণ্ড। আমাদের আলোচ্য নাট্য-আন্দোলনে ব্রহ্মা দেবতাদের প্রতিপক্ষকে প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সাম বাক্য প্রয়োগ করেই শান্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্রহ্মা অতি সুন্দরভাবে নাট্যের প্রয়োজনীয়তা ও মহত্তর দিক বিশ্লেষণ করে সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাট্য সর্বজনীন, এখানে কেবল দেবতা বা অসুরদের রূপারোপই নয়, ত্রিজগতের সকলেরই হবে রূপায়ণ। এতে ধনী-দরিদ্র, সুখী-দুঃখী, জ্ঞানী-মূর্খ, ধার্মিক-অধার্মিক সকলেরই কথা থাকবে। শোকার্ত, দুঃখার্ত, শ্রমার্ত, সুখভোগী প্রত্যেকেরই বিনোদন হিসেবে নাট্য সহায়ক হবে। নাট্য হবে সকল জ্ঞানের আকর। নাট্য হবে সকলের পরম শিক্ষনীয়, মঙ্গলদায়ক এবং সুখবিধায়ক। ব্রহ্মার এসব উক্তিতে সবারই আশ্বস্ত হওয়ার কথা। সুতরাং সেই যুগসন্ধিক্ষণে নাট্য সৃষ্টিতে ব্রহ্মার ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, ভরতের মাধ্যমে তিনি সকলকে প্রদান করলেন এক পরম হিতকর অভিনব শিল্প-প্রজাতি। তবে যুগান্তরে বিংশ শতব্দীর শেষপাদে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মার বিশাল অবদানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেও আমরা বলতে পারি, সেদিন তাঁর ভূমিকা মোটেই নিরপেক্ষ ছিল না। দেব ও অসুর উভয়ের পিতামহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিন সুকৌশলে সুন্দর প্রবচনে অসুর তথা অনার্য ও সাধারণ শ্রেণীকে আশ্বস্ত করে দেবতা তথা আর্য ও শাসক শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তাই প্রথম অভিনীত নাট্যে প্রতিফলিত হয়েছে অসুরদের পরাভব। কিন্তু কালের পরিবর্তনে এখন সেই অসুররূপী গণমানুষের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, জম্বুদ্বীপ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শোনা যাচ্ছে তারই পদধ্বনি। পরিশেষে নাট্য প্রয়োগের আগে ব্রহ্মা যে রঙ্গ-পূজার নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে কোন দেবগন্ধ না খুঁজেও একথা বলা যায় যে যা মহত্তর, যা আমাদের শুভদায়ক, মঙ্গলকর, যা আমাদের বহু অধ্যবসায় ও কষ্টার্জিত তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা বিধেয়; এটাই পূজা, অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন। নাট্য মহত্তর শিল্প, মহত্তর সাহিত্য তাই সশ্রদ্ধচিত্তে তার প্রয়োগ করা বিধেয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় এখন এটাই প্রতীয়মান হয়, সংস্কৃত নাট্যের প্রয়োগ যে শুভদিনে এবং শুভ মুহূর্তেই হোক না কেন, কোন একদিনে বা একক প্রচেষ্টায় কিংবা সহজতর উপায়ে এটা সংঘটিত হয় নি। এর পেছনে ছিল বহু যুগের বহু মানুষের আয়াসসাধ্য ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন, অনুশীলন। আর এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই সর্বকালের সকল মানুষের সার্বিক শুভ চেতনা, মহৎ শিল্পবোধ এবং সর্বজনীন চিন্তার এক দীপ্র রূপ। এবং নাট্যবেদ-সম্ভবে এটাই প্রতিফলিত যে, সংস্কৃত নাট্য গণমানুষের ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলনের সফল ফসল ও কাঙ্ক্ষিত বিকশিত মুক্তির শতদল।

পঞ্চ অবস্থা — পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি — পঞ্চ সন্ধি এবং মালবিকাগ্নিমিত্র

ইতিবৃত্ত বা নাট্যবস্তুকে বলা হয় নাট্যের শরীর। পাঁচ প্রকার সন্ধির দ্বারা এটা বিভক্ত। এই ইতিবৃত্তকে আবার প্রাজ্ঞজন দুটি বিশেষভাগে ভাগ করেছেন। এর একটি আধিকারিক (বা মুখ্য) এবং অপরটি প্রাসঙ্গিক (বা গৌণ)। কাঙ্ক্ষিত ফলসাধনে যে সার্বিক প্রক্রিয়া (কার্য) তা আধিকারিক নামে পরিজ্ঞাত, অপরটি সহায়ক বস্তু (প্রাসঙ্গিক)। আধিকারিক বলার কারণ হল, এখানে বস্তুটি চূড়ান্ত লক্ষ্য বা ফললাভের (ফলযোগের) সঙ্গে জড়িত এবং আনুষঙ্গিক বা গৌণ বলার হেতু, এখানে বস্তুটি চূড়ান্ত লক্ষ্য সাধনের সহায়ক হিসেবে কার্য করে।[১]

এখন নাট্যবস্তু গঠিত হয় জগৎ ও মানুষের অনুকরণে ('লোকানুকরণম্' 'সপ্তদ্বীপানুকরণম্'); আর সেই জাগতিক ব্যাপার ও মানুষের জীবন বিচিত্র। মানুষের জীবনটা সতত সংঘাত বা সংগ্রামময়। তার প্রাত্যহিক জীবন থেকে সারাজীবন প্রতিনিয়ত তাকে আসতে হয় বিবিধ অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের সংস্পর্শে। মূলতঃ মানুষের জীবনধারা নদীর স্রোতোধারার গতিময়তার সঙ্গেই তুলনীয়। নদী যেমন তার চলার পথে বিভিন্ন বাঁক নেয়, মানুষের জীবনের বাঁকও এমনিভাবে তার জীবনসংগ্রামে হয় পরিবর্তিত। এই পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গঠিত হয় নাট্যের শরীর, নাট্যবস্তু বা ইতিবৃত্ত। কিন্তু মানুষের জীবনের অনুকরণে নাট্যবস্তু গঠিত হলেও জীবনের বিবিধ সংঘটনা ও বাস্তবতা একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে নাট্যিক ঘটনা নয়। মানুষের জীবন যেমনই হোক, জীবনে সে সুখের প্রত্যাশা করে, অবসন্ন মুহূর্তে খোঁজে একটুখানি আনন্দ ও বিশ্রান্তি। নাট্য পারে তাকে এ আনন্দ ও বিশ্রান্তি দিতে। তাই নাট্যে জীবনের দৃশ্যপট থেকেও সে দৃশ্য গড়ে ওঠে নাট্যধর্মী হয়ে। জীবনের ঘটনা যত দ্রুত ঘটুক কিংবা বিলম্বে ঘটুক, নাট্যঘটনা ঘটে তার সুনির্দিষ্ট নিয়মে। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় নাট্যঘটনা। নাট্যবীজ হঠাৎ পত্র-পুষ্পে, শাখা-প্রশাখায় পরিণত বৃক্ষে যেমন রূপায়িত হয় না, তেমনি তাতে হঠাৎ দেখা যায় না পরিপক্ব ফল; ঘটনার আরম্ভ সুনির্দিষ্ট পথ বেয়ে

১ ইতিবৃত্তং তু নাট্যস্য শরীরং পরিকীর্তিতম্।
পঞ্চভিঃ সন্ধিভিস্তস্য বিভাগঃ সংপ্রকল্পিতঃ ॥
ইতিবৃত্তং দ্বিধা চৈব বুধস্তু পরিকল্পয়েৎ।
আধিকারিকমেকং তু প্রাসঙ্গিকমথাপরম্ ॥
যৎ কার্যং হি ফলপ্রাপ্ত্যা সমর্থং পরিকল্প্যতে।
তদাধিকরিকং জ্ঞেয়মন্যৎ প্রাসঙ্গিকং বিদুঃ ॥ না. শা. ১৯।১-৩
কারণাৎ ফলযোগস্য বৃত্তং স্যাদাধিকারিকম্।
তস্যোপকরণার্থং তু কীর্ত্যতে হ্যানুষঙ্গিকম্ ॥ না. শা. ১৯।৫

নিশ্চিত ফলেব আগমে এগিয়ে যায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে পৌঁছে যায় উপসংহারে। মুখ্য ফললাভের উদ্দেশ্যে বা কাঙ্ক্ষিত ফলকামনায় এবং ফলের উৎকর্ষ সাধনে কবি পরিকল্পিতভাবে নেতার (নায়কের) মাধ্যমে (বা নেতার কার্যসহায়ক হিসেবে অন্যান্য চরিত্রের মাধ্যমে) বিভিন্ন প্রক্রিয়ায (নাট্য) বস্তু প্রণয়ন করবেন।[১] নাট্যঘটনার এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াব সুসমঞ্জস ক্রমবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রেখে সংস্কৃত নাট্যতাত্ত্বিক ভরত সংস্কৃত নাট্যে পঞ্চ অবস্থা, পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি এবং পঞ্চ সন্ধির বিধান দিয়েছেন।

পঞ্চাবস্থা

মুখ্য ফলসাধনে কবিকল্পিত প্রক্রিয়ার পাঁচটি অবস্থা ক্রমানুসাবে (আনুপূর্বিক) প্রয়োগ-কর্তাকে জানতে হবে।

সংসাধ্যে ফলযোগে তু ব্যাপাবঃ সাধকস্য যঃ।
তস্যানুপূর্ব্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোক্তৃভিঃ।। না.শা.১৯।৭

এই পাঁচটি অবস্থা হল — প্রাবম্ভ, প্রযত্ন প্রাপ্তিসম্ভব, নিয়তফলপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ। (সাহিত্যদর্পণে এগুলি যথাক্রমে আবম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম)

প্রাবম্ভশ্চ প্রযত্নশ্চ তথা প্রাপ্তেশ্চ সংভবঃ।
নিয়তা চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ ।।১৯।৯

মহা (মুখ্য) ফললাভের বীজ হিসেবে বৃত্তবন্ধের যে অংশ কেবল ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে তা প্রারম্ভ।

ঔৎসুক্যমাত্রং বন্ধস্য যদ্ বীজস্য নিবধ্যতে।
মহতঃ ফলযোগস্য সোঽত্র প্রারম্ভ ইষ্যতে।।১৯।১০

যথার্থ ফলসাধন অদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও যে প্রক্রিয়া ফললাভের দিকে প্রচণ্ড প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যায় তা প্রযত্ন।

অপশ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং যো ব্যাপাবঃ ফলং প্রতি।
পরং চৌৎসুক্যগমনং প্রযত্নঃ পরিকীর্তিঃ ।।১৯।১১

যখন ফললাভের উপায় হিসেবে কিছুটা সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়, পণ্ডিতগণ সেই অবস্থাকে প্রাপ্তিসম্ভব বলেন।

ঈষৎপ্রাপ্তির্যদা কাচিৎফলস্য পরিকল্প্যতে।
ভাবমাত্রেণ তং প্রাহুর্বিধিজ্ঞাঃ প্রাপ্তিসংভবম্ ।।১৯।১২

১ কবেঃ প্রযত্নান্নেতৄণাং যুক্তানাং বিধ্যপাশ্রয়াৎ।
কল্প্যতে হি ফলপ্রাপ্তিঃ সমুৎকর্ষাৎ ফলস্য চ।। না. শা. ১৯।৪

যখন (নেতার পক্ষে তার প্রয়োগকৃত) উপায়ের দ্বারা ফললাভ প্রকৃষ্টরূপে (বা যথার্থ কিংবা অবশ্যম্ভাবীরূপে) দেখা সম্ভব হয় তখন সেই অবস্থা নিয়ত ফলপ্রাপ্তি, যা গুণযুক্ত।

নিয়তাং তু ফলপ্রাপ্তিং যদা ভাবেন পশ্যতি।
নিয়তাং তাং ফলপ্রাপ্তিং সগুণাঃ পরিচক্ষতে।।১৯।১৩

যেখানে (পরিণত) ইতিবৃত্ত বা নাট্যবস্তুতে কাঙ্ক্ষিত, যথার্থ এবং সমগ্র প্রক্রিয়ার (মুখ্য) ফললাভ সংঘটিত হয়, সে অংশ ফলযোগ।

অভিপ্রেতং সমগ্রং চ প্রতিরূপং ক্রিয়াফলম্।
ইতিবৃত্তে ভবেদ্ যস্মিন্ ফলযোগঃ প্রকীর্তিতঃ ।।১৯।১৪

কোন নির্দিষ্ট ফলকামনায় ফলাকাঙ্ক্ষীর সকল কার্যের আনুক্রমিক এই পাঁচটি অবস্থা।

সর্বস্যৈব হি কার্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
এতা অনুক্রমেণৈব পঞ্চাবস্থা ভবন্তি হি ।।১৯।১৫

এদের (এই অবস্থাগুলির) প্রতিটির স্বতন্ত্র সত্তা থাকা সত্ত্বেও (নাট্যকার্য সাধনে) পারস্পরিক সমাগম হেতু একভাবে বিন্যাস ফলোৎপত্তির কারণ।

তাসাং স্বভাবভিন্নানাং পরস্পরসমাগমাৎ।
বিন্যাস একভাবেন ফলহেতুঃ প্রকীর্তিতঃ।।১৯।১৬

যে আধিকারিক বৃত্ত সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে তার ফলসাধনে আরম্ভ প্রভৃতির যথাযথ বিন্যাস হওয়া উচিত।

ইতিবৃত্তং সমাখ্যাতং প্রত্যাগেবাধিকারিকম্।
তদারম্ভাদি কর্তব্যং ফলান্তং চ যথা ভবেৎ।।১৯।১৭

পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি

নাট্যবস্তু বা কাহিনী গঠনে যেমন 'আরম্ভ' প্রভৃতি পাঁচটি অবস্থা আছে, তেমনি এতে 'বীজ' প্রভৃতি পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি থাকে।

ইতিবৃত্তে যথাবস্থাঃ পঞ্চারম্ভাদিকাঃ স্মৃতাঃ
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ তথা বীজাদিকা অপি ।।১৯।২১

এই পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি হল বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য। এগুলিকে (সঠিক) জেনে যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্যমেব চ।
অর্থপ্রকতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি।।১৯।২২

(নাট্যপ্রবচন বা সংলাপের মাধ্যমে) যা স্বল্পমাত্র উৎসৃষ্ট (প্রদর্শিত) কিন্তু বহু প্রকারে বিস্তার লাভ করে এবং (পূর্ণাঙ্গ) ফলে পরিণত হয় তা বীজ।

স্বল্পমাত্রং সমুৎসৃষ্টং বহুধা যদ্ বিসর্পতি।
ফলাবসানং তচ্চৈব বীজং তদিহ কীর্তিতম্ ॥১৯।২৩

(মুখ্য ফললাভের) উপায় (সাময়িকভাবে) বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যা সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত (নাট্যকার্যকে) অবিঘ্নিতভাবে ধারণ করে রাখে তা বিন্দু।

প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্।
যাবৎসমাপ্তির্বন্ধস্য স বিন্দুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৯।২৪

(নাট্যের) যে ঘটনা বা বৃত্তান্ত প্রধান ঘটনার সঙ্গে তুলিত কিন্তু (মূলতঃ) প্রধান ঘটনারই সহায়ক তা পতাকা নামে অভিহিত।

যদ্বৃত্তং হি পরার্থং স্যাৎ প্রধানস্যোপকারকম্।
প্রধানবচ্চ কল্প্যেত সা পতাকেতি কীর্তিতা ॥ ১৯।২৫

যে ঘটনা বা বৃত্তান্ত কেবল মূল বৃত্তান্তের (নাট্যবস্তুর) প্রয়োজনে পরিকল্পিত, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার (ক্রমবিকাশের) সঙ্গে যুক্ত থাকে না, পণ্ডিতগণ তাকে প্রকরী বলে নির্দেশ করেন

ফলং প্রকল্প্যতে যস্যাঃ পরার্থং কেবলং বুধৈঃ।
অনুবন্ধবিহীনং স্যাৎ প্রকরীমিতি নির্দিশেৎ ॥১৯।২৬

মুখ্য (আধিকারিক) বস্তুর প্রয়োজনে প্রাজ্ঞজনের (বা নাট্যকারের) যথাযথ প্রযোজিত যে পূর্ণ প্রয়াস তা কার্য নামে অভিহিত।

যদাধিকারিকং বৃত্তং সম্যক্‌প্রাজ্ঞৈঃ প্রযুজ্যতে।
তদর্থো যঃ সমারম্ভস্তৎকার্যং পরিকীর্তিতম্ ॥১৯।২৭

এগুলির মধ্যে যা নায়কের স্বার্থে সম্পাদিত হয় তা প্রধান এবং অপর সকল অপ্রধান বা প্রাসঙ্গিক।

এতেষাং যস্য যেনার্থো যতশ্চ গুণ ইষ্যতে।
তৎপ্রধানং তু কর্তব্যং গুণভূতান্যতঃপরম্ ॥১৯।২৮

পঞ্চ সন্ধি

নাটকে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ এবং নির্বহণ এই পাঁচটি সন্ধি থাকে। (সাহিত্য-দর্পণে এগুলি যথাক্রমে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি।)

মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্শশ্চ তথৈব হি।
তথা নির্বহণং চেতি নাটকে পঞ্চ সন্ধয়ঃ ॥১৯।৩৭

যেখানে কাব্যশরীর বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বৃত্তান্ত ও রসসম্ভাবনাময় বীজের উৎপত্তি হয়, তা মুখ (সন্ধি)।

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
কাব্যে শরীরানুগতা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৯।৩৯

মুখের (মুখসন্ধির) সর্বত্র বিন্যস্ত উদ্ঘাটিত যে বীজ কখনও দৃষ্ট এবং কখনও অদৃষ্ট (গম্য ও অগম্য) বলে মনে হয়, তা প্রতিমুখ (সন্ধি) হিসেবে চিহ্নিত।

বীজস্যোদ্ঘাটনং যত্তু দৃষ্টনষ্টমিব কৃচিৎ।
মুখন্যস্তস্য সর্বত্র তদ্বৈ প্রতিমুখং স্মৃতম্ ॥১৯।৪০

উদ্ভিন্ন বীজের যেখানে কখনও প্রাপ্তি, কখনও অপ্রাপ্তি এবং পুনরায় অন্বেষণ হয় সে অংশ গর্ভ (সন্ধি) নামে অভিহিত।

উদ্ভেদস্তস্য বীজস্য প্রাপ্তিরপ্রাপ্তিরেব বা।
পুনশ্চান্বেষণং যত্র স গর্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥১৯।৪১

গর্ভসন্ধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বীজার্থ যখন কোন লোভ, ক্রোধ বা বিপর্যয়ে হয় বাধাপ্রাপ্ত তখন তা বিমর্শ (সন্ধি) নামে পরিচিত।

গর্ভান্নির্ভিন্নবীজার্থো বিলোভনকৃতোঽপি বা।
ক্রোধব্যসনজো বাপি স বিমর্শ ইতি স্মৃতঃ ॥১৯।৪২

(নাট্যবস্তুর) সকল কিছু অর্থাৎ বীজের সঙ্গে সম্পৃক্ত মুখ প্রভৃতি যখন যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়ে নানাভাবের সমন্বয়ে (চূড়ান্ত লক্ষ্য বা পরিণতির দিকে) পৌঁছে যায় তখন হয় নির্বহণ (সন্ধি)।

সমানং চ সমর্থানাং মুখ্যার্থানাং সবীজিনাম্ ।
নানাভাবোহন্তরাণাং যদ্ভবেন্নির্বহণং তু তম্ ॥১৯।৪৩

নাট্যবস্তুর যথাযথ বিন্যাস ঘটাতে নাট্যশাস্ত্রে সন্ধি সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে, প্রধানবৃত্তে (নাট্যবস্তুতে) সকল সন্ধি থাকা বিধেয়, প্রয়োজনে কিছু কমও থাকতে পারে। নিয়মানুসারে অবশ্য সকল সন্ধিই থাকতে হবে, কোন সুনির্দিষ্ট কারণেই কেবল কম হতে পারে।

পূর্ণসন্ধি তু তৎকার্যং হীনসন্ধ্যপি বা পুনঃ।
নিয়মাৎ পঞ্চসন্ধি স্যাদ্ধীনসন্ধ্যাথ কারণাৎ ॥১৯।১৮

যদি কোন একটির বিলোপ ঘটান প্রয়োজন হয় তাহলে চতুর্থটি, দুটি হলে তৃতীয় ও চতুর্থ এবং কোন কারণে তিনটির বিলোপ ঘটাতে হলে বিলুপ্ত হবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ (সন্ধি)। (অর্থাৎ নাট্যবস্তু-গঠনে আরম্ভ এবং যথার্থ পরিসমাপ্তি অবশ্যই থাকতে হবে।)

চতুর্থস্যৈকলোপে তু দ্বিলোপে ত্রিচতুর্থয়োঃ।
দ্বিতীয়ত্রিচতুর্থানাং ত্রিলোপে লোপ ইষ্যতে॥১৯।১৯

প্রাসঙ্গিক বৃত্তের জন্য স্বাভাবিক কারণেই এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়, কারণ এটি (প্রাসঙ্গিক) প্রধান (আধিকারিক) বৃত্তের প্রয়োজন সাধনের সহায়ক। (অতএব) প্রাসঙ্গিক বৃত্তে সম্ভাব্য যে ঘটনাই ঘটুক তা নির্বিঘ্নে নিয়ম বহির্ভূত না করে ব্যবহার করা যাবে।

প্রাসঙ্গিকে পরার্থত্বান্ন হ্যেষ নিয়মো ভবেৎ।
যদ্‌বৃত্তং সম্ভবেত্তত্র তদ্‌যোজ্যমবিরোধতঃ॥১৯।২০

এখানে যে তিনটি বিষয়ের (অবস্থা, অর্থপ্রকৃতি, সন্ধি) কথা বলা হল, এরা মূলতঃ নাট্যের আঙ্গিকে একটি অপরটির পরিপূরক। অর্থাৎ এই তিনের সার্থক প্রয়োগে সম্মিলনে পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করে একটি নাটক। নাট্যশরীরকে এরা প্রদান করে সুচারু রূপ, সুষ্ঠু গঠন বিন্যাস এবং করে শোভাতিশয়। অর্থপ্রকৃতি হল, নাট্যবস্তুর পরিবর্তন অগ্রগতির বিশ্লেষণ; অবস্থা নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতির বিশ্লেষণ এবং সন্ধি সার্বিক নাট্যঘটনার অগ্রগতি সাধনের প্রক্রিয়া। পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি ও পঞ্চ অবস্থা পঞ্চ সন্ধির সঙ্গে মিলিত হয়ে নাট্যের সার্বিক গতি সঞ্চারিত করে এবং নাটক এগিয়ে যায় তার ঈপ্সিত পরিণতির দিকে।

নাট্যকারকে রঙ্গমঞ্চে দর্শকমণ্ডলীর সামনে ঘটাতে হয় নাট্যঘটনা এবং নাট্যের কুশীলবরা বিবিধ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশন করেন নাট্যবস্তু। এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই হল নাট্যের জীবন। অতএব কাহিনী ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এই দুই নিয়েই নাট্য। এর মধ্যে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য এই পাঁচটি হল কাহিনীর উপাদান; একত্রে এগুলি অর্থপ্রকৃতি নামে পরিচিত। নাট্যের মুখ্য প্রয়োজন চরিতার্থ করে বলে এদের নাম অর্থপ্রকৃতি (অর্থ-প্রয়োজন, প্রকৃতি হেতু)। অথবা ফল বা প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু হল অর্থপ্রকৃতি(অর্থঃ ফলম্ তস্য প্রকৃতয় উপায়ঃ ফলহেতবঃ ইত্যর্থঃ)। আর নাট্যের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অর্থাৎ মুখ্য ফললাভের জন্য বিষয়বস্তুকে প্রদর্শন করতে পাত্র-পাত্রীগণের যে উদ্যোগগতি ও ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তা সুনির্দিষ্ট কতগুলি অবস্থার মাঝ দিয়ে রূপান্তরিত হয়। নাট্যক্রিয়ার এই অবস্থান্তরই প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তিসম্ভব, নিয়তফলপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ বা ফলাগম প্রভৃতি পঞ্চাবস্থা নামে কথিত।

যা থেকে নাট্যঘটনার সৃষ্টি হয়, তাই (নাট্য) **'বীজ'**। নায়ক-নায়িকার জীবনে অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিকভাবে এমন কোন ঘটনার উদ্ভব হয় যা প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো খুবই তুচ্ছ এবং একেবারেই ক্ষুদ্র কিন্তু ধীরে ধীরে এই ক্ষুদ্র ঘটনাই বিরাটাকার ধারণ করে ও সম্ভাব্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়; প্রবল সম্ভাবনা-

গর্ভ বীজ পরিণত হয় ফলন্ত বৃক্ষে। এবং নায়ক-নায়িকাই হয় এই ফলের ভোক্তা। নাট্যকাহিনীতে **'বিন্দু'** হল এমন একটি উপকরণ, নাট্যের মুখ্যফলসাধনে কখনো কোন বিঘ্ন দেখা দিলে যা সেই বিঘ্ন দূর করে নাট্যঘটনার পারম্পর্যকে ধরে রাখে। এ যেন জলে তৈলবিন্দু। জলমধ্যে তৈলবিন্দু পতিত হলে জলের সর্বত্র তা বিস্তৃত হয়, বিন্দুও নাট্যের মূল বিষযবস্তু থেকে আরম্ভ করে সমগ্র নাট্য-কাহিনীতে হয় পরিব্যাপ্ত। নাট্যবীজকে বিন্দুই রাখে সজীব করে। একে জল-বিন্দুর সঙ্গেও তুলনা করা যায়। কোন বীজকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করার পর তার বৃদ্ধির জন্য যেমন প্রয়োজন হয় জলসেচন, তেমনি নাট্যবীজকে বাঁচিয়ে রেখে ঘটনার গতি সঞ্চার করে নাট্যবিন্দু। বীজের ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হলে বিন্দুই তাকে রাখে বাঁচিয়ে। বিন্দুকে বলা যায় স্মারক, ঘটনার মূল সূত্র হারিয়ে যেতে চাইলে বিন্দুই তাকে দেয় মনে করিয়ে। নাট্যকাহিনীর সূচনার পর থেকে অর্থাৎ বীজের পরে বিন্দুর আগমন ঘটে এবং নাট্যসমাপ্তি পর্যন্ত বিন্দু অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে কাহিনীর সঙ্গে। বিন্দুর জন্য নাট্যের মূল বিষয়বস্তুতে কখনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না এবং বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও ঘটনার ঐক্য ও সংহতি থাকে বর্তমান। **'পতাকা'** এবং **'প্রকরী'** নাট্যের মুখ্যফলসাধনের সহায়ক হিসেবে কার্য করে। নাট্যিক কার্যসিদ্ধির পথ সুগম করার জন্য কিছু প্রাসঙ্গিক বা অবান্তর ঘটনার সূত্রপাত করতে হয়, এ ঘটনাই পতাকা ও প্রকরী। নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি সাধনে এ দুয়ের ভূমিকা অপরিসীম। তবে, উদ্দেশ্য এক হলেও দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পতাকা মূল নাট্যবস্তুর মধ্যে কোন বড় ঘটনা বা কাহিনী আর প্রকরী খুবই ছোট্ট ঘটনা। ইতিবৃত্তের পাশাপাশি এমন কিছু ঘটনা থাকে যা নাট্যের সঙ্গে প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং নাট্যের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত থাকতে পারে, এটিই পতাকা। যেমন, মৃচ্ছকটিক নাট্যে রাষ্ট্রবিপ্লব। আর যা কখনো অধিকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় না কিন্তু নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করে তা প্রকরী। যেমন, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাট্যের প্রথম অঙ্কে ভ্রমরবৃত্তান্ত। কোন মন্দির বা রথোপরি স্থাপিত পতাকা যেমন সেই মন্দির বা রথ চিনতে সহায়ক হয়, তেমনি পতাকার মাধ্যমে নাট্যবস্তু বুঝতে হয় সহজতর। পতাকাকে বলা হয় 'শোভাকৃৎ'। অর্থাৎ পতাকা মূল নাট্যবস্তুর শোভা বর্ধন করে। পতাকা নাট্যবস্তুতে স্বার্থ ও পরার্থ দুভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে, অর্থাৎ পতাকা মূল নাট্যবস্তুর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বস্তু হিসেবে থাকতে পারে এবং আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে থেকে তার সহায়ক হয়েও পতাকা বস্তুর সম্পূর্ণ স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন ও ফল-যোগ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে পতাকা-নায়ক নাট্যবস্তুতে মূল নায়কের উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সহনায়ক হিসেবে নিজের উদ্দেশ্যও সাধন করে। যেমন,

মৃচ্ছকটিকে প্রাসঙ্গিক বস্তু রাষ্ট্রবিপ্লব এবং তার নেতা বা নায়ক হিসেবে শর্বিলকের স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন। কিন্তু প্রকরীর কোন স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন নেই, সব সময় মূল ঘটনার সহায়ক মাত্র। শাকুন্তলে ভ্রমরবৃত্তান্তের কোন স্বকীয় ফল বা উদ্দেশ্য সাধন নেই। পতাকা-নায়কের ফল অবশ্য নির্বহণ সন্ধির পূর্বেই শেষ হতে হবে। কারণ শেষ সন্ধিতে মুখ্যফল ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কোন প্রযত্ন থাকবে না। ("পতাকেতি পতাকানায়কফলম্, নির্বহণপর্যন্তমপি পতাকায়াঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ"—অভিনবগুপ্ত)। পতাকা-ঘটনা সব সময়ই বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব (মানুষ) দ্বারা সাধিত কিন্তু প্রকরী মানুষ ও মনুষ্যেতর জীব উভয়ের দ্বারাই সাধিত হতে পারে। পতাকাকে প্রাসঙ্গিক বস্তু বলা যায় কিন্তু প্রকরীকে এভাবে বলা যায় না। পতাকা 'ব্যাপিবৃত্ত' কিন্তু প্রকরী 'প্রদেশভাক্' (একদেশস্থ)। সর্বশেষ অর্থপ্রকৃতি **'কার্য'** হল নাট্যের সার্বিক ক্রিয়া, এটা বিশেষ অর্থেই প্রযোজ্য; সেই প্রক্রিয়া যা ঘটনাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যায়, চূড়ান্ত ফলপ্রাপ্তিতে সহায়ক হয়। কার্য অর্থ পরিসমাপ্তি। অর্থাৎ কার্য নাট্যের মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হলো 'কার্য' কি করে হবে কার্যসিদ্ধির হেতু? কারণ কার্য বা ফললাভের জন্যই অর্থপ্রকৃতিগুলির প্রয়োজন। এখানে অর্থ প্রকৃতিকে যদি বলা যায় 'বিষয় বস্তুর উপাদান' (অর্থ—বিষয়, প্রকৃতি—উপাদান), তাহলে প্রশ্নটির সমাধান হওয়া সম্ভব। পঞ্চাঙ্গ প্লট বা বিষয়বস্তুর অঙ্গ হিসেবে বীজাদির ন্যায় কার্যও একটি অঙ্গ।

নাট্যবস্তুর বীজ যেখানে উপ্ত সেখানেই পঞ্চাবস্থার **প্রারম্ভের** সূচনা। এখানে নায়কের কোন বস্তু লাভে ঔৎসুক্যই প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। তবে নায়ককে তার অভীপ্সিত বস্তুলাভে কেবল ঔৎসুক্য দেখালেই চলবে না, তার প্রাপ্তির জন্য তাকে হতে হবে যথেষ্ট পরিশ্রমী বা যত্নশীল। এই যত্নশীল হওয়াটাই **'প্রযত্ন'**। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নায়ক কিছু অর্জন করতে চায় এটা ফলারম্ভ। এরপর ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ে ফলপ্রাপ্তিতে আশা-নিরাশা মিলিয়ে একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নাট্যক্রিয়ায় দেখা দেয় প্রচণ্ড সংঘাত। অনুকূল প্রতিকূল পরিবেশ এবং আশা-নিরাশার দোলাচলে ফলপ্রাপ্তিতে সৃষ্টি হয় চরম সংকট। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আর এ অবস্থা থাকে না। সংকটনিরসনের উপায় হয় পরিদৃষ্ট এবং দেখা দেয় ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। তৃতীয় পর্যায়ের এই সার্বিক অবস্থার নাম **'প্রাপ্তিসম্ভব'**। কিন্তু প্রাপ্তিতে আবার বাধার সৃষ্টি হয় এবং অচিরেই আবার দূরীভূত হয় সব বাধা-বিপত্তি। এ পর্যায়ে নায়কের ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়ে ওঠে খুবই উজ্জ্বল ও প্রায় নিশ্চিত কিন্তু ফল হস্তধৃত নয় অর্থাৎ কিছুটা উদ্বেগ তখনও বর্তমান। এ অবস্থার নাম **'নিয়ত-ফলপ্রাপ্তি'**। তারপর সকল বাধা দূরীভূত হওয়ায় সর্ব প্রযত্ন নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায় এবং নায়ক

যুক্ত হয় কাঙ্ক্ষিত ফলের সঙ্গে। এই (পঞ্চম) অবস্থা **'ফলযোগ'**। শব্দটির ব্যাখ্যাত অর্থ হল এখানে নায়ক ফলের সঙ্গে যুক্ত। নিজে অথবা সহায়তাকারীদের সহায়তায় যেভাবেই নায়ক ফললাভ করুক না কেন ফলভোগী মূলতঃ নায়কই, অর্থাৎ নাট্যের অভিপ্রেত ফললাভ করে ফলের সঙ্গে যুক্ত হয় নায়ক।

উল্লিখিত নাট্যবস্তু (Plot)-র পাঁচটি এবং নাট্যক্রিয়া (action)-র পাঁচটি স্তর বা বিভাগের সঙ্গে যথাক্রমে মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ এই পঞ্চ সন্ধি। সন্ধি অর্থ সংযোগ বা গ্রন্থি। নাট্যসন্ধি ও ব্যাকরণের সন্ধি অবশ্য এক নয়। নাট্য ঘটনাবহুল কিন্তু এটা কতগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার গ্রন্থন, সমষ্টি বা ঘটনাপঞ্জী নয়, ঘটনার সংহতি। আর গতিময়তা নাট্যঘটনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই গতির প্রাবল্য আছে, কুটিলতা আছে, সংকটময়তা আছে কিন্তু তা কখনোই লক্ষ্যহীন কিংবা বিরামহীন নয়; লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট এবং সান্ত। সন্ধি চেষ্টা করে নাট্য-ঘটনার বিভিন্নমুখী স্রোতোরধারাকে একটা বন্ধনে আবদ্ধ করতে। মূলত: সন্ধি নাট্যের একটি অবস্থা থেকে আর একটি অবস্থার, নাট্যের একটি ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে আর একটি ঘটনার অগ্রগতির সেতুবন্ধন। **মুখসন্ধি** নাট্যক্রিয়ার প্রারম্ভ অবস্থা এবং নাট্যবস্তুর বীজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে 'মুখ' শব্দের অর্থই হচ্ছে আরম্ভ। নাট্যকার সন্ধির এই অংশে সুকৌশলে সুপরিকল্পিতভাবে নাট্যকাহিনীর অগ্রগতিকে লক্ষ্য রেখে বহু সম্ভাবনাময় বীজকে করেন প্রোথিত। **প্রতিমুখের** সঙ্গে জড়িত পঞ্চাবস্থার প্রযত্ন এবং পঞ্চ অর্থপ্রকৃতির বিন্দু। নাট্যফল লাভের জন্য নাট্যকারকে কিছু গ্রহণ করতে হয় আবার কিছু করতে হয় বর্জন। এই গ্রহণ-বর্জনের প্রযত্ন নাট্যকার এই অংশেই অনেকখানি সমাধা করেন। একারণে বলা হয়েছে মুখসন্ধিতে ন্যস্ত বীজ প্রতিমুখে কখনো দৃষ্ট এবং কখনো অদৃষ্ট (নষ্ট) 'দৃষ্টনষ্টমিব' মনে হয়। মূলত: ফলের কারণ হল বীজ। এই বীজ 'কার্যতয়া দৃষ্টং কারণতয়া নষ্টম্।' অর্থাৎ কারণস্বরূপ বীজকে যখন মাটিতে প্রোথিত করা হয় তখন তা আমাদের চোখে অদৃশ্য, আবার কার্যস্বরূপ এই বীজেরই অঙ্কুরোদ্‌গম দৃশ্য, কিন্তু বীজ তখন সম্পূর্ণ নষ্ট। নায়ককে কেন্দ্র করে যে ফল বা কার্য দেখা যায়, প্রতিনায়কেই আবার তা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় —'নায়কবৃত্তে দৃষ্টং প্রতিনায়কবৃত্তে নষ্টম্'। তাই নাট্য-বন্ধের এই অংশে নাট্যকারের পরিকল্পনায় কাঙ্ক্ষিত ফল গম্য-অগম্য অর্থাৎ উদ্ভিন্ন বীজ দৃষ্ট-নষ্ট মতো মনে হয়।

নাট্যঘটনার চরম উৎকর্ষ (climax) ঘটে **গর্ভসন্ধিতে**। এখানে মুখ্য ফললাভের জন্য ঘটনা এগিয়ে গেলেও বীজের হ্রাস-বৃদ্ধি, বিনাশ-বিকাশ অর্থাৎ প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি এবং পুনরায় অন্বেষণ ইত্যাদির সম্মিলনে একটা চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিমুখ সন্ধি অপেক্ষা এখানে দর্শকচিত্তে সর্বাধিক উত্তেজিত উৎকণ্ঠা পরিলক্ষিত।

অনুকূল অবস্থা থেকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নায়ক-নায়িকাকে অধিক সংঘর্ষ করতে হয়। নায়ক-নায়িকাকে পড়তে হয় এক ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যজনক অবস্থায়। পরিশেষে অবশ্য নষ্টপ্রায় বীজটিকে উদ্ধার করার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা এবং ফললাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় অনিশ্চয়তার মধ্যেও সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ক্ষীণ হলেও আশার আলো জ্বলে ওঠে। এ কারণে এ সন্ধির অবস্থা 'প্রাপ্তিসম্ভব'। আর এখানে অর্থপ্রকৃতি 'পতাকা'। গর্ভলক্ষণে সর্বক্ষেত্রে অবশ্য পতাকা থাকতেও পারে, নাও পারে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই পতাকা স্থাপনে অনিয়ম দেখা যায়। ফলের সম্ভাবনা গর্ভে নিহিত বলে এ সন্ধির নাম গর্ভসন্ধি। এই ফলেব সম্ভবনা কিন্তু আবার ব্যাহত হয় **'বিমর্শ'** সন্ধিতে। অর্থাৎ তৃতীয় সন্ধি শেষে ফললাভে যে একটু আশার আলো দেখা দেয় কোন অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বাত্যাঘাতে বিমর্শে তা হয় নির্বাপিত। বিমর্শ শব্দের অর্থ করা যায় দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, উদ্বেগ বা বিশেষ চিন্তা। এখানে পাত্র-পাত্রীগণ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় আশাহত হয়ে বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং উদ্বেগাকুল অবস্থায় কালাতিপাত করে। শেষে অবশ্য ফলপ্রাপ্তি হয়ে ওঠে প্রোজ্জ্বল। গর্ভে যেমন প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি দু-ই দেখা যায় বিমর্শেও তেমনি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি পরিদৃষ্ট। তবে গর্ভ ও বিমর্শের মধ্যে প্রার্থক্য হল, গর্ভে কেবল প্রাপ্তি সম্ভব, কিন্তু বিমর্শে ফললাভ প্রায় নিশ্চিত। গর্ভে ঘটনার ওপর অপ্রাপ্তির প্রভাবটা বেশী কিন্তু বিমর্শে সার্বিক ঘটনার ওপর প্রাপ্তি অধিক প্রভাব বিস্তার করে। গর্ভে প্রাপ্তি দোদুল্যমান কিন্তু বিমর্শে প্রায় স্থির, অকম্প। বিমর্শে সন্দেহ ও বিচার পাশাপাশি থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নায়ক থাকে খুবই সঠিক ও বাস্তব এবং পরিস্থিতি যেমনই হোক নায়ক দৃঢ়ভাবে তার সম্মুখীন হয়। মূলতঃ বিমর্শে বিঘ্নাপগমে ফলপ্রাপ্তি হয় সুনিশ্চিত। এজন্য এ সন্ধির অবস্থা 'নিয়তফলপ্রাপ্তি'। এবং এর সঙ্গে জড়িত অর্থপ্রকৃতি 'প্রকরী'। সর্বশেষ **'নির্বহণ'** সন্ধিতে মুখ্যফললাভের আর কোন বাধা থাকে না। কিছু বিপত্তি থাকলেও অদ্ভুত উপায়ে সব দূরীভূত হয়ে ফললাভ হয় সহজতর। অনুকূল পরিবেশে মুখাদি সন্ধিচতুষ্টয়ের সজীব সকল নাট্য বিষয়, সকল নাট্যক্রিয়া, ঘটনাস্রোত এখানে পরিসমাপ্ত হয় বলে এ সন্ধির নাম নির্বহণ। 'নির্বহতি মুখ্যফলং সম্পদ্যতে অস্মিন্নিতি নির্বহণম্'। এ সন্ধির অবস্থা 'ফলযোগ' এবং অর্থপ্রকৃতি 'কার্য'।

পঞ্চসন্ধি ও অর্থপ্রকৃতির ক্রম সব সময় সমানভাবে পরিলক্ষিত হয় না। যেমন বিন্দু নাট্যের যে-কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। সার্বিক ক্রম নির্ভর করে নাট্যবস্তু গঠনে নাট্যকারের পরিকল্পনা ও কৌশলের ওপর। এখানে একটি ছকের সাহায্যে পঞ্চসন্ধির সঙ্গে পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি ও পঞ্চাবস্থার বিন্যাস পরের পৃষ্ঠায় দেখানো হল :

সংক্ষিপ্ত সন্ধি পরিচয়[১]

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
মুখ	প্রতিমুখ	গর্ভ	বিমর্শ/বিমর্ষ	নির্বহণ/উপসংহৃতি
বীজ + আরম্ভ (প্রারম্ভ)	বিন্দু + প্রযত্ন	পতাকা + প্রাপ্ত্যাশা (প্রাপ্তিসম্ভব)	প্রকরী + নিয়তাপ্তি (নিয়ত ফলপ্রাপ্তি)	কার্য + ফলাগম (ফলযোগ)
বীজ বপনের ক্ষেত্র-প্রস্তুতি, বীজ বপন ও ফললাভের জন্য প্রবল ঔৎসুক্য।	প্রতিকূল অবস্থার অবতরণা ও আশু ফল-প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা। * বীজের নষ্টপ্রায় অবস্থা। বিঘ্ন-সমাগমে বীজ অদৃশ্য। অনুকূল অবস্থা প্রাপ্তিতে পুনরায় ইহা দৃশ্য।	অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ ও বিশেষ নাট্য-সংকট। * মুহুর্মুহু বীজের নষ্টপ্রায় অবস্থা এবং অবশেষে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সূচনা।	পুনরায় প্রবল বাধা ও ফলপ্রাপ্তিতে সংশয় অবশেষে বিঘ্ননিরসন ও ফলপ্রাপ্তির সুনিশ্চয়তা।	বিঘ্নাভাবে সমস্ত ঘটনাস্রোত ফলাভিমুখী ও অবশেষে কার্যসিদ্ধি।

১ ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য নিকেতন, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ২২৩। (বন্ধনী আমার ব্যবহৃত)।

এবার মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের সন্ধি বিশ্লেষণ করা যাক। রাজা অগ্নিমিত্র এবং পরিচারিকা (মূলতঃ রাজকুমারী) মালবিকার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এ নাটক রচিত। অর্থাৎ প্রণয়ঘটিত পরিণয়ই নাটকটির বিষয়বস্তু এবং অগ্নিমিত্র ও মালবিকার স্থায়ী দাম্পত্য-মিলন বা বিবাহ এ নাটকের কার্য বা ফল। চিত্রে মালবিকাকে দেখার পর তাকে বাস্তবে দেখার জন্য অগ্নিমিত্রের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে উপ্ত হয়েছে এ নাটকের বীজ। অনেক নাটকে বীজ বপনের জন্য কিছুটা সময় নিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। যেমন, 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে মৃগয়ার্থে আগত দুষ্যন্তের তপোবনে প্রবেশের পর থেকে কণ্বাশ্রম অভিমুখে গমন পর্যন্ত সময়ে চলেছে বীজ বপণের প্রস্তুতি। কিন্তু অনেক নাটকে সূচনাতেই উপ্ত হয় নাট্যবীজ। মালবিকাগ্নিমিত্রে এটাই ঘটেছে। পরিচারিকা বকুলাবলিকার কাছ থেকে আমরা প্রথম মালবিকার প্রতি রাজা অগ্নিমিত্রের আকর্ষণের কথা জানতে পারি। মালবিকাকে জানার ও তাকে দেখার জন্য রাজার ঔৎসুক্য দর্শকচিত্তেও একটা ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে। কিন্তু বকুলাবলিকার কাছ থেকে আবার যখন জানা গেল যে রাজার দৃষ্টিপথ থেকে মালবিকাকে বিশেষ ভাবে আড়ালে রাখা হয়েছে তখন সদ্য প্রোথিত বীজের উদ্‌গম সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্তু দর্শকচিত্তে এ সন্দেহের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। রাজার পাটরানী ধারিণী চান না যে মালবিকা রাজার দৃষ্টিপথে পড়ুক, কিন্তু যিনি রাজা তাঁর পক্ষে তাঁর অন্তঃপুরের কিছু বাধা অতিক্রম করে যেকোন কৌশল অবলম্বনে একজন পরিচারিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। এখন কিভাবে সাক্ষাৎকার ঘটবে এটাই দর্শকচিত্তে ঔৎসুক্য। রাজার অন্য কার্যের মন্ত্রী (কার্যান্তরসচিবঃ) বিদূষক গৌতম মঞ্চে প্রবেশ করে জানালেন যে, হঠাৎ করে চিত্রে যাকে দেখা গেছে সেই মালবিকাকে চাক্ষুষ দেখার একটা উপায় বের করার জন্য তিনি রাজাদেশে নিয়োজিত। এবং এ বিষয়ে তিনি একটা উপায় স্থিরও করেছেন। (আণত্তোম্হি তওহোদা রণ্ণা গোদম চিন্তেহি দাব উবাঅং জহ মে জইচ্ছাদিট্‌ঠপড়িকিদী মালবিআ পাচক্‌খদংসণা হোদিত্তি। মএবি তং তহ কিদং।) তারপর গৌতম রাজার কানে কানে তাঁর গোপন পরিকল্পনাটা জানিয়ে দিলেন। সব শুনে রাজা তাঁর প্রিয় বয়স্যকে নিখুঁত কার্যের জন্য সাধুবাদ দিয়ে বললেন যে, কার্যসিদ্ধি অনেক কঠিন জেনেও এ প্রকার আরম্ভে তিনি আশান্বিত। (সাধু বয়স্য নিপুণমুপক্রান্তম্। ইদানীং দুরধিগমসিদ্ধাবপ্যস্মিন্নারম্ভে বয়মাশংসামহে।) এরপরই নেপথ্য থেকে শোনা গেল পরস্পর জিগীষু দুই নাট্যাচার্য গণদাস ও হরদত্তের ক্রোধব্যঞ্জক সোচ্চারিত উক্তি। রাজার ভাষায় যা তাঁর বন্ধুর সুচতুর বুদ্ধিপাদপের পুষ্পোদ্‌গম (সখে ত্বৎসুনীতিপাদপস্য ইদং কুসুমমুদ্ভিন্নম্)। সঙ্গে সঙ্গে গৌতমের উত্তর, ফলও দেখবে (ফলং বি

দক্‌খিস্‌সসি)। রাজাকে মালবিকাদর্শনের জন্য গৌতমের এই যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া এটাই নাটকের 'প্রারম্ভ' নামক অবস্থার সূচনা। এই প্রক্রিয়ারই বাস্তব রূপ দেখা যায় নাট্যাচার্যদ্বয়ের রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের বিচার প্রার্থনায়, এবং পরবর্তী পর্যায়ে পরিব্রাজিকা কৌশিকী ও রানী ধারিণীর উপস্থিতিতে পরিব্রাজিকার মধ্যস্থতায় উভয় নাট্যাচার্যের শিষ্যাদের অভিনয় প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। ফলতঃ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য রাজা অগ্নিমিত্র ও দর্শকসম্মুখে মালবিকার উপস্থিতির সম্ভাবনা হয়ে উঠে উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক। এবং এ কারণে নায়িকা মালবিকাকে দেখার জন্য নায়ক অগ্নিমিত্রের মতো দর্শকচিত্তের ঔৎসুক্যও হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অতএব নাট্যকাহিনীতে ছবিতে দৃষ্ট মালবিকার প্রতি অগ্নিমিত্রের ঔৎসুক্য সৃষ্টিরূপ অর্থপ্রকৃতির যে 'বীজ' উপ্ত, নাট্যক্রিয়ায় তা নায়িকাকে নায়কের সম্মুখে (শরীরী) উপস্থিতির জন্য গৌতমের প্রক্রিয়ায় রাজার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের 'প্রারম্ভ' নামক অবস্থা। এই বীজ ও প্রারম্ভের শোভন সম্মিলনে নাট্যঘটনার বহু রসসম্ভাবনাময় প্রচণ্ড ঔৎসুক্যপূর্ণ প্রথম অঙ্কের উক্ত অংশটুকু নাটকের 'মুখ' সন্ধি।

মুখসন্ধির সর্বত্র বিন্যস্ত বীজ অনুকূল বাতাবরণে যখন পরিপুষ্ট ও বিকাশোন্মুখ অর্থাৎ নায়কের নায়িকাদর্শন অবশ্যম্ভাবী তখন প্রতিযোগিতার ব্যাপারে ধারিণীর অনিচ্ছা প্রকাশে বীজটি হয়ে ওঠে ধ্বংসপ্রায়। পরিব্রাজিকার কাছে তাঁর উক্তিতে দুই নাট্যাচার্যের কলহের প্রতি প্রথম থেকেই প্রকাশ পেয়েছে ধারিণীর অনীহা। (জই মং পুচ্ছসি এদাণং বিবাদো এব্ব ণ মে রুচ্চই)। এবারে সরাসরি সমস্ত প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। প্রথমে গণদাসকে তিনি একান্তে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর স্বামীর উৎসাহজনক এ ইচ্ছাপূরণ তিনি চান না। (অলং অজ্জ-উত্তস্স উচ্চাহকালণং মণোরহং পূরিঅ)। এবং তারপর প্রকাশ্যেই বললেন, বন্ধ হোক এ অর্থহীন প্রচেষ্টা। (বিরম ণিরত্থআদো আরম্ভাদো)। ধারিণীর এ উক্তি থেকেই আরম্ভ প্রতিমুখ সন্ধির এবং এর পরিধি সম্পূর্ণ দ্বিতীয় অঙ্ক। রাজার পক্ষে মালবিকাদর্শনে প্রধান অন্তরায় তাঁর পাটরানী ধারিণী। গৌতম কৌশলে তাঁকে সামনে রেখেই কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বাধা দিলেন। দুই নাট্যাচার্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার অর্থ, মালবিকার অদর্শন। ফলে, এ অবস্থায় অগ্নিমিত্রের সঙ্গে আশাহত সকল দর্শকও। পরিপুষ্ট বীজটি উদ্‌ঘাটিত হতে না হতেই যেন নষ্ট হয়ে গেল। দর্শক ও নায়কের হতাশাজনক এ বেদনাদায়ক অবস্থা অবশ্য খুবই ক্ষণিকের। গণদাসকে উত্তেজিত করে গৌতম এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন যে ধারিণীর পক্ষে অভিনয় বা নৃত্যপ্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্ভব হল না। ফলে নষ্টপ্রায় বীজটিকে আবার দেখা গেল সজীব অবস্থায় এবং কাহিনীর যে সূত্রটি

ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল তার গ্রন্থন হল আরো দৃঢ়। মালবিকাদর্শনে এখন আর কোন বাধা নাই। মুখ্যফললাভের সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন উপায় এখন অবিচ্ছিন্ন, কাহিনীর গতি অব্যাহত। সকলের সম্মুখে মালবিকার উপস্থিতি আসন্ন এবং পরিশেষে দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনাপর্বেই নৃত্য পরিবেশনের জন্য তিনি এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে অগ্নিমিত্রের হৃদয় হল উদ্বেল। মালবিকার অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখে তাঁর মনে হল, যে চিত্রকর মালবিকার চিত্র এঁকেছিল সে ছিল নিতান্তই উদাসীন। ছবির মালবিকা থেকে বাস্তব (শরীরী) মালবিকার প্রতি অগ্নিমিত্রের আকর্ষণ বেড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে। নাট্যবীজ আর অদৃশ্য নয়, লুপ্তও নয়, তা দৃষ্ট; বাস্তব এবং সজীব। বীজের উত্তরণ ঘটল (অর্থপ্রকৃতির) 'বিন্দু'তে। মালবিকা তাঁর সুন্দর অঙ্গবিক্ষেপে সুষম মুদ্রায় পবিবেশন করলেন নৃত্য এবং সে সঙ্গে গান গাইলেন হৃদয়ের সকল অনুভূতি মিশিয়ে। গৌতম তাঁর স্বভাবসুলভ চাতুর্যে অগ্নিমিত্রের সামনে মালবিকার উপস্থিতিকে করলেন দীর্ঘায়িত। এভাবে নাট্যক্রিয়ায় নায়িকার নৃত্যপরিবেশন সহ তাকে নায়ক ও দর্শক সম্মুখে মঞ্চে আনয়ন ও অবস্থানের জন্য অগ্নিমিত্রের উপস্থিতিতে এবং পরিপূর্ণ ও সক্রিয় সমর্থনে গৌতমের যে সার্বিক প্রচেষ্টা তা 'প্রযত্ন' নামক অবস্থা। বিন্দু ও প্রযত্ন মিলিত হয়ে প্রতিমুখ সন্ধির এ অংশে কেবল নায়িকার প্রতি নায়কের আকর্ষণই পরিলক্ষিত নয়, নায়িকার গীত-বাণীতে নায়কের প্রতি নায়িকার হৃদয়াকর্ষণের সুরও ধ্বনিত। মালবিকার মনোভিলাস বুঝতে পেরে তাঁকে প্রাপ্তির জন্য অগ্নিমিত্রের মানসিক চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এসঙ্গে নাট্যঘটনায় সঞ্চারিত গতি লক্ষ্য করে উদ্‌ঘাটিত বীজের পত্র-পুষ্পে, শাখা-প্রশাখায় পরিণত বৃক্ষে রূপান্তর দেখার জন্য দর্শকচিত্তের ঔৎসুক্য এবং আশাও বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে। কিন্তু যখন ধারিণীর আদেশে গণদাসকে মালবিকাসহ মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয় এবং গৌতমের কথায় জানা গেল মালবিকা পরের অধীন, তাঁর দর্শনলাভ নির্ভর করে অপরের ওপর, সে যেন মেঘাবৃত জ্যোৎস্না (মেহাবলীরুদ্ধজোহ্না বিঅ পরাহীণ দংসণা তত্তহোদী মালবিআ), তখন আবার আশাহতের বেদনা নামে। সকলের চোখের সামনে মঞ্চ থেকে মালবিকার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন উদ্‌ঘাটিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বীজটি হারিয়ে গেল, নায়ক-নায়িকার মিলন যেন আর হল না। কেবল তাঁদের মিলন সাধনে গৌতমের মতো একজন সহায়ক থাকায় এবং মালবিকার জন্য অগ্নিমিত্রের অবিচ্ছিন্ন ও একান্ত অনুরাগের অভিব্যক্তিতে (সর্বান্তঃপুরবনিতা-ব্যাপারং প্রতি নিবৃত্তহৃদয়স্য। সা বামলোচনা মে স্নেহস্যৈকায়নীভূতা ।। ২/১৪) ক্ষীণ আশা জেগে থাকে এবং নাট্যবিন্দু থাকে অবিচ্ছিন্ন।

তৃতীয় অঙ্কে সমগ্র নাট্যঘটনায় দেখা দেয় একটা জটিল অবস্থা। আশা-নিরাশা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সার্বিক পরিবেশ বিপর্যস্ত। পূর্ব অঙ্কে মুখ্য ফললাভের যে একটু উপায়

দেখা দিয়েছিল এ অঙ্কের প্রথমেই প্রবেশকে তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সূচিত হয়, উদ্ভিন্ন বীজটি একেবারেই অদৃশ্য। দুজন পরিচারিকার কথোপকথন থেকে জানা গেল, মালবিকাকে লাভ করার জন্য রাজার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ধারিণীর কথা ভেবে তিনি কিছুই করতে পারছেন না। আর এ কদিনে মালবিকার অবস্থা খুবই শোচনীয়, সে যেন গলায় পরে খুলে রাখা বিবর্ণ ম্লান একগোছা মালতীমালা (অণুহূদমুত্তা বিঅ মালদীমালা মিলাঅমাণা লক্খিঅদি)। তারপর মূল দৃশ্যে শোকাতুর কামার্ত রাজার সঙ্গে বিদূষক গৌতমের কথোপকথন থেকে জানা গেল যে গৌতম মালবিকার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তাঁর প্রিয়সখী বকুলাবলিকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, এবং মালবিকাকে ধারিণী কড়া পাহারায় রাখলেও এ অবস্থার উত্তরণে সে একটা উপায় বের করবেই। এ সংবাদে দর্শক এই ভেবে আশ্বস্ত যে অদৃশ্য বীজ উদ্ধারের অন্বেষণ চলছে। এরপর রম্যোদ্যানে রাজা ও বিদূষকের বসন্তশোভা দেখার সময় উদ্যানের অন্য প্রান্তে দেখা গেল মালবিকাকে। তাঁর কথায় জানা গেল যে, গৌতমের চপলতায় ধারিণী দোলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছেন। এ কারণে মহারানীর পরিবর্তে তিনি এসেছেন তপনীয় অশোকের দোহদ প্রদান করতে, এবং পাঁচ রাত্রির মধ্যে যদি এই অশোকের ফুল ফোটে তাহলে রানী তাঁর অভিলাষ পূরণ করবেন। মালবিকার অভিলাষতো রাজাকে লাভ করা। এসব দেখে ও শুনে দর্শকচিত্ত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় হয় আশান্বিত। একই উদ্যানে নায়ক ও নায়িকাকে দেখে সবাই নিশ্চিত যে এদের পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ঘটবেই। অচিরেই মালবিকাকে দেখতে পেয়ে রাজা ও বিদূষক নিজেদের লতার আড়াল করে তাঁকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। কিছু পরে বকুলাবলিকা সেখানে এসে মালবিকাকে সাজাতে লাগল। মালবিকার মুখ থেকে তাঁর প্রতি সাতিশয় অভিলাষের কথা জানতে পেরে অগ্নিমিত্র বিশেষ পরিতৃপ্ত। তিনি তখন মালবিকার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার একটা সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এ সময় মত্ত অবস্থায় রাজার দ্বিতীয়া রানী ইরাবতী ও তাঁর পরিচারিকার রম্যোদ্যানে উপস্থিতি দেখে দর্শককুল হয়ে ওঠে শঙ্কিত। প্রতিকূল অবস্থার মাঝ দিয়ে একটা অনুকূল পরিবেশে নায়ক-নায়িকার সম্ভাব্য মিলন পথে ইরাবতীর আগমনে বাধার আশঙ্কায় সবাই তখন ব্যাকুল। রম্যোদ্যানে রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে তিনি সব দেখতে পেলেন এবং ঘটনার শেষ দেখার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দোহদ অনুষ্ঠানের সকল প্রক্রিয়া শেষে অর্থাৎ বাম পদে মালবিকার অশোক-বৃক্ষের পাদমূলে আঘাত করার পর গৌতমসহ অগ্নিমিত্র সেখানে প্রবেশ করলেন। রাজাকে দেখে মালবিকা সতিশয় আনন্দিত। তিনি রাজাকে পদস্পর্শ করে প্রণাম জানালে রাজা তাঁকে হাত ধরে ওঠালেন। নায়ক-নায়িকা উভয়েই তাঁদের মনোভিলাষ

পূরণে আশান্বিত। প্রেমের অনুকূল বাতাবরণে তাঁরা যখন একান্তে একে অপরকে জানার ও পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব তখন সেখানে প্রমত্তা ইরাবতীর উপস্থিতিতে সব আশা হল হতাশায় পরিণত। মালবিকা ও বকুলাবলিকা একপ্রকার পালিয়েই রক্ষা পেল। নায়ক-নয়িকার আশা ভঙ্গের বেদনায় সমস্ত পরিবেশটাই হল বেদনাবহ। অনেক অনুনয়ে ও বুঝিয়েও অগ্নিমিত্র পারলেন না ইরাবতীর ক্রোধ প্রশমিত করতে। তিনি তাঁর রানীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেও রানী তাঁকে উপেক্ষা করে চলে গেলেন। এ অবস্থায় নায়ক-নায়িকার মিলনে সম্ভাবনাময় বীজটি হল ধ্বংসের সম্মুখীন। মনে হল যেন এখানেই সব শেষ। কিন্তু রাজার মুখে যখন শোনা গেল, ইরাবতীর এ উপেক্ষা তাঁর কছে অনেকটা আশীর্বাদ স্বরূপ, প্রেমের পথে অন্তরায় তাঁর রানীকে তিনিও পারবেন উপেক্ষা করতে (মন্যে প্রিয়াহৃতমনাস্তস্যাঃ প্রণিপাতলঙ্ঘনং সেবাম্। এবং প্রণয়বতী সা ময়ি শক্যমুপেক্ষিতুং কুপিতাঃ ॥ ৩/২৩), তখন বীজটির আবার সন্ধান পাওয়া গেল। রানীর কাছ থেকে উপেক্ষিত হয়ে রাজা যেন এবার বন্ধনহীন; স্ত্রীর কথা ভেবে কর্তব্যবোধে ঔৎচিত্যবিচারে মালবিকার প্রেমানুরাগে অগ্নিমিত্রের মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল তা দূরীভূত। তিনি এখন তাঁর কাঙ্ক্ষিতা প্রিয়াকে লাভের জন্য যে-কোন প্রয়াস অবলম্বন করতে পারেন, এ ব্যাপারে দর্শক প্রায় নিশ্চিত। এ ভাবে আশা-নিরাশা, মুখ্য ফলোপায়ের পুনঃ পুনঃ হ্রাস, বৃদ্ধি ও অন্বেষণ এবং বীজের কখনো প্রাপ্তি, কখনো অপ্রাপ্তি আবার অন্বেষণ প্রভৃতি নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সম্পূর্ণ তৃতীয় অঙ্ক গর্ভ সন্ধি। এর অর্থপ্রকৃতি 'পতাকা', অশোক-দোহদ অনুষ্ঠানে সংঘটিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার মিলনে মুখ্য ফললাভের উপায়ভূত প্রধান ঘটনার সহায়ক দোহদ অনুষ্ঠানের এই প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত খুবই গুরুত্ববহ। এখানে ঘটনাক্রমে নায়ক-নায়িকা একে অপরের অতি নৈকট্য লাভ করেছে এবং দুজনে সরাসরি পরস্পরের হৃদয়ের কথা জানতে ও শুনতে পেরেছে। আর এই দোহদের ব্যাপ্তি ও ফলশ্রুতি পাঁচ রাতের মধ্যে অশোকের ফুল ফোটায় মুখ্য কার্যসাধনে অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার আনুষ্ঠানিক মিলন বা বিবাহে প্রচণ্ড সহায়ক হয়েছে। এ অঙ্কের সর্বত্র নাট্যক্রিয়ায় উপায় ও অপায়ের মধ্যে ফলপ্রাপ্তির যে সম্ভাবনা এবং পরিশেষে ফললাভের যে কিছুটা সম্ভাবনা পরিলক্ষিত তা 'প্রাপ্তিসম্ভাবনা' নামক অবস্থা।

গর্ভসন্ধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বীজার্থ চতুর্থ অঙ্কের প্রথমেই দেখা যায় প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত। এই অঙ্কের সম্পূর্ণ অংশই 'বিমর্শ সন্ধি। দর্শকচিত্তে নায়কের নায়িকা লাভের কিছুটা সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু রাজা ও বিদূষকের কথোপকথনে বিদূষকের কাছে মালবিকার দুরবস্থার কথা জেনে তা সম্পূর্ণভাবে হল তিরোহিত। ইরাবতীর কাছ থেকে রাজা ও মালবিকার গোপন সম্পর্ক জেনে রানী ধারিণী বকুলাবলিকাসহ মালবিকাকে ভূগর্ভস্থ সারভাণ্ডগৃহে আটকে রেখেছেন। তাঁর অবস্থা

যেন বিড়ালের হাতে ধৃত কোকিলা (জো বিড়ালগহিদাএ পরহুদিআএ)। তিনি এখন মৃত্যুমুখী। সূর্যকিরণশূন্য পাতালগৃহে পায়ে শেকল পরা মালবিকা ও বকুলাবলিকা যেন বন্দিনী দুই নাগকন্যা (মালবিআ বউলাবলিআ অ নিঅলবদ্দীও অদিট্‌ঠসুজ্জপাদং পাদালবাসং ণাঅকণ্ণ আও বিঅ অণুহোন্তি)। এবং সেখানে রাখা হয়েছে কড়া প্রহরা, রানী ধারিণীর হাতের স্বর্ণমুদ্রিত আংটির প্রদর্শন ছাড়া খুলবে না পাতালগৃহের দরোজা। মালবিকা সম্পর্কে গৌতমের কাছ থেকে এসব তথ্য জেনে রাজার সঙ্গে সকল দর্শকের দুঃখদীর্ণ বক্ষ থেকেও বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। নায়ক-নায়িকার মিলন দূরে থাক নায়িকার দর্শন লাভই মনে হয় আর সম্ভব নয়। প্রচণ্ড হতাশা, উদ্বেগ আর দুঃসহ চিন্তায় সমগ্র পরিবেশ হল ভারাক্রান্ত; বীজ অদৃশ্য অথবা যেন ধ্বংস, আর উপায় নেই। কিন্তু পরক্ষণেই 'একটা উপায় আছে' (অত্থি এত্থ উবাও), রাজার 'এখন কি করণীয়' (কিমত্র কর্তব্যম্) এই প্রশ্নে গৌতমের উক্ত উত্তরে আবার সবার মনে আশা জাগালো — বীজের সন্ধান পাওয়া হয়তো খুব দুরূহ নয়। নাট্য-ক্রিয়ায় ফলসাধনে নায়ক-নায়িকার মিলন প্রচেষ্টায় গৌতমের ওপর সবার যে বিশ্বাস জন্মেছে এ আশার উৎস সেখানে। তারপর সর্পদষ্ট ব্যক্তির মতো নিখুঁত অভিনয়ের মাধ্যমে ধারিণীর কাছ থেকে স্বর্ণ-মুদ্রিত আংটি নিয়ে গৌতম মালবিকাকে উদ্ধার করে তাঁর সঙ্গে রাজার সম্মিলন ঘটালেন সমুদ্রগৃহে। বীজ যেন এবার বৃদ্ধি পেয়ে বৃক্ষে পরিণত। নায়ক-নায়িকাকে আবার একসঙ্গে দেখতে পেয়ে দর্শক আনন্দিত এবং তাঁদের প্রেমালাপে অনুরাগ-বিরাগ, মান-অভিমান প্রকাশে অচিরেই নায়ক-নায়িকার পূর্ণ মিলন প্রত্যাশিত। কিন্তু হঠাৎ সেখানে ইরাবতীর উপস্থিতিতে সব গেল এলমেলো হয়ে। সকল আশারই যেন পরিসমাপ্তি, বীজের ধ্বংস অনিবার্য। এই অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত ঘটনায় নায়ক-নায়িকাসহ সকলের চিত্তেই ধ্বনিত হল হাহাকার। নায়িকা ভীত-সন্ত্রস্তা, দর্শকরাও নায়িকার পরিণতির কথা ভেবে ভয়ে বিহ্বল; একবার ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হয়েছেন আর এবার হয়তো তাঁকে ঝুলতে হবে ফাঁসী কাষ্ঠে। নায়ক-নায়িকার এই দিবাভিসার প্রতিকূল বাতাবরণে এমনভাবে বিপর্যস্ত যে আর কোন প্রত্যাশা, বীজের সন্ধান অভাবিত। এ অংশটি নাট্যকাহিনী, ক্রিয়া ও ঘটনাবন্ধে সব থেকে বড় এবং অন্তিম বাধা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের যেন আর কোন পথ নেই। সঙ্কটমোচনে সিদ্ধ তীক্ষ্ণধী গৌতমও এখানে হতবুদ্ধি। তাঁর কথায় বন্ধনমুক্ত গৃহকপোত যেন বিড়ালীর দৃষ্টিতে পতিত (অম্মহো অণত্থো সংবুত্তো। বন্ধণভট্টো ঘরকবোদও বিড়ালীআলোএ পড়িদো)। অবশেষে অপ্রত্যাশিত ভাবে পিঙ্গল বানরের বৃত্তান্তে সবাই একটা অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্ত হল। অন্ততঃ ইরাবতীর হাতে সদ্য শাস্তি থেকে মুক্ত হলেন রাজা এবং সেই সঙ্গে অন্য সবাই। তাই এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য পিঙ্গল বানরের উদ্দেশ্যে গৌতমের

ধন্যবাদ খুবই যথার্থ (সাহুবে পিঙ্গলবাণরের সাহু। সুট্ঠু পরিত্তাদো তুএ সপক্খো)। এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে এ উক্তি অনেকখানি রস সঞ্চারী। এরপর পিঙ্গল বানর কর্তৃক ভীতা বসুলক্ষ্মীকে দেখার জন্য ইরাবতীর সঙ্গে রাজা ও বিদূষক চলে গেলে কেবল বকুলাবলিকার সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিতা মালবিকা দাঁড়িয়ে রইলেন মঞ্চে। বেদনাদীর্ণা মালবিকা, ফলের অপ্রাপ্তিদর্শনে আশাহত দর্শক। এ অবস্থায় হঠাৎ নেপথ্য থেকে যখন শোনা গেল, দোহদ প্রদানের পর পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হওয়ার আগেই মুকুলিত হয়েছে অশোক বৃক্ষ (অচচরিঅং অচচরিঅং। অপুণ্ণে এব্ব পঞ্চরত্তে দোহলস্স মুউলেহিং সণ্ণদ্ধো তবণীআসোও) তখন মালবিকার আশাহত হৃদয়ে আবার প্রত্যাশা জাগলো, দর্শকও উদ্‌ঘাটিত বীজের পরিণত বৃক্ষে ফলদর্শনা-কাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার সার্থক মিলনদর্শনের জন্য হল উদ্‌গ্রীব। কারণ এটা সবার পরিজ্ঞাত যে দোহদ প্রদত্ত অশোক বৃক্ষে পাঁচ রাত্তির মধ্যে ফুল ফোটার অর্থ হল, মালবিকার মনোভিলাষ পূরণ অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে রাজার পরিপূর্ণ মিলন, বিবাহ। বিমর্শ সন্ধির অন্তিমে এভাবে ফলাগমের প্রোজ্জ্বল প্রত্যাশা নিয়ে পরিসমাপ্ত হল চতুর্থ অঙ্ক। এখানে গৌতমের সর্পদষ্টের ভূমিকায় অভিনয়ের অংশটুকু 'প্রকরী' নামক অর্থপ্রকৃতি। নাট্যকাহিনীতে এ ঘটনাটি খুবই ছোট, অধিকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নয় এবং মূল বৃত্তান্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িতও নয়, কিন্তু নায়িকা উদ্ধারে একটি সফল ভূমিকা পালনে কার্যসাধনে সহায়ক হয়েছে। আর এ অঙ্কে নাট্য-ক্রিয়ার আশা-নিরাশা, ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং বীজ দৃষ্ট-অদৃষ্ট হলেও পরিশেষে সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংকট নিরসনে কাঙ্ক্ষিত ফললাভের দীপ্র নিশ্চয়তা দিয়েছে পঞ্চাবস্থার 'নিয়ত ফলপ্রাপ্তি'। নেতার ফলপ্রাপ্তি অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মিলন নিশ্চিত, কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

এরপর নির্বহণ সন্ধি, সকল সন্ধির অবসান। সকল সঙ্কটের এখানে নিরসন। মুখাদিতে উপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সবীজ নাট্যকাহিনী এবং নাট্যক্রিয়ার প্রারম্ভাদি সব অবস্থা একটি মাত্র উদ্দেশ্যে প্রধাবিত, কার্যে পরিণত ও ফলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। কাঙ্ক্ষিত ফলসাধন অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার প্রণয়ের পরিণয় এখানে অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। পঞ্চম অঙ্কের সর্বত্র এই নির্বহণ সন্ধির ব্যাপ্তি। এ অঙ্কের প্রথমে প্রবেশকে জানা গেল যে তপনীয় অশোকতরুর বেদিকা নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ একটা উৎসবের বাতাবরণ অনুমিত। দোহদপ্রাপ্ত অশোকের পুষ্পোদ্‌গমের কথা শুনে ধারিণী নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন মালবিকার প্রতি। আরও জানা গেল যে রাজা অগ্নিমিত্রের সেনাবাহিনী বিদর্ভরাজ্য জয় করেছে এবং মুক্ত হয়েছেন মাধবসেন। এরূপ একটি সুসংবাদেও ধারিণীর কাছ থেকে তাঁর পরিজনদের প্রতি অনুকূল আচরণই কাম্য। এরপর মূল দৃশ্যে রাজা ও বিদূষকের কথোপকথনে বিদূষকের

কাছ থেকে যখন জানা গেল যে ধারিণী মালবিকাকে বিবাহের সাজে সাজানোর জন্য পরিব্রাজিকাকে অনুরোধ করেছেন, এবং তদনুযায়ী মালবিকাও সালঙ্করা তখন নায়ক অগ্নিমিত্রের সঙ্গে দর্শকরাও আশু কার্যসাধনের ব্যাপারে হল নিশ্চিত। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অশোক তরুতে পুষ্পোদ্‌গমে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধারিণীর কাছ থেকে মালবিকার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া অর্থাৎ রাজার সঙ্গে তাঁর মিলন সাধন খুবই প্রত্যাশিত, আর তারই বাস্তব রূপায়ণ মালবিকার বিবাহসাজে সজ্জিতকরণ। এখানে বিবাহ-ব্যাপারে অগ্নিমিত্রই যে মালবিকার একমাত্র অবধারিত বর এতে কোন সন্দেহ নেই। তারপব অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে ও দৈব ঘটনার ন্যায় উপঢৌকন হিসেবে প্রেরিত বিদর্ভদেশের দুই শিল্পী কন্যার উপস্থিতিতে যখন মালবিকার সত্যপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল তখন নাট্যকাহিনীর প্রত্যাশিত সুখসমাপ্তি এবং নাট্যক্রিয়ার সফল অবসান হল। অবশ্যম্ভাবী, সম্পূর্ণ নিশ্চিত। মালবিকা কেবল বিদর্ভের রাজকন্যাই নন, অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিবাহের জন্য তিনি পূর্বনির্বাচিতা। অতএব যোগ্যবরে যোগ্যকন্যার মিলন ও পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক স্থাপনে বিবাহবন্ধনই এখানে সকল ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি, অন্য কোন বাধা থাকার আর নেই কোন অবকাশ। এরপরেও সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হল অগ্নিমিত্র ও ধারিণীর পুত্র বসুমিত্রের বিজয়বার্তা। তখন পুত্রগরবে গরবিনী সাতিশায় আহ্লাদিত ধারিণী পরম সন্তোষের সঙ্গেই মালবিকাকে অর্পণ করলেন অগ্নিমিত্রের হাতে। নায়ক-নায়িকা যেমন পরস্পরের কাঙ্ক্ষিত মিলনে হলেন পরম সুখী ও তৃপ্ত, তেমনি দর্শকও তাদের কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত ফলদর্শনে হল পরিতুষ্ট। মুখ্য বস্তর জন্য প্রযোজিত সকল বৃত্তান্ত ও ঘটনাব যথাযথ সার্থক মিলনে এখানে নাট্যকাহিনীর অর্থপ্রকৃতি 'কার্য এবং সমগ্র ফলের উদয়ে নায়ক-নায়িকার মিলনে নাট্যের সার্বিক প্রক্রিয়ার যথার্থ সমাপ্তিতে এ অংশ পঞ্চাবস্থাব পঞ্চম অবস্থা 'ফলযোগ'। এই কার্য ও ফলযোগের শোভন সম্মিলনই বৃত্তবন্ধের নির্বহণ সন্ধি। এভাবে নাট্যবস্তুব গঠনবিন্যাসের বিশ্লেষণে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা ও পঞ্চসন্ধির সার্থক রূপায়ণেব একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মালবিকাগ্নিমিত্র : বস্তু সংক্ষেপ ও অঙ্ক বর্ণনা

বিদর্ভদেশের রাজকন্যা মালবিকরার সঙ্গে বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের একটা প্রচেষ্টা চলছিল। কিন্তু বিবাহেব পূর্বেই রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মালবিকার ভ্রাতা মাধবসেন তাঁব জ্ঞাতিভ্রাতা যজ্ঞসেন কর্তৃক হন কারারুদ্ধ। তখন মাধবসেনের মন্ত্রী সুমতি মালবিকাকে নিয়ে বিদিশার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি নিহত হন আর হারিয়ে যান মালবিকা।

পরবর্তী সময়ে অগ্নিমিত্রের অন্তপাল দুর্গের সেনাপতি বীরসেন কর্তৃক মালবিকা বিদিশার রানী ধারিণীর কাছে একজন শিল্পীকন্যা হিসেবে প্রেরিত হন। তারপর একদিন রাজা অগ্নিমিত্র একটি ছবিতে ধারিণীর পাশে মালবিকাকে দেখে বিমুগ্ধ হন এবং তাঁকে লাভ করার জন্য বিদূষক গৌতমের সহায়তা কামনা করেন। বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার মাঝ দিয়ে গৌতম রাজার সঙ্গে মালবিকার মিলন সাধনে কৃতকার্য হন। ইতোমধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল রাজকন্যা হিসেবে সবার কাছে মালবিকার পরিচিতি এবং তখন মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের বিবাহের সকল বাধাও হল দূরীভূত। এভাবে একটি সুখকর ও মিলনাত্মক পরিণতির মাঝ দিয়ে পরিসমাপ্ত হয় পাঁচ অঙ্কের নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র।

প্রথম অঙ্ক — বিদিশাব রাজা অগ্নিমিত্র একদিন তাঁর চিত্রশালায় একটি চিত্রে মহারানী (দেবী) ধাবিণীর পাশে অপরূপ এক কন্যাকে দেখে সাতিশয় বিমুগ্ধ এবং অত্যন্ত আকর্ষিত হয়ে ধারিণীব কাছে তার পরিচিতি জানতে চান। কিন্তু মহারানী কোন উত্তর না দেয়ায় পাশে দাঁড়ানো কুমারী বসুলক্ষ্মী বলল যে তার নাম মালবিকা। রাজা এই অনন্যা কন্যাদর্শনে ও প্রাপ্তিতে মানসিকভাবে খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। প্রথাসিদ্ধ নান্দী ও প্রস্তাবনা শেষে এ ঘটনাটুকু নাটকের বিষ্কম্ভক অংশে কৌমুদিকা ও বকুলাবলিকা নামে রাজবাড়ির দুজন পরিচারিকার কথোপকথন থেকে জানা যায়। এই অংশে মালবিকাব নৃত্যশিক্ষক গণদাস ও বকুলাবলিকার কথোপকথন থেকে আরও জানা যায় যে, মালবিকা নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। তিনি মহাবানীর নিম্নবর্ণীয় ভ্রাতা নর্মদাতীবে রাজার অন্তপাল দুর্গের সেনাপতি বীরসেন কর্তৃক শিল্পীকন্যা হিসেবে ভগ্নীর কাছে উপহৃতা। ছাত্রীর গুণে প্রীত আচার্যের বিশ্বাস, রূপ ও গুণে অসামান্যা প্রতিভার অধিকারিণী মালবিকা নিশ্চয়ই কোন উচ্চ কুলোদ্ভবা।

নাটকের মূল অংশে দেখা যায়, অগ্নিমিত্র তাঁর মন্ত্রী বাহতকের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। এক পর্যায়ে তিনি বিদর্ভের রাজা মাধবসেনকে কারারুদ্ধকারী যজ্ঞসেনকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। মন্ত্রী রাজাদেশ কার্যকর করতে চলে গেলেন। তারপর রাজার অন্য কার্যের সচিব (কার্যান্তরসচিবঃ) বিদূষক গৌতম সেখানে এলেন এবং রাজাকে অবহিত করলেন মালবিকাদর্শনের জন্য তাঁর সুকৌশল উদ্ভাবনা। এই কৌশলেরই ফলশ্রুতিতে দেখা গেল, গণদাস ও হরদত্ত নামে দুই নাট্যাচার্য পরস্পরের প্রতি জিগীষু হয়ে রাজাব কাছে সমুপস্থিত। তখন রাজা নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়ে নাট্যাচার্যদ্বয়ের বিচারের ভার অর্পণের জন্য রাজ অন্তঃপুর থেকে পরিব্রাজিকা বিদুষী কৌশিকাকে মহারানীসহ ডেকে আনলেন। ধারিণী আচার্যদের বিবাদকে নিরুৎসাহ করতে চাইলেও গৌতমের প্রচেষ্টায় এই

দুই বিরুদ্ধবাদীর উৎকর্ষের লড়াইকে কিছুতেই থামিয়ে রাখা গেল না। পরিশেষে কৌশিকীর মধ্যস্থতায় এটাই সিদ্ধান্ত হল যে, উভয়ের শিষ্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে আচার্যদ্বয়ের উৎকর্ষ নির্ণীত হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক — বয়োবৃদ্ধের গৌরবে গণদাসের শিষ্যা মালবিকাই প্রথমে সুযোগ পেলেন তাঁর কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনে। মালবিকা তাঁর নিখুঁত নৃত্যের মাধ্যমে নয়না-কর্ষক অঙ্গভঙ্গিমায় একটি গান এমনভাবে পরিবেশন করলেন, যাতে মনে হল, তাঁর হৃদয়ের গভীর আকুতি রাজার উদ্দেশেই নিবেদিত। নৃত্য শেষ হলেও গৌতম তাঁর স্বভাবসুলভ চাতুর্য ও হাস্য পরিহাসে মালবিকাব মঞ্চে অবস্থান যতটা সম্ভব দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মধ্যাহ্নবেলা ঘোষিত হওয়ায় ওদিনের জন্য স্থগিত রাখা হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রাজার কাছে তখন চিত্রের মালবিকা থেকে বাস্তব মালবিকা অধিকতর সুন্দর বলে প্রতিভাত। ফলে, মালবিকার প্রতি তাঁর আকর্ষণও হল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক — দুই নাট্যাচার্যের বিরোধে শিষ্যা মালবিকার গুণের উৎকর্ষে গণদাসের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃতি লাভ করে। এদিকে মালবিকাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত রাজা অগ্নিমিত্র সাতিশয় কাতর, অন্যদিকে রাজার জন্য মালবিকাও কাতরা। কিন্তু উভয়ের মিলনেব পথে অন্তরায় মহারানী ধারিণী। তিনি অগ্নিমিত্রের দৃষ্টিপথ থেকে মালবিকাকে সরিয়ে রেখেছেন। এ ঘটনাটুকু প্রবেশকে পরিব্রাজিকা কৌশিকীর পরিচারিকা মধুক-রিকা এবং উদ্যানপালিকা পরভৃতিকার কথোপকথন থেকে জানা যায়। তারা দুজনে অঙ্কারম্ভের দৃশ্যে রম্যোদ্যানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। তাদের চলে যাওয়ার পর সেখানে প্রবেশ করলেন রাজা অগ্নিমিত্র, সঙ্গে প্রিয় বয়স্য গৌতম। তাঁদেব আলোচ্য বিষয়ও সেই মালবিকা। কামপীড়িত রাজাকে আশ্বস্ত করে গৌতম জানালেন যে, মালবিকার সঙ্গে মিলন সাধনে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত। ঘটনাক্রমে সেই রম্যোদ্যানে তখন সখী বকুলাবলিকাসহ মালবিকাও উপস্থিত। মালবিকার স্বগত উক্তি থেকে জানা গেল, তিনি এসেছেন অশোকের দোহদ প্রদান করতে। গৌতমের চপলতায় মহারানী দোলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পান, সে কারণে অশোকেব দোহদ প্রদানের ভার পড়েছে মালবিকার ওপর। বসন্ত দিনে যথাকালে যে অশোক তরুটির পুষ্পোদ্‌গম হয়নি, মালবিকা তারই মূলে পদাঘাত করে ফুল ফোটাবে। আর যদি এই ফুল ফোটে পাঁচ রাতের মধ্যে, তাহলে মহারানী পূরণ করবেন তার মনোভিলাষ। বকুলাবলিকা অলক্তক রঞ্জনে ও নূপুরে শোভিত করল মালবিকার চরণযুগল, আর সুসজ্জিতা মালবিকা সেই চরণে কম্পিত বক্ষে নম্র আঘাত করলেন অশোক তরুমূলে। অগ্নি-মিত্র তাঁর প্রিয় বযস্যসহ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু প্রত্যক্ষ করলেন, এবং তারপর এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে উপস্থিত করলেন মালবিকার একান্ত সমীপে। রাজা

যখন মালবিকাকে তাঁর অন্তরের প্রেমানুভূতি নিবেদন করতে প্রস্তুত, তখনই সেখানে প্রমত্তা অবস্থায় প্রবেশ করলেন তাঁর দ্বিতীয়া রানী ইরাবতী, সঙ্গে পরিচারিকা নিপুণিকা। এই আকস্মিকতায় ভীতা-সন্ত্রস্তা মালবিকা ও বকুলাবলিকা সেখান থেকে এক প্রকার পালিয়ে রক্ষা পেলেন। ইরাবতী তখন ক্ষিপ্তা এবং রাজাকে তাঁর মেখলা দিয়ে আঘাত করতে উদ্যতা। ঐ সময়ে রম্যোদ্যানে রানী ইরাবতীর সঙ্গেই রাজার বসন্ত উপভোগের কথা ছিল। অগ্নিমিত্র তাঁর কৃত অপরাধ স্বীকার করে রানীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু দুঃখে-ক্ষোভে-অভিমানে ইরাবতী চলে গেলেন সেখান থেকে। রাজা ও তাঁর বয়স্যও রক্ষা পেলেন এই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে।

চতুর্থ অঙ্ক -- উক্ত ঘটনার পর ইরাবতীর কাছ থেকে সব জেনে মহারানী ধারিণী মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে (সারভাণ্ডগৃহ) শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখেন। গৌতমের কাছে এবস শুনে অগ্নিমিত্র মালবিকার জন্য আরও ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তবে, গৌতম রাজার কানে কানে মালবিকার উদ্ধারের একটি কৌশল বর্ণনা করে চলে গেলেন। তারপর রাজাও সেখান থেকে চলে গেলেন অসুস্থা মহারানীকে দেখতে। দৃশ্যান্তরে দেখা যায় ধারিণী তাঁর পরিচারিকাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শায়িতা এবং কৌশিকীর সঙ্গে আলাপরতা। অগ্নিমিত্র সেখানে গিয়ে যথাযথ সৌজন্য বিনিময়ের পর তাঁর মহিষীর শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে সবেমাত্র কিছু প্রশ্ন করেছেন, ঠিক তখনই বিদূষক গৌতম 'পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর' বলে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি তখন রক্তাক্ত এবং পৈতা দিয়ে বাঁধা। জিজ্ঞাসিত হয়ে গৌতম জানালেন যে, মহারানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভি-প্রায়ে তিনি তাঁর জন্য উপহার সংগ্রহার্থে উদ্যানে অশোক ফুল তুলতে গিয়েছিলো এবং ফুল তোলার সময় তাঁর হস্তাঙ্গুলি সাপে কামড়ে দেয়। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সবাই হতচকিত এবং বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ মহারানী খুবই ব্যথিত হন, তাঁরই জন্য ফুল সংগ্রহে এ ঘটনার সৃষ্টি। সেকারণে গৌতমের শোচনীয় পরিস্থিতিতে তিনি নিজেকে বিশেষভাবে দায়ী করতে লাগলেন। যাই হোক, গৌতমকে বিষমুক্ত করার জন্য পাঠানো হল। বিষবৈদ্য ধ্রুবসিদ্ধির কাছে। এর পরেই ধ্রুবসিদ্ধির সংবাদ নিয়ে জয়সেনা নামে একজন পরিচারিকা এসে জানালো যে, বিষমোক্ষণের জন্য একটি সর্পমুদ্রিত আংটির প্রয়োজন। মহারানীর হাতেই এরূপ একটি আংটি ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হস্তাঙ্গুলি থেকে আংটিটি খুলে দিলেন। (প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ্য যে, মালবিকাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে হলে দ্বাররক্ষীকে এই আংটি দেখানো একান্ত আবশ্যক)। এসময়ে রাজকার্যের অছিলায় অগ্নিমিত্র ওখান থেকে চলে যান এবং কিছু পরেই জয়সেনার প্রদর্শিত পথে

উপস্থিত হন রম্যোদ্যানে। মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে উদ্ধার করে গৌতম আগেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তারপর গৌতম নির্দেশিত পথে অগ্নিমিত্র সমুদ্র-গৃহে গিয়ে মালবিকার সঙ্গে মিলিত হন। তখন গৌতম বাইরের দ্বার রক্ষার কার্যে নিয়োজিত রইলেন আর বকুলাবলিকা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন। এদিকে রানী ইরাবতী তাঁর পরিচারিকা নিপুণিকাসহ সেখানে এসে উপস্থিত। গৌতমের সর্পদষ্ট হওয়ার সংবাদ তিনিও জানতেন। তাই তাঁকে দেখে রানী তাঁর সুস্থতা সম্পর্কে নিপুণিকাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। গৌতম তখন নিদ্রাভিভূত, এবং ঘুমের মধ্যে তিনি তখন বলছেন, 'দেবী মালবিকা, ইরাবতীকে অতিক্রম কর'। একথা শুনে নিপুণিকা গৌতমের ওপর একটি কাষ্ঠ দণ্ড ছুঁড়ে মারল। আর গৌতম হঠাৎ 'সাপ সাপ' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর আশঙ্কা, আঙুলে কেতকীর কাঁটা ফুটিয়ে সর্পদংশনের যে মিথ্যা কথা তিনি বলেছেন, এবারে হয়তো সত্যই তাঁকে সাপে আক্রমণ করেছে। গৌতমের ভয়ার্ত চিৎকারে প্রথমে রাজা, তাঁর পেছনে মালবিকা এবং তারপর বকুলাবলিকা সেখানে দৌড়ে এলেন। ইরাবতীর কাছে তখন সবকিছু পরিষ্কার। আর অগ্নিমিত্র ও গৌতমের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। কোন যুক্তি দিয়েই তখন এই দিবাভিসারের কথা গোপন করা সম্ভব নয়। ঠিক এই সময়ে নাজুক পরিস্থিতিতে জয়সেনা দৌড়ে এসে জানালো যে, কন্দুক নিয়ে খেলার সময় কুমারী বসুলক্ষ্মী একটি পিঙ্গল বানর থেকে এত ভয় পেয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই তাকে প্রকৃতিস্থ করা যাচ্ছে না। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইরাবতী রাজার অপরাধের কথা ভুলে গিয়ে অতি সত্বর তাঁকে সেখানে যেতে বললেন, ফলে অগ্নিমিত্র ও গৌতম রক্ষা পেয়ে গেলেন। সবাই তখন ত্বরিতপদে গমন করলেন বসুলক্ষ্মীকে দেখতে। কেবল মালবিকা ও বকুলাবলিকা মহারানীর কাছ থেকে তাদের পরবর্তী কোন ভয়ঙ্কর শাস্তির আশঙ্কায় শঙ্কিত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। হঠাৎ নেপথ্য থেকে শোনা গেল যে, দোহদ প্রাপ্ত অশোকতরুতে পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হওয়ার আগেই ফুল ফুটেছে। একথা শুনে মহারানীর পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে মালবিকা ও বকুলাবলিকার নৈরাশ্যে ভরা ভীরু বক্ষে সঞ্চারিত হল কিছুটা সাহসী প্রত্যাশা।

পঞ্চম অঙ্ক — অশোকের নতুন পুষ্প বিকাশে মালবিকার সৌভাগ্য পুষ্পও বিকাশোন্মুখ। উদ্যানপালিকা এই ভেবে আশান্বিত যে, মালবিকার প্রতি দেবী ধারিণী এবারে নিশ্চয়ই শুভদা হবেন। উদ্যানে অশোক কুসুমের উদ্‌গমে উৎসব আয়োজনের সবকিছু প্রস্তুত। এসময়ে অন্তঃপুরের পরিচারক কুঁজো সারকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে মহারানীর অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিল। জানা গেল, তিনি এখন মঙ্গল গৃহে; বিদর্ভদেশ থেকে পাঠানো ভাই বীরসেনের চিঠি লেখকরদের মুখে

শুনছেন।—বিদর্ভরাজ পরাজিত এবং বিজিত তিনি শিল্পকর্মে নিপুণা পরিচারিকসহ বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়েছেন রাজা অগ্নিমিত্রকে। সবকিছু শুনে উদ্যান-পালিকা মধুকরিকা তাদের রানীমা'র সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে চলে গেল। সারসকও চলে গেলেন তাঁর কাজে। এ ঘটনাটুকু অঙ্কের প্রথমে প্রবেশকে উক্ত দুজন চরিত্রের কথোপকথন থেকে জানা গেল।

এরপর মূল দৃশে প্রবেশ করলেন রাজা অগ্নিমিত্র। তিনি তাঁর প্রিয়বয়স্য গৌতম-সহ অশোকতরুর পুষ্পশোভা দেখতে চলেছেন রম্যোদ্যানে। সেখানে মহারানী ধারিণী, মালবিকাসহ অন্যান্য পরিজন নিয়ে রাজার জন্যই প্রতীক্ষারত। বিদর্ভ-জয়ে অগ্নিমিত্র সুখী কিন্তু মালবিকার অপ্রাপ্তিতে আবার দুঃখী। অগ্নিমিত্রের এধরনের অনুভূতি প্রকাশে গৌতম জানালেন যে, মহারানী ধারিণীর নির্দেশে পণ্ডিতা কৌশিকী মালবিকাকে বিয়ের বধূর সাজে সাজিয়েছেন। অগ্নিমিত্রের জন্য এটা আশার কথা। প্রতিহারী জয়সেনা অগ্নিমিত্র ও গৌতমকে উৎসবানুষ্ঠানের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। উদ্যানের পুষ্পশোভা দেখতে দেখতে অগ্নিমিত্র দেখতে পেলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিতা সুসজ্জিতা সালংকারা মালবিকাকে। নিকটস্থ হতেই মহারানী রাজাকে স্বাগত জানালেন। কৌশিকী অভিবাদন জানিয়ে কামনা করলেন তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধি। এ অবস্থায় সেখানে কঞ্চুকী এসে জানতে চাইলেন যে, বিদর্ভরাজ যে দুজন শিল্পীকন্যাকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছেন তাদের নিয়ে আসবেন কি না। অগ্নিমিত্র তাঁর সম্মতি দিলেন। সঙ্গীতে নিপুণা দুজন শিল্পীকন্যা এলে রাজা মহারানীকে এদের মধ্যে যে কোন একজনকে গ্রহণ করতে বললেন। মহারানী আবার এ দায়িত্বটা দিলেন মালবিকাকে। এরপর শিল্পীকন্যা জ্যোৎস্নিকা এবং মদনিকা মালবিকার দিকে তাকিয়ে 'রাজকুমারী' বলে সম্বোধন করে প্রণাম জানালো। কথা বলতে বলতে তাদের চোখ থেকে তখন অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। এ ঘটনায় উপস্থিত সবাইতো সাতিশয় বিস্মিত। বিস্ময়াভিভূত রাজা জানতে চাইলেন তাদের ও মালবিকার পরিচয়। তখন আগন্তুক কন্যা দুটি রাজাকে নিবেদন করল এক দুঃখকর অতীত বৃত্তান্ত। — মালবিকা বিদর্ভদেশের রাজকন্যা এবং মাধবসেনেরর কনিষ্ঠা ভগিনী। জ্ঞাতিদের দ্বারা মাধবসেন বিজিত হলে তাঁর মন্ত্রী সুমতি সবাইকে ফেলে মালবিকাকে রক্ষার জন্য তাঁকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন। এ পর্যন্ত বলে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তারা তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন পরবর্তী অংশটুকু বলার জন্য এগিয়ে এলেন পরি-ব্রাজিকা কৌশিকী। শিল্পীকন্যা দুজন কৌশিকীকে চিনতে পেরে প্রণাম জানালো। মালবিকাতো তাঁকে আগেই চিনতেন। পরিব্রাজিকা নিজেকে সুমতির ভগিনী হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, তাঁর ভ্রাতা রাজা অগ্নিমিত্রের সঙ্গে মালবিকার

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন মানসে তাকে ও মালবিকাকে নিয়ে বিদিশার পথে বেরিয়ে পড়েন এবং বিদিশাগামী একদল বণিকের সঙ্গে .পথ চলছিলেন। এরপর হঠাৎ একদল দস্যু কর্তৃক সমস্ত দলটি অক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে বণিকদল পরাস্ত ও বিপর্যস্ত হয় এবং নিহত হলেন সুমতি। ঘটনার ভয়াবহতা ও আকস্মিকতায় কৌশিকী তখন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত। মূর্চ্ছা ভাঙার পর তিনি আর মালবিকাকে দেখতে পান নি। তারপর ভ্রাতার দেহে অগ্নিসংস্কার করে তিনি পরিব্রাজিকা বেশে ঘুরতে ঘুরতে বিদিশার রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং এখানে মালবিকাকে দেখে তাঁর মন অনেকখানি প্রশান্ত হয়। কৌশিকীর কাছে এসব বৃত্তান্ত শুনে রাজা ও রানী দুজনই তখন ব্যথিত। বিশেষতঃ উচ্চকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও মালবিকাকে পরিচারিকা হিসেবে ব্যবহার করায় তাঁদের মনে সঞ্জাত হয় একটা লজ্জা ও অপরাধবোধ। আর সব কিছু জানা সত্ত্বেও কৌশিকী মালবিকার সত্য পরিচয় এতদিন গোপন করায় মহারানী তাঁকে অভিযুক্ত করলেন। তখন গোপনীয়তার কারণ-স্বরূপ কৌশিকী বললেন যে, মালবিকার পিতার জীবদ্দশায় মালবিকা সম্পর্কে এক ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছিলেন, এ রাজকন্যা এক বৎসর দাসীভাবে কাটানোর পর যোগ্য-বর লাভ করবে। রাজপুরীতে এসে সবকিছু সে ভবিষ্যৎ বাণীর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে দেখে তিনি কেবল প্রতীক্ষা করেছেন। রাজা এটাকে যুক্তিসঙ্গতই মনে করলেন। কাছে দাঁড়ানো কঞ্চুকীর আরও বক্তব্য থাকলেও এতক্ষণ তিনি তার বলার অবকাশ পান নি। এবার তিনি রাজাকে অমাত্যের বক্তব্য নিবেদন করে বিদর্ভ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ জানতে চাইলেন। রাজা তখন আদেশ জারি করলেন যে, যজ্ঞসেন ও মাধবসেন এই দুজন জ্ঞাতিভ্রাতা যথাক্রমে বরদানদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরস্থ রাজ্যার্ধভাগ শাসন করবেন। অর্ধরাজ্যে অধিষ্ঠিত ভ্রাতা মাধবসেনের প্রতিষ্ঠায় মালবিকা তাঁর আনন্দ প্রকাশ করলেন। মন্ত্রীকে রাজাদেশ জানিয়ে কঞ্চুকী পুনরায় সেখানে প্রবেশ করে সেনাপতি পুষ্পমিত্রের পাঠানো উপঢৌকনসহ একটি চিঠি রাজার হাতে তুলে দিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল পুষ্পমিত্র ও রাজকুমার বসুমিত্রের বিজয়বার্তা। এ সংবাদে সবাই পরমানন্দিত। পুত্রের বিজয়ে সুখী অগ্নিমিত্র সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞসেনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির নির্দেশ দিলেন। আর পুত্রগর্বে গরবিনী মহারানী ধারিণী প্রকাশ করলেন রাজার হাতে মালবিকাকে সমর্পণ করার অভিপ্রায়। ধারিণীর আদেশে বিবাহের মাঙ্গল্য রেশমী বস্ত্র আনীত হল এবং মালবিকা অভিহিত হলেন 'দেবী' শব্দে। পরম আহ্লাদিতা কৌশিকী, সাফল্য গর্বিত গৌতম এবং সানন্দ পরিজনের মধ্যে পরম সুখী রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। এরপর প্রথাসিদ্ধ ভরতবাক্যের মাঝ দিয়ে যবনিকাপাত হল মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের।

নাট্যঘটনার কাল ও স্থান নির্ণয়

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পরিব্রাজিকা কৌশিকীর কাছ থেকে জানা যায় যে একজন সিদ্ধ পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মালবিকার এক বৎসর পরিচারিকা ভাবে কাটানোর পর যোগ্যবরের সঙ্গে মিলন ঘটবে (সংবৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যভাবমনুভূয় ততঃ সদৃশভর্তৃগামিনী ভবিষ্যতি)। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বিদর্ভের মন্ত্রী সুমতির সঙ্গে মালবিকার বিদিশায় আসার পথে দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে অগ্নিমিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ পর্যন্ত এই বর্ষব্যাপী সময়টাকে যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। এটা অনুমিত হয়, উক্ত (দস্যু) বিপর্যয়ের পর এক থেকে দু'মাসের মধ্যে অগ্নিমিত্রের প্রাসাদে ধারিণীর পরিচারিকা হিসেবে মালবিকার স্থান লাভ ঘটে। এরপর ছবির মালবিকার প্রতি অগ্নিমিত্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে অতিবাহিত হয়েছে অনেকগুলো মাস। এবং তারপর হয়তো আরও দু'একমাস অতিবাহিত হয়েছে দুই নাট্যাচার্যের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের ফলশ্রুতি হিসেবে রাজার সম্মুখে মালবিকার নৃত্যাভিনয়ের পরীক্ষা প্রদর্শনে। কারণ, মহারানী ধারিনী রাজার দৃষ্টিপথ থেকে মালবিকাকে দূরে রাখার জন্য কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। মালবিকার নৃত্যাভিনয় দৃশ্যের পর পক্ষকালের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়েছে সমগ্র নাট্য-ঘটনা।

প্রথম অঙ্কের ঘটনারম্ভ বসন্তকালের কোন এক সকালে। বসন্তোৎসবকে উপলক্ষ করেই মঞ্চস্থ হয়েছে এ নাটকটি এবং নাট্যের বিভিন্ন দৃশ্যে বিবিধ শ্লোকে-বাক্যেও বর্ণিত হয়েছে বসন্তশোভা। তবে পরবর্তী অঙ্কগুলিতে তপনীয় অশোকের দোহদ পূরণের প্রসঙ্গ থেকে ধারণা করা যায় যে অনেক আগে থেকেই বসন্তের আরম্ভ হয়েছে, তখন পরিণত বসন্ত। এ অঙ্কের প্রধান দৃশ্যের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাজা অগ্নিমিত্রের সভাকক্ষে, আনুমানিক সময় — সকাল ন'টা থেকে এগারটা।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা একটিই, মালবিকার নৃত্যাভিনয়ের শিক্ষা-প্রদর্শন। বৈতালিকের দ্বারা মধ্যাহ্নকাল ঘোষিত হওয়ায় এ অঙ্কের সময়টা নিশ্চিতভাবে বলা যায় -- উক্ত দিবসের এগারটা থেকে বারটা।

তৃতীয় অঙ্কের ঘটনার ব্যাপ্তি সপ্তাহকাল বলে অনুমিত। এই অঙ্কের প্রবেশকে উদ্যানপালিকা ও পরিব্রাজিকার পরিচারিকার মধ্যে দুই নাট্যাচার্যের দ্বন্দ্বকে শ্রেষ্ঠ, এই আলোচনায় বোঝা যায় যে তারা উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত এবং কুতূহলী। অতএব দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে তৃতীয় অঙ্কের সময়ের ব্যবধান খুব বেশী দিনের হওয়া সম্ভব নয়; বেশী দিন হলে নাট্যাচার্যদ্বয়ের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত ঘটনা

সকলের বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক এবং ঐ আলোচনার আর কোন যৌক্তিকতা থাকে না। আবার তাঁদের কথোপকথন থেকে যখন জানা গেল, এ ক'দিনের মধ্যে মালবিকা খুবই ম্লান হয়ে গেছে (মালবিআ বি ইমেসু দিঅহেসু অণুহূদমুত্তা বিঅ মালদীমালা মিলাঅমাণ' লকখিঅদি)। তখন সময়ের ব্যবধানটা দু'একদিনেরও নয়। অর্থাৎ পাঁচ দিনের মতো হবে বলে ধারণা। এরপর মূল দৃশ্যের সঙ্গে প্রবেশকের পার্থক্য হয়তো দু'একদিনের। উদ্যানপালিকার কাছ থেকে তপনীয় অশোকের নির্দিষ্ট সময়ে পুষ্পোদ্‌গম না হওয়ার সংবাদ পেয়ে ধারিণী ঐ দিনই অথবা পরবর্তী দিনে মালবিকাকে নিয়োগ করেন অশোকের দোহদ পূরণে। মূল দৃশ্য উক্ত দিবসের অপরাহ্ণ কালে হওয়া সম্ভব। কারণ, রাজা তাঁর প্রিয় বয়স্যকে দিবসের শেষ ভাগটা কোথায় কাটানো যায় এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন (অথেমং দিবসশেষমুচিতব্যাপারবিমুখেন চেতসা ক্ব নু খলু যাপয়ামি)।

চতুর্থ অঙ্কের ঘটনার সঙ্গে তৃতীয় অঙ্কের সময়ের পার্থক্য নিঃসন্দেহে তিন অথবা চারদিন। কারণ, এ অঙ্ক শেষে নেপথ্য থেকে ঘোষিত হয়েছে যে দোহদের পর পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হওয়ার আগেই তপনীয় অশোকবৃক্ষে পুষ্পোদ্‌গম ঘটেছে (অপুণ্ণে এব্ব পঞ্চরত্তে দোহলস্স মুউলেহিং সণ্ণদ্ধো তবণীআসোও)। বিদূষকের কথায় জানা যায়, ইরাবতী গতকাল পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত অসুস্থ মহারানী ধারিণীকে দেখতে গিয়েছিলেন (হিও কিল তত্তহোদী ইরাবদী রুজাবিহথচলণং সুহপুচ্ছিআ আঅদা); এবং তখন তিনি অশোকের দোহদ পূরণ অনুষ্ঠানে রাজা ও মালবিকার সম্পর্কিত ঘটনা মহারানীকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইরাবতী নিশ্চয়ই প্রমোদবনে রাজা ও মালবিকার সাক্ষাৎকারের পরবর্তী দিনে ধারিণীকে দেখতে গিয়ে বর্ণিত উক্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে বলেছিলেন, আর মহারানী হয়তো ঐদিনই কারারুদ্ধ করেছিলেন মালবিকা ও বকুলবলিকাকে। এবং বিদূষক গৌতম তার পরদিনই মালবিকার মুক্তির ব্যবস্থা করে অগ্নিমিত্রের সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছিলেন। সমুদ্রগৃহে অগ্নিমিত্র ও মালবিকার গোপন মিলনের সময়কে ইরাবতী 'দিবাসংকেত' (অবি নিব্বিগ্গমণোরহো দিবাসঙ্কেদো মিহুণস্স) বলায় ধারণা করা যায় অঙ্কগত ঘটনা দিনের শেষভাগ শুরু হওয়ার আগেই দুপুরের কোন এক সময়ে শেষ হয়েছে। অগ্নিমিত্র এই দিন সকালে রাজসভা শুরু হওয়ার আগেই অসুস্থ রানী ধারিণীকে দেখতে গিয়েছিলেন। এখান থেকে বিদূষক গৌতমের (মিথ্যা) সর্পদষ্ট হওয়ার ঘটনার পর তিনি রাজকার্য সাধনের অছিলায়ই বেরিয়ে এসেছিলেন। (এ প্রসঙ্গে প্রতিহারী জয়সেনার সংবাদ পরিবেশন প্রণিধানযোগ্য—এসো উণ অমচ্চো বাহদও বিণ্ণাবেদি। রাঅকজ্জং বহু মন্তিদব্বং।) অগ্নিমিত্র অবশ্য রাজসভায় না গিয়ে গোপন পথে গিয়েছিলেন প্রমোদবনে।

পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা পূর্ব অঙ্কের বর্ণিত ঘটনার পরবর্তী দিনেই সংঘটিত হয়েছে বলা যায়। অশোকের পুষ্পোদ্গমের কথা জেনে ধারিণী নিশ্চয়ই তার পরবর্তী দিনে প্রমোদবনে উৎসবের আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ অঙ্কের প্রবেশক এবং মূল দৃশ্যের ঘটনাবলী একই দিনে সংঘটিত হয়েছে এবং রাজা অগ্নিমিত্রের সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে সরাসরি প্রমোদবনের উৎসবে যোগদান করায় অনুমিত হয় অঙ্কগত সকল নাট্যক্রিয়া পরিসমাপ্ত হয়েছে দিবাভাগের প্রথমার্ধেই অর্থাৎ মাধ্যাহ্ন কালের মধ্যে।

এই নাটকের সকল ঘটনারই কেন্দ্রস্থল অগ্নিমিত্রের রাজভবন।

প্রথম অঙ্ককে সর্বমোট তিনটি দৃশ্যে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে (মিশ্র) বিষ্কম্ভকের দুটি অংশ; প্রথম অংশে পরিচারিকা বকুলবলিকা ও কৌমুদিকার সাক্ষাৎকার হয় অন্তঃপুর সংলগ্ন কোন স্থানে এবং দ্বিতীয় অংশে নাট্যাচার্য গণদাস ও বকুলাবলিকার মধ্যে কথোপকথন হয় নাট্যগৃহ সংলগ্ন স্থানে। মূল দৃশ্যের স্থান রাজ সভাগৃহ।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাস্থল নাট্যগৃহ। এখানে অগ্নিমিত্র, মহারানী ধারিণী, পরিব্রাজিকা, বিদূষক ও নাট্যাচার্য গণদাসের সম্মুখে মালবিকার নৃত্য পরিবেশিত হয়।

তৃতীয় অঙ্কের প্রবেশকের স্থান প্রমোদবন। এখানে উদ্যানপালিকা মধুকরিকা ও পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতিকার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। মূল দৃশ্যের স্থান রম্যোদ্যান, বিশেষতঃ এখানে তপনীয় অশোক বৃক্ষকে কেন্দ্র করে (যেখানে মালবিকা অশোকের দোহদ পূরণ করেছেন) প্রধান ঘটনা দর্শিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্ককে তিনটি দৃশ্যে ভাগ করা যায়। প্রথম দৃশ্যের স্থান অগ্নিমিত্রের নিজস্ব বসার ঘর বা বিশ্রাম কক্ষ, দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজ অন্তঃপুর (যেখানে অসুস্থ ধারিণী বিশ্রামরতা) এবং তৃতীয় দৃশ্যের স্থান প্রমোদবন ও তৎসংলগ্ন সমুদ্রগৃহ।

পঞ্চম অঙ্কে প্রবেশকের স্থান রাজ অন্তঃপুর (এখানে পরিচারক সারসক ও উদ্যানপালিকা মধুকরিকার সাক্ষাৎকার ঘটেছে)। এরপর অঙ্কমূলের প্রথম দৃশ্য রাজ সভাকক্ষ সংলগ্ন স্থান এবং দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান প্রমোদবনস্থিত দোহদপ্রাপ্ত পুষ্পিত তপনীয় অশোকবৃক্ষ।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের চরিত্রাবলী

পুরুষচরিত্র

সূত্রধার	রঙ্গাধ্যক্ষ।
পারিপার্শ্বিক	সূত্রধারের সহকারী।
অগ্নিমিত্র	নায়ক, বিদিশার রাজা।
বিদূষক (গৌতম)	রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু।
অমাত্য (বাহতক)	অগ্নিমিত্রের প্রধান মন্ত্রী।
কঞ্চুকী (মৌদ্‌গল্য)	অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরের পরিচারক (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ)।
হরদত্ত	নাট্যাচার্য, রাজা অগ্নিমিত্রের বিশেষ অনুগ্রহভাজন।
গণদাস	নাট্যাচার্য, মহারানী ধারিণীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন এবং মালবিকার নৃত্য শিক্ষক।
সারসক	ধারিণীর একজন পরিচারক।

স্ত্রীচরিত্র

মালবিকা	নায়িকা, বিদর্ভের রাজকন্যা, মাধবসেনের ভগিনী।
ধারিণী (দেবী)	রাজা অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষী।
ইরাবতী	অগ্নিমিত্রের দ্বিতীয় স্ত্রী।
পরিব্রাজিকা (কৌশিকী)	সন্ন্যাসিনী, মাধবসেনের মন্ত্রী সুমতীর ভগিনী, বিদুষী নারী।
প্রতিহারী (জয়সেনা)	রাজপ্রাসাদের (অন্তঃপুরের) দ্বাররক্ষিণী, অগ্নিমিত্রের প্রতিহারী।
কৌমুদিকা, নাগরিকা	ধারিণীর পরিচারিকা।
নিপুণিকা	ইরাবতীর পরিচারিকা।
বকুলাবলিকা	ধারিণীর একজন পরিচারিকা, মালবিকার প্রিয়সখী।
উদ্যানপালিকা (মধুকরিকা)	রাজভবনস্থ প্রমোদবনের রক্ষিণী।
সমাহিতিকা	পরিব্রাজিকার পরিচারিকা।
রজনিকা, জ্যোৎস্নিকা	বিদর্ভরাজকর্তৃক অগ্নিমিত্রের কাছে প্রেরিত দুজন শিল্পীকন্যা (মূলতঃ মাধবসেনের অন্তঃপুরের পরিচারিকা)।

অন্যান্য যে সব চরিত্র উল্লিখিত কিন্তু মঞ্চে অদৃশ্য

মাধবসেন	বিদর্ভের রাজা, মালবিকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
যজ্ঞসেন	মাধবসেনের জ্ঞাতিভ্রাতা, বিদর্ভের রাজা।
সুমতি	মাধবসেনের মন্ত্রী
পুষ্পমিত্র	অগ্নিমিত্রের পিতা ও প্রধান সেনাপতি।
বসুমিত্র	অগ্নিমিত্রের পুত্র।
বীরসেন	ধারিণীর (নিম্নবর্ণীয়) ভ্রাতা, অগ্নিমিত্রের অন্তপাল দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ।
মৌর্যসচিব	যজ্ঞসেনের শ্যালক।
ধ্রুবসিদ্ধি	বিষবৈদ্য।
বৈতালিক (দুইজন)	রাজা অগ্নিমিত্রের স্তুতিপাঠক।
বসুলক্ষ্মী	ধারিণীর ভগিনী।
মাধবিকা	পাতালগৃহের দ্বারপালিকা।
চন্দ্রিকা	ইরাবতীর পরিচারিকা

কালিদাসের

মালবিকা

(মালবিকাগ্নিমিত্রম্)

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ কান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং
রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্ ॥
১/৪

প্রথম অঙ্ক

একৈশ্বর্যে অবস্থান করেও যিনি প্রণতিপরায়ণ ভক্তদের বহু ফলপ্রদাতা কিন্তু নিজে হস্তিচর্ম* পরিহিত; কান্তাদেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য দেহ হওয়া সত্ত্বেও যিনি বিষয়বিমুখ মুনি-ঋষিদের অগ্রগামী; যিনি অষ্ট মূর্তিতে সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত করেও নিরভিমান; সেই ঈশ্বর সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য আপনাদের তামসবৃত্তি অপনোদন করুন ।।১।।

(নান্দী শেষে)

সূত্রধার (নেপথ্যগৃহের দিকে তাকিয়ে) মারিষ এদিকে এস।

(প্রবেশ করে)

পারিপার্শ্বিক ভাব, এই আমি এসেছি।

সূত্রধার সুধীমণ্ডলী আজকের এই বসন্তোৎসবে আমাকে কালিদাস বিরচিত মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য বলেছেন। অতএব, গীত-বাদ্য আরম্ভ করা হোক।

পারিপার্শ্বিক না, না। (এটা হতে পারে না)। ভাস, কবিপুত্র, সৌমিল্ল প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ (কবিদের) রচনাকে বাদ দিয়ে কি করে পরিষদবর্গ আধুনিক কবি কালিদাসের এই সৃষ্টি-কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে?

সূত্রধার এ যে বিচারবুদ্ধিহীনের কথা হলো। দেখ,
পুরাতন হলেই যে সব কিছু শোভন হবে, সুন্দর হবে এটা ঠিক নয়, আবার কেবল নতুন বলেই কোন কাব্য নিন্দনীয় হবে তাও ঠিক নয়। পণ্ডিতজনেরা যথাযথ পরীক্ষার পরই একটি বেছে নেন, মূঢ় ব্যক্তিরাই পরিচালিত হয় অপরের বুদ্ধি দ্বারা ।।২।।

পারিপার্শ্বিক এ ক্ষেত্রে আপনার কথাই চূড়ান্ত।

সূত্রধার তা হলে তুমি একটু তাড়াতাড়ি কর।
দেবী ধারিণীর সেবাকর্মে দক্ষ এই পরিজনের মতো প্রথমেই পরিষদের যে আদেশ মাথা পেতে নিয়েছি তা পালন করতে চাই।। ৩ ।।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

প্রস্তাবনা সমাপ্ত।

*মতান্তরে ব্যাঘ্রচর্ম।

(তারপর চেটীর প্রবেশ)

চেটী — দেবী ধারিণী, নতুন প্রবর্তিত ছলিত নামক নৃত্যশিক্ষা গ্রহণে মালবিকা কেমন করছে তা জানার জন্য আমাকে মাননীয় নাট্যাচার্য গণদাসকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। সেহেতু আমি এখন সঙ্গীতগৃহে যাব। (পরিক্রমণ)

(তারপর অলঙ্কার হস্তে দ্বিতীয়া চেটীর প্রবেশ)

প্রথমা — (দ্বিতীয়াকে দেখে) ওলো কৌমুদিকা, বলি তোর এত অন্যমনস্কতা কেন? আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিস, অথচ আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছিস না।

দ্বিতীয়া — ওঃ, বকুলাবলিকা। দেখ সই, জহুরির কাছ থেকে আনা দেবীর এই সর্পমুদ্রিত আংটিটা একভাবে দেখতে দেখতে তোর গাল খেতে হলো।

বকুলাবলিকা — (আংটি দেখে) ঠিক জায়গাতেই তোর চোখের দৃষ্টি আটকা পড়েছে। আংটি থেকে ঠিকরে আসা আলো পড়ে তোর হাতের তালুকে মনে হচ্ছে যেন একটি ফুটন্ত কুসুম।

কৌমুদিকা — তা ভাই, তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস?

বকুলাবলিকা — রানীমার আদেশে মালবিকা শিক্ষাগ্রহণে কেমন তা জানার জন্য মাননীয় নাট্যাচার্য গণদাসকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি।

কৌমুদিকা — আচ্ছা, এই সব কার্যে নিয়োগ করে দূরে রাখা সত্ত্বেও (শোনা যাচ্ছে) রাজামশায় নাকি তাকে দেখে ফেলেছেন?

বকুলাবলিকা — হ্যাঁ (তুই ঠিক শুনেছিস), একটি ছবিতে তাকে রানীমার পাশে দেখা গেছে।

কৌমুদিকা — কি রকম রে।

বকুলাবলিকা — শোন তা হলে, (সেদিন) রানীমা চিত্রশালায় গিয়ে কতগুলি সদ্য আঁকা চিত্রের রং ও রেখা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলেন; এমন সময় রাজা-মশায় সেখানে উপস্থিত হলেন।

কৌমুদিকা — তারপর, তারপর?

বকুলাবলিকা — তারপর স্বাভাবিক ভাব বিনিময়ের পর রানীমার সঙ্গে একাসনে বসে রাজামশায় ছবিতে রানীমার পরিজনদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের পরি-চারিকাকে দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—

কৌমুদিকা — কি, সেটা কি?

বকুলাবলিকা — দেবী, তোমার পাশেই চিত্রিতা এই মেয়েটি তো খুব সুন্দর, এর নাম কি?

কৌমুদিকা সুন্দর রূপের প্রশংসা তো হবেই। তারপর, তারপর?

বকুলাবলিকা তারপর তাঁর কথার কোন উত্তর না পেয়ে রাজামশায় সন্দিগ্ধ হয়ে বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও যখন রানীমা মুখ খুললেন না, তখন কুমারী বসুলক্ষ্মী বললেন — জামাইবাবু, এ তো মালবিকা।

কৌমুদিকা (মুচকি হেসে) ছেলেমানুষের স্বভাবসুলভ কাজই হয়েছে। তারপর কি হলো বল?

বকুলাবলিকা কি আর হবে? এখন মালবিকা আর রাজামশায়ের চোখে যাতে না পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

কৌমুদিকা ঠিক আছে সই, তুই এখন নিজের কাজ করতে যা।
আমিও (আমার কাজ সারতে) এই আংটি নিয়ে রানীমার কাছে যাই।
(নিষ্ক্রান্ত)

বকুলাবলিকা (অগ্রসর হয়ে দেখে নিয়ে) এই যে নাট্যাচার্য মাননীয় গণদাস সঙ্গীতশালা থেকে বেরিয়ে আসছেন। যাই, ওঁর সামনে গিয়ে দেখা দিই। (পরিক্রমণ)

(গণদাসের প্রবেশ)

গণদাস এটা ঠিক যে প্রত্যেকেই তার কুলবিদ্যাকে বড় বলে মনে করে। কিন্তু নাটকের প্রতি আমাদের অহঙ্কারটা মোটেই মিথ্যা নয়। যেহেতু, মুনি-ঋষিরা একে দেবতাদের কমনীয় এবং চক্ষুগ্রাহ্য এক যজ্ঞ বলে মনে করেন; রুদ্র (শিব) উমার সঙ্গে মিলিত এক দেহে একে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন; এখানে দেখা যায় ত্রিগুণ থেকে উদ্ভূত নানারস সমন্বিত লোকচরিত (লৌকিক আচরণ প্রক্রিয়া, কীর্তি-কলাপ); একই নাটক ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট গণমানুষের বিবিধ প্রকারে আনন্দ বিধান করে ॥৪॥

বকুলাবলিকা (কাছে গিয়ে) আর্য, আপনাকে প্রণাম জানাই।

গণদাস ভদ্রে, দীর্ঘজীবী হও।

বকুলাবলিকা আর্য, রানীমা জিজ্ঞেস করেছেন, শিক্ষাগ্রহণে আপনার শিষ্যা মালবিকা অধিক কষ্ট দিচ্ছে না তো?

গণদাস দেবীকে জানিও, সে খুবই নিপুণা এবং মেধাবিনী। অধিক কি বলব, নৃত্যাভিনয় বিষয়ে আমি তাকে যে যে ভাব (ভঙ্গী) শিখিয়ে দিই সেগুলি সেই বালিকা এমন নিখুঁতভাবে পরিবেশন করে, যেন সে আমাকেই ফিরে শিক্ষা দেয় ॥৫॥

বকুলাবলিকা (স্বগত) মনে হচ্ছে যেন সে ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) গুরু যার এমন প্রশংসা করেন, আপনার সেই শিষ্যা ধন্যা।

গণদাস ভদ্রে, তার মতো একজনকে পাওয়া মোটেই সহজ নয়; তাই জিজ্ঞেস করছি, দেবী তাকে কোত্থেকে এনেছেন?

বকুলাবলিকা রানীমার বীরসেন নামে এক নীচু জাতের ভাই আছেন। রাজামশায় তাঁকে নর্মদাতীরের সীমান্তদুর্গে (সেনাপতি পদে) নিয়োগ করেছেন। তিনি একে শিল্পকলায় নিপুণা দেখে বোনের কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন।

গণদাস (স্বগত) উৎকর্ষযুক্ত চেহারার প্রত্যয় থেকে একে নীচুবংশীয়া বলে মনে হয় না (নিঃসন্দেহে অভিজাত বংশীয়া বলে মনে হয়)। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে, আমিও নিশ্চয়ই যশস্বী হব। দেখ,

গুরুর শিক্ষা পাত্রবিশেষে (সুশিষ্যে) ন্যস্ত হলে তা সাতিশয় গুণান্বিত হয়; সমুদ্রশুক্তিতে মেঘবারি-বিন্দু পতিত হয়ে যেমন পরিণত হয় মুক্তায় ।।৬।।

বকুলাবলিকা আপনার শিষ্যা এখন কোথায়?

গণদাস এইমাত্র তাকে পঞ্চাঙ্গ অভিনয় শিক্ষা দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলায় সে এখন দীর্ঘিকার দিকের জানালায় বসে বায়ু সেবন করছে।

বকুলাবলিকা তা হলে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন আচার্য। আমি তাকে গুরুর পরিতুষ্টির সংবাদ জানিয়ে তার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলব।

গণদাস যাও, তোমার সখীকে দেখ গিয়ে। আমিও এখন অবসর পেয়ে নিজের গৃহে যাই।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

মিশ্রবিষ্কম্ভক সমাপ্ত।

(তারপর রাজার প্রবেশ, পরিজনবর্গ দূরে দাঁড়িয়ে, পাশেই বসে আছেন মন্ত্রী মহোদয়, হাতে তাঁর একখানা চিঠি)

রাজা (চিঠি পাঠ শেষে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) বাহতক, বিদর্ভরাজ কি করতে চাইছে?

অমাত্য নিজের ধ্বংস মহারাজ।

রাজা আমি এখন লিখিত বক্তব্য শুনতে চাই।

অমাত্য প্রত্যুত্তরে তিনি লিখেছেন — "মহামান্য আপনি আমাকে আদেশ করেছেন — 'আপনার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধবসেন প্রতিশ্রুত (বৈবাহিক) সম্পর্কে আমার কাছে আসার সময় পথিমধ্যে আপনার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বন্দী হয়েছে। আমার সম্মান রক্ষার্থে আপনি তাকে স্ত্রী ও ভগিনীসহ মুক্ত করুন।' কিন্তু এটা আপনার নিশ্চয়ই অবিদিত নয় যে, রাজারা তাঁদের অধীনস্থ ভূপতিদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকেন। অতএব, এ ক্ষেত্রে মহামান্য আপনি প্রত্যাশিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করুন। বন্দী করার গোলমালের মধ্যে এর ভগিনী হারিয়ে গেছে। তার অন্বেষণে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এখন মহামান্য আপনি যদি সত্য সত্যই মাধবসেনের মুক্তি চান তা হলে আমার শর্ত শুনুন —

যদি মহামান্য আপনি আমার শ্যালক মৌর্যসচিবকে মুক্তিদান করেন, তা হলে আমিও সঙ্গে সঙ্গেই মাধবসেনকে মুক্ত করব" ॥৭॥

রাজা (সরোষে) কি? ঐ নির্বোধটা আমার সঙ্গে কার্যবিনিময়ের দ্বারা কাজ (ব্যবহার) করতে চায়? বাহতক, বিদর্ভরাজ স্বভাবতঃই আমার শত্রু এবং বিরুদ্ধাচরণকারী। সুতরাং আমাদের পূর্ব পরিকল্পনানুসারে তাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য বীরসেনের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের আক্রমণ করতে আদেশ দিন।

অমাত্য মহারাজের যেমন আদেশ।

রাজা অথবা আপনার কি অভিমত?

অমাত্য আপনি যা বলেছেন তা (দণ্ডনীতি) শাস্ত্র সম্মত। কেননা,

যে শত্রু সবেমাত্র রাজ্য লাভ করায় প্রজাদের মধ্যে যথেষ্ট মূল (প্রভাব) বিস্তার করতে পারে নি, তাকে নতুন প্রোথিত অসংবদ্ধ বৃক্ষের মতো অতি সহজেই উপড়ে ফেলা যায় ॥৮॥

রাজা তা হলে শাস্ত্রকারের বচন মিথ্যা নয়। একেই নিমিত্ত করে সেনাপতি উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

অমাত্য মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(পরিজনেরা তাদের বৃত্তি অনুযায়ী রাজার সামনে অবস্থান করতে লাগল)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক রাজামশায় আমাকে আদেশ করেছেন, 'গৌতম, তুমি একটু চিন্তা করে দেখ তো, ঘটনাক্রমে ছবিতে দেখা মালবিকাকে প্রত্যক্ষ (চোখে) দেখার

অন্য কোন উপায় বের করা যায় কিনা ?' আমিও সেই প্রকার করেছি। যাই, তাঁকে গিয়ে জানাই।

রাজা (বিদূষককে দেখে) এই যে আমার অন্য কার্যের সচিব এসে গেছে।

বিদূষক (কাছে গিয়ে) তোমার বৃদ্ধি হোক।

রাজা (মাথা নাড়িয়ে) এদিকে বসো।

(বিদূষক বসল)

রাজা বয়স্য, তোমার জ্ঞানচক্ষু তো কোন কার্যসাধনের উপায় দর্শনে নিয়োজিত ছিল ?

বিদূষক কার্যসাধনের সফলতার কথা জিজ্ঞেস কর।

রাজা কি রকম ?

বিদূষক (কানে কানে) এই রকম।

রাজা সাবাস বন্ধু, তুমি নিখুঁতভাবে আরম্ভ করেছ। এখন কার্যে সফলতা হওয়া খুব কঠিন হলেও এই আরম্ভে আমি আশা করতে পারি। কেননা,

একজন সহায়ক থাকলে বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও লক্ষ্যবস্তু লাভ করা সম্ভব হয়, চোখ থাকলেও অন্ধকারে দীপ (শিখা) ছাড়া কিছু দেখা যায় না ॥৯।

(নেপথ্যে)

অনেক হয়েছে, আর বড়াই করতে হবে না। আমাদের মধ্যে কে ছোট আর কে বড় তা মহারাজার সামনেই নির্ণীত হবে।

রাজা বয়স্য, তোমার সুচতুর বুদ্ধিপাদপে ফুল ফুটেছে।

বিদূষক ফলও দেখবে।

(তারপর কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী মহারাজ, অমাত্য জানাচ্ছেন যে প্রভুর আদেশ পালিত হয়েছে। এখন আবার এই হরদত্ত এবং গণদাস,

দুজন নাট্যচার্য, একে অপরকে জয়লাভে উদ্যত হয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক; ঠিক যেন দুটি ভাব শরীর ধারণ করে উপস্থিত হয়েছে ॥১০॥

রাজা তাঁদের নিয়ে আসুন।

কঞ্চুকী মহারাজের যেমন আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে আবার দুজনকে নিয়ে প্রবেশ করে) এদিকে, এদিকে আসুন আপনারা।

হরদত্ত (রাজাকে দেখে) ওঃ, রাজমহিমা কি দুরধিগম্য। কারণ,
ইনি যে আমার অপরিচিত এমন নয়, দেখতে অসুন্দর এমনও নয়; তথাপি এঁর পাশে যেতে আমি অনেকখানি সন্ত্রস্ত। আমার চোখের সামনে তিনি যেন একটি সমুদ্র, প্রতিমুহূর্তেই হচ্ছেন নব নব রূপে প্রতিভাত ॥১১॥

গণদাস পুরুষাকারে এ এক মহৎ জ্যোতি। কারণ,
দ্বারে নিযুক্ত দ্বাররক্ষীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই আমি প্রবেশ করেছি, সিংহাসনের নিকটস্থ জনদের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছি; তথাপি কোন নিষেধবাক্য উচ্চারণ না করলেও আমার দৃষ্টিপথ যেন প্রতিবারিত হচ্ছে তাঁর তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে॥১২॥

কঞ্চুকী এই যে মহারাজ। আপনারা এগিয়ে যান।

উভয়ে (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা আপানাদের উভয়কে স্বাগতম্। (পরিজনের দিকে তাকিয়ে) মাননীয়দের জন্য আসন দাও।

(পরিজন কর্তৃক আনীত আসনে উভয়ের উপবেশন)

রাজা কি ব্যাপার! শিষ্যদের শিক্ষাদানের সময় একই সঙ্গে দুজন আচার্যের আগমন?

গণদাস মহারাজ শুনুন। আমি সুদক্ষ গুরুর কাছ থেকে অভিনয় বিদ্যা শিক্ষা করেছি। আবার শিক্ষাদানও করেছি। মহারাজ নিজে এবং দেবী আমাকে করেছেন অনুগ্রহ।

রাজা খুব ভালভাবেই জানি। তারপর কি?

গণদাস সেই আমাকে হরদত্ত প্রধান পুরুষদের সামনে অপমান করে বলেছে, 'ও আমার পদধূলির যোগ্য নয়'।

হরদত্ত মহারাজ, সে-ই আমাকে প্রথম অপমান করে বলেছে, সমুদ্র ও ডোবার মধ্যে যে পার্থক্য ওর সঙ্গে আমার পার্থক্যও তদ্রূপ। সুতরাং আপনি আমাদের বিদ্যা ও প্রয়োগ বিষয়ে পরীক্ষা করুন। মহারাজ নিজেই এখানে আমাদের বিশেষজ্ঞ ও বিচারক (হোন)।

বিদূষক উত্তম প্রস্তাব।

গণদাস খুব খাঁটি কথা। তা হলে মহারাজ অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করুন।

রাজা একটু অপেক্ষা করুন। এখানে দেবী পক্ষপাতের কথা ভাবতে পারে। তাই পণ্ডিত কৌশিকীসহ দেবীর সম্মুখে এ বিষয়ের বিচার হওয়া উচিত।

বিদূষক — তুমি ঠিকই বলেছ।

আচার্যদ্বয় — মহারাজের যেমন অভিরুচি।

রাজা — মৌদ্গল্য, আপনি এই প্রস্তাব জানিয়ে পণ্ডিতকৌশিকীসহ মহারানীকে ডেকে আনুন।

কঞ্চুকী — মহারাজের যেমন আদেশ। (বাইরে গিয়ে পরিব্রাজিকাসহ মহারানীকে নিয়ে প্রবেশ) এদিকে, এদিকে আসুন অপনারা।

দেবী — (পরিব্রাজিকার দিকে তাকিয়ে) ভগবতী, হরদত্ত ও গণদাসের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনি কিরকম দেখছেন?

পরিব্রাজিকা — নিজের পক্ষের পরাভবের আশঙ্কা করবেন না। গণদাস কোন অংশেই প্রতিপক্ষ থেকে ন্যূন নহেন।

দেবী — যদিও এটা ঠিক, তবুও রাজার অনুগ্রহই তাকে প্রাধান্য দেয়।

পরিব্রাজিকা — আপনিও মহারানী, এ কথাটা ভুলবেন না। দেখুন,

অগ্নির যে অতিমাত্র ঔজ্জ্বল্য তা সূর্যের অনুগ্রহের জন্যই, চন্দ্রও মহিমা লাভ করে রাত্রির সান্নিধ্যেই ॥১৩॥

বিদূষক — দেখ, দেখ। পীঠমর্দিকা পণ্ডিতকৌশিকীকে সামনে নিয়ে দেবী এসে গেছেন।

রাজা — হ্যাঁ, আমি ওকে দেখছি। যে কিনা —

সন্ন্যাসিনীর বেশধারিণী কৌশিকীর সঙ্গে মাঙ্গলিক অলঙ্কারে শোভিতা, (প্রতীতি হচ্ছে) যেন অধ্যাত্ম-বিদ্যার সঙ্গে শরীরিণী ত্রয়ীবিদ্যা ॥১৪॥

পরিব্রাজিকা — (কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা — ভগবতী, (আপনাকে) অভিবাদন জানাচ্ছি।

পরিব্রাজিকা — আপনি শত শরৎকাল সমগুণ বিশিষ্টা মহাসার-প্রসবিনী ধারিণী ও ধরণীর স্বামী হয়ে থাকুন॥১৫॥

দেবী — আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাজা — দেবীকে স্বাগত। (পরিব্রাজিকার দিকে তাকিয়ে) ভগবতী, আসন গ্রহণ করুন। (সবাই যথাস্থানে উপবেশন করলেন)

রাজা — ভগবতী, এখানে হরদত্ত ও গণদাসের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কলহ বেধেছে। তাই আপনাকে এখানে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে হবে।

পরিব্রাজিকা — (মৃদু হেসে) ঠাট্টা করবেন না। শহর থাকতে কিনা গ্রামে রত্ন পরীক্ষা।

রাজা — না না, এরূপ বলবেন না। আপনি হলেন পণ্ডিতকৌশিকী। আমার এবং দেবীর উভয়েরই এঁদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে।

আচার্যদ্বয় — মহারাজ ঠিকই বলেছেন। ভগবতী মধ্যস্থা হয়ে আমাদের দোষ-গুণের বিচার করতে পারবেন।

রাজা — তা হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হোক।

পরিব্রাজিকা — মহারাজ, নাট্যশাস্ত্র প্রয়োগ প্রধান (অভিনয়মূলক)। এখানে বাগ্-বিতণ্ডায় কি হবে? দেবীই বা কি মনে করেন?

দেবী — যদি আমাকে (সত্যই) জিজ্ঞেস করেন, তা হলে এদের এই বিবাদ-টাই আমি পছন্দ করছি না।

গণদাস — সমান বিদ্যার একজনের কাছে আমি হেরে যাব, দেবী যেন এরূপ মনে না করেন।

বিদূষক — দেবী, আমরা ভেড়ার লড়াই দেখব। বৃথা বেতন দিয়ে কি লাভ?

দেবী — তুমি ভীষণ কলহপ্রিয়।

বিদূষক — না না, ঠিক তা নয়। দুটি মত্ত হাতীর একটির কুপোকাত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কোথায়?

রাজা — আচ্ছা ভগবতী, আপনি নিশ্চয়ই অভিনয়কালে এদের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখেছেন?

পরিব্রাজিকা — হ্যাঁ দেখেছি।

রাজা — তাহলে এঁরা এখন আর কি প্রমাণ দেবে?

পরিব্রাজিকা — আমি ঠিক তাই বলতে চাইছি।

কারুর শিক্ষা নিজের মধ্যে সুসংগত, কেউ অপরের মধ্যে বিশেষভাবে প্রয়োগক্ষম; যিনি উভয় দিকেই সুদক্ষ তিনি শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রাসনে আসীন ॥১৬॥

বিদূষক — আচার্য মশায়রা ভগবতীর কথা শুনলেন। মোট কথা হলো, শিক্ষার প্রয়োগ দেখেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

হরদত্ত — আমি সম্পূর্ণ সম্মত।

গণদাস — দেবী, এটাই স্থিরীকৃত হোক।

দেবী — যদি অল্প বুদ্ধিসম্পন্না কোন শিষ্যা শিক্ষায় কলঙ্ক আনে তা হলেও তো শিক্ষকেরই দোষ?

রাজা — এটাই স্বাভাবিক।

গণদাস — অযোগ্য শিষ্যকে গ্রহণ করাটাও শিক্ষকের বুদ্ধিলাঘবতার পরিচায়ক।

দেবী (স্বগত) এখন কি উপায়? (গণদাসের দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে) আর্যপুত্রের উৎসাহের কারণ এই ইচ্ছা পূরণের দরকার নাই। (প্রকাশ্যে) এই অনর্থক ব্যাপার থেকে বিরত হোন।

বিদূষক দেবী ঠিকই বলেছেন। ওহে গণদাস, সঙ্গীত শিক্ষার নামে সরস্বতীর উপহারস্বরূপ মিঠাই-মণ্ডা যেমন খাচ্ছ তেমনিই খেতে থাক; অবশ্য-ভাবী পরাজয়ের এই বিবাদে (তোমার) কি কাজ?

গণদাস দেবী যা বলেছেন, এটাই তার প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যও আপনারা শুনুন তা হলে—

যে ব্যক্তি 'আমি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি' এই ভেবে বিবাদের ভয়ে পরনিন্দা সহ্য করে, যার বিদ্যাধিগম কেবলমাত্র জীবিকার জন্য, লোকে তাকে বলে জ্ঞানপণ্যের বণিক ।।১৭।।

দেবী আপনার শিষ্যা অল্পদিন হলো এসেছে। তাই যথাযথ শিক্ষা গ্রহণের আগেই তাকে দিয়ে অভিনয় করানো ঠিক নয়।

গণদাস এজন্যই তো আমার এত আগ্রহ।

দেবী তা হলে আপনারা দুজনেই ভগবতীর কাছে আপনাদের শিক্ষার প্রয়োগ দেখান।

পরিব্রাজিকা দেবী, এটা ঠিক নয়। যিনি সর্বজ্ঞ তার পক্ষেও কোন একক সিদ্ধান্ত দেওয়া দোষাবহ।

দেবী (স্বগত) ধূর্ত, আমি জেগে থাকলেও তুমি আমাকে ঘুমন্ত মনে করছ? (রাগে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিবেন)

(রাজা পরিব্রাজিকাকে দেবীর প্রতিক্রিয়া দেখালেন)

পরিব্রাজিকা (দেখে) ওগো চন্দ্রমুখী, আপনি কেন বিনা কারণে মহারাজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন? স্বামীর ওপর আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও কেবল সঙ্গত কারণেই স্ত্রীরা রাগ করে ।।১৮।।

বিদূষক কারণ নিশ্চয়ই আছে। নিজের পক্ষকে রক্ষা করতে হবে তো। (গণদাসের দিকে তাকিয়ে) ভাগ্যে ক্রোধের ছলে দেবী আপনাকে বাঁচিয়ে দিলেন। সুশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রয়োগে সবাই সুদক্ষ হয় না।

গণদাস দেবী, শুনুন। লোকে এই প্রকার চিন্তাই করবে। সুতরাং এখন, বিতর্কে আমার প্রয়োগনৈপুণ্য দেখানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনি যদি অনুমতি না দেন, তা হলে এটাই বুঝব যে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেছেন ।।১৯।।

(আসন থেকে উঠতে উদ্যোগী হলেন)

দেবী (স্বগত) কি করি। (প্রকাশ্যে) আপন শিষ্যজনে শিক্ষকের পুরোপুরি কর্তৃত্ব আছে।

গণদাস আমি এতক্ষণ বৃথাই ভয় পাচ্ছিলাম। (রাজার দিকে তাকিয়ে) দেবী অনুমতি দিয়েছেন। এখন আপনি আদেশ করুন মহারাজ, কোন অভিনেয়বস্তুর প্রয়োগ দেখাব।

রাজা ভগবতী যা আদেশ করবেন।

পরিব্রাজিকা দেবীর মনে হয়তো কিছু একটা আছে। তাই আমি শঙ্কিতা।

দেবী আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমার পরিজনের ওপর আমার প্রভাব আছে।

রাজা আমার ওপরও আছে, এটাও বল।

দেবী ভগবতী, এবারে আপনি বলুন।

পরিব্রাজিকা 'ছলিত' নামে চতুষ্পদীয় দুরভিনেয় এক নৃত্য আছে। সেই একই বিষয়ে আমরা উভয়ের প্রয়োগ দেখব। এবং তা থেকেই উভয়ের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের তারতম্য বোঝা যাবে।

উভয়ে ভগবতীর যেমন আদেশ।

বিদূষক তা হলে উভয় পক্ষ এখন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সঙ্গীতের আয়োজন করে রাজামশায়ের কাছে দূত পাঠান। অথবা মৃদঙ্গের শব্দই আমাদের উঠিয়ে দেবে।

হরদত্ত ঠিক আছে। (উঠে দাঁড়ালেন)

(গণদাস দেবীর দিকে তাকালেন)

দেবী আমি সত্যি সত্যি আচার্যের বিজয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াইনি। আপনি জয়ী হোন।

(উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

পরিব্রাজিকা আচার্যদ্বয়, এদিকে একটু শুনুন।

উভয়ে (ফিরে এসে) এই আমরা, বলুন।

পরিব্রাজিকা নির্ণয়াধিকারে বলছি, সর্বাঙ্গের মাধুর্যপ্রকাশে আপনাদের শিষ্যা দুজনকে অল্প সজ্জায় সজ্জিতা করে আনবেন।

উভয়ে এটা আমাদের নির্দেশ করতে হবে না।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

দেবী (রাজার দিকে তাকিয়ে) যদি রাজকার্যেও আমার আর্যপুত্র এই প্রকার নিপুণ হতেন তা হলে সুন্দর মানাতো।

রাজা দেবী,

ওগো মনস্বিনী, তুমি (এটাকে) অন্যভাবে নিও না। এটা আমি ঘটাইনি। যারা সমান বিদ্যাসম্পন্ন তারা প্রায়ই একে অপরের খ্যাতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে ॥২০॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গশব্দ। সবাই কান দিল)

পরিব্রাজিকা ওঃ, সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে। যেহেতু,

মধ্যমস্বরোত্থিত মৃদঙ্গধ্বনির মনমাতানো এই মায়ূরী-মার্জনা ময়ূরী-দিগের খুবই প্রিয়। তারা এই শব্দকে মেঘের শব্দ মনে করে ঘাড় উঁচু করে প্রতিধ্বনি করে ॥২১॥

রাজা দেবী, চল আমরা সামাজিক হই।

দেবী (স্বগত) ওঃ, আর্যপুত্রের কি অশিষ্ট ব্যবহার।

বিদূষক (গোপনে) ওহে বয়স্য ধীরে চল। মাননীয়া ধারিণী যেন কোন সন্দেহ করতে না পারেন।

রাজা ধৈর্য অবলম্বন করলেও মুরজবাদ্য ধ্বনির প্রতি আসক্তি আমাকে ত্বরান্বিত করছে। এ যেন আমার সফলতার পথের অবতরণে মনের অভীপ্সারই বাদ্যধ্বনি ॥ ২২ ॥

(সবাই নিষ্ক্রান্ত)

। প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(তারপর সঙ্গীত শেষে বয়স্যসহ আসনস্থ রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা এবং পদ অনুযায়ী পরিজনবর্গের প্রবেশ)

রাজা — ভগবতী, এই দুই জন আচার্যের মধ্যে আমরা কার প্রয়োগ প্রথম দেখব?

পরিব্রাজিকা — যদিও জ্ঞানের দিক দিয়ে দুজনেই সমান তবুও বয়সে বড় হওয়ার জন্য গণদাসের প্রথম অধিকার।

রাজা — মৌদ্গল্য, এই সংবাদ আচার্য দুজনকে জানিয়ে আপনি আপনার কাজে যান।

কঞ্চুকী — মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(প্রবেশ করে)

গণদাস — মহারাজ, শর্মিষ্ঠা বিরচিত লয়-মধ্যা এক চতুষ্পদা (নৃত্য) আছে। তার মধ্যে চতুর্থ অংশের প্রয়োগ আপনি অভিনিবেশ সহকারে শুনুন।

রাজা — আচার্যের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাহেতু আমি অভিনিবেশ করছি। (গণদাস নিষ্ক্রান্ত)

রাজা — (জনান্তিকে) বয়স্য,
নেপথ্যগৃহে অবস্থানরতা তাকে দেখার সাতিশয় আগ্রহে আমার চক্ষু অধৈর্য হয়ে ঐ পর্দাটিকে যেন সরিয়ে ফেলতে চাইছে ।।১।।

বিদূষক — (গোপনে) এই যে তোমার নয়নের মধু উপস্থিত। কিন্তু মৌমাছিও কাছে বসে আছে। অতএব সাবধানে পান কর।

(তারপর মালবিকার প্রবেশ। আচার্য তার অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণরত।)

বিদূষক — (জনান্তিকে) দেখ দেখ। ছবির থেকে এর সৌন্দর্য নিশ্চয়ই কম নয়।

রাজা — (জনান্তিকে) বয়স্য,
ছবিতে তাকে যখন প্রথম দেখি তখন তার রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে মনে সন্দেহ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, যে তাকে এঁকেছে তার মনের কোন একাগ্রতা ছিল না ।।২।।

গণদাস — বৎসে ভয় পেও না। স্বাভাবিক হও।

রাজা (স্বগত) আহা, অঙ্গে অঙ্গে রূপের একি অপরূপ মাধুর্য। কেননা, চোখ দুটি আয়ত, মুখখানিতে রয়েছে শরৎকালীন চন্দ্রের শোভা, কাঁধ থেকে লতিয়ে পড়েছে দুটি বাহু, সুউন্নত বক্ষদেশে স্তনযুগল ঘন সন্নিবিষ্ট, দুপাশ যেন একেবারে মাজাঘষা, মাঝখানটি এত সরু যে হাতের মুঠিতেই ধরা যায়, আর প্রশস্ত (নিতম্বযুক্ত) জঘন, যুগল পদে বাঁকা আঙুল, নৃত্যগুরুর মনের ইচ্ছানুসারেই যেন এর শরীরটি গড়া ॥৩॥

মালবিকা (উপবহন বা রাগালাপ করে চতুষ্পদ বিষয়বস্তুর গীতারম্ভ)
প্রিয় আমার দুর্লভ, তাই হে হৃদয়, তুমি তাতে হও আশাহীন ; হায়, তবু কেন কাঁপে আমার বাঁ আঁখির কোণ (বারেবার)। এই তো সে, বহুকাল পর পেয়েছি তার দেখা, কিন্তু কেমন করে কাছে যাই ? আমি পরাধীন, তবু জেন নাথ, তোমাতেই আমি অভিলাষী ॥৪॥

(তারপর যথাযথ রসানুসারে অভিনয়)

বিদূষক (জনান্তিকে) ওহে বয়স্য, চতুষ্পদ বস্তুর মাধ্যমে তিনি যে তোমার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করছেন।

রাজা (জনান্তিকে) বন্ধু, আমিও ঠিক এরূপ মনে করছি। সে নিশ্চয়ই, সুকুমার প্রার্থনার ছলে 'জেন নাথ, তোমাতেই আমি অভিলাষী' এ অংশটুকু গাইবার সময় অভিনয়ে নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করে আমাকেই বলেছে ; ধারিণী কাছে থাকায় ভালোবাসা প্রকাশ করার আর যে কোন উপায় ছিল না তার ॥৫॥

(গীতশেষে মালবিকা চলে যেতে উদ্যত)

বিদূষক একটু দাঁড়ান। আপনি একটা বিশেষ ক্রম ভুলে গেছেন।

গণদাস বৎসে, দাঁড়াও। শিক্ষার বিশুদ্ধতা শুনে যাবে।

(মালবিকা দাঁড়িয়ে পড়ল)

রাজা (স্বগত) আঃ, সর্বাবস্থায়ই চারুতা শোভাতিশয়। কেননা, তার শরীরের বর্ধিত অর্ধাংশ ঋজু রেখে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটি নৃত্যরত অবস্থা থেকে অধিকতর সুন্দররূপে প্রতিভাত — নিতম্বের ওপর ন্যস্ত তার বাম বাহু, বলয় স্থির মণিবন্ধে; ডান বাহুটি যেন এলানো শ্যামা লতা ; মেঝেয় ছড়ানো ফুলের ওপর সঞ্চালিত পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি, আর সেদিকেই নিবদ্ধ তার আনত দৃষ্টি ॥৬॥

দেবী আচ্ছা, আপনার কাছে গৌতমের কথাও কি গ্রহণীয় ?

গণদাস এ কথা বলবেন না দেবী। মহারাজের সঙ্গে থাকতে থাকতে গৌতমেরও সূক্ষ্মদৃষ্টি হতে পারে। দেখুন,

একজন মূর্খও জ্ঞানীর সংসর্গে এসে পারে জ্ঞান লাভ করতে; যেমন পঙ্কচ্ছিদ ফলের সংস্পর্শে স্বচ্ছ হয় অস্বচ্ছ জল।.৭।।

(বিদূষকের দিকে তাকিয়ে) আপনার বক্তব্য বলুন।

বিদূষক (গণদাসের দিকে তাকিয়ে) আগে বিচারককে জিজ্ঞেস করুন। আমি যে দোষ দেখেছি তা পরে বলব।

গণদাস ভগবতী, গুণ অথবা দোষ যেরূপ দেখলেন বলুন।

পরিব্রাজিকা যা দেখলাম সবই সুন্দর। কেননা,

অঙ্গবিন্যাসে অন্তর্নিহিত ভাবের অভিব্যক্তিতে (গীত) অর্থ সুস্পষ্ট, তাল ও লয় অনুসারে হয়েছে পদবিক্ষেপ এবং সেই সঙ্গে ঘটেছে রসের একাত্মতা, শাখা নৃত্যানুসারে অভিনয় হয়েছে সুকুমার, অভিনয়ের ক্রম পরিবর্তনে একটি ভাবকে সরিয়ে আর একটি ভাব স্থান করে নিয়েছে কিন্তু মূল রস (ভাব) ছিল অক্ষুণ্ণ ।।৮।।

গণদাস মহারাজ, আপনি কি মনে করেন?

রাজা গণদাস, আমার নিজের পক্ষের লোকের গৌরব মন্দীভূত হয়েছে।

গণদাস আজ আমি সত্য সত্যই নৃত্যাচার্য।

বিদ্বজ্জনেরা শিক্ষকের সেই শিক্ষাকেই শুদ্ধ (সুশিক্ষা) বলে থাকেন, যা অগ্নিদগ্ধ খাঁটি সোনার মতো আপনাদের ন্যায় বিদ্বৎসমাজে হয় না মলিন ।।৯।।

দেবী এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে আর্য পরীক্ষকের প্রশংসা পেয়ে আরও বর্ধিত হলেন।

গণদাস দেবীর অনুগ্রহই আমার বৃদ্ধির কারণ। (বিদূষকের দিকে তাকিয়ে) গৌতম, এখন আপনি কি মনে করেছিলেন বলুন।

বিদূষক প্রথম শিক্ষা-প্রদর্শনের সময় ব্রাহ্মণের পূজা বিধেয়। তা আপনারা বিস্মৃত হয়েছেন।

পরিব্রাজিকা বাঃ, কি সুন্দর নাট্যবিষয়ক প্রশ্ন।

(সবার হাসি। মালবিকাও মৃদুভাবে হাসলেন)

রাজা (স্বগত) আমার চোখ তার দ্রষ্টব্য বিষয়ের সারবস্তু গ্রহণ করল পরিপূর্ণভাবে। কারণ,

আয়তনয়নার মৃদু হাসিতে দাঁতগুলি সামান্য দেখা যাওয়ায় তার

মুখখানি হয়েছে অধিকতর সুন্দর, মনে হচ্ছে যেন একটি সদ্যফোটা পদ্মফুল যার কেশরগুলি এখনও নয় সম্পূর্ণ দৃশ্য ।।১০।।

গণদাস মহাব্রাহ্মণ, এটা নেপথ্যগৃহের (প্রথম) সঙ্গীত নয়। অন্যথায় আপনার ন্যায় পূজ্যজনের পূজা আমরা কেন করব না ?

বিদূষক আমি তা হলে একটা বোকা চাতক পাখীর মতো শব্দায়মান জলহারা মেঘের আকাশে জল পান করতে চেয়েছি।

পরিব্রাজিকা ঠিক তাই।

বিদূষক ভগবতী, তা হলে যারা নির্বোধ তারা পণ্ডিতের পরিতুষ্টির দ্বারাই পরিচালিত। যদি আপনি সুন্দর বলে থাকেন তা হলে একে আমি এই পারিতোষিক দিচ্ছি।

(এই বলে রাজার হাত থেকে বলয় টানতে লাগল)

দেবী থাম, তুমি থাম তো। অন্যের কি গুণ আছে তা না জেনেই তুমি কেন অলঙ্কার দিচ্ছ ?

বিদূষক যেহেতু এটা অন্যের।

দেবী (আচার্যের দিকে তাকিয়ে) আর্য গণদাস, আপনার শিষ্যার পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে।

গণদাস বৎসে, চল আমরা এখন যাই।

(আচার্যের সঙ্গে মালবিকা নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক (রাজার দিকে তাকিয়ে জনান্তিকে) তোমার সেবার জন্য আমার বুদ্ধির দৌড় এটুকুনই।

রাজা এটকুন বলো না। আমার এখন,
তার চলে যাওয়ায় চোখের সৌভাগ্য (সূর্য) যেন অস্তমিত, হৃদয়ের মহোৎসবের যেন অবসান এবং মনে হচ্ছে যেন রুদ্ধ হয়ে গেল ধৈর্যের আনন্দ-সুখের দ্বার। ।।১১।।

বিদূষক বেশ, তুমি দেখছি সেই দরিদ্র রোগীর মতো, যে চায় বৈদ্যই নিয়ে আসুক তার ওষুধ।

(হরদত্তের প্রবেশ)

হরদত্ত মহারাজ, এখন আমার প্রয়োগবিদ্যা দর্শনে অনুগ্রহ করুন।

রাজা (স্বগত) আমার দেখার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। (দাক্ষিণ্য সহকারে প্রকাশ্যে) হরদত্ত, আমরা তো খুবই উৎসুক।

হরদত্ত আমি অনুগৃহীত হলাম।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক   মহারাজের জয় হোক। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। কারণ,
অত্যন্ত তাপ হেতু হংসেরা দীঘির পদ্মপাতার ছায়ায় অর্ধ নিমীলিত চোখে বসে আছে, পারাবতেরা প্রাসাদের কার্নিশ ত্যাগ করেছে; ধারাযন্ত্র থেকে উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু পান করার জন্য ময়ূরেরা সেখানে ভিড় জমিয়েছে, আর আপনারই মতো সমস্ত রাজগুণে দীপ্র সূর্য তার কিরণমালা নিয়ে দীপ্যমান।। ।।১২।।

বিদূষক   হায় হায়, ব্রাহ্মণের ভোজনের সময় হয়েছে। মহারাজেরও নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দোষ ধরবেন। তা হরদত্ত, আপনি এখন কি বলেন?

হরদত্ত   এখন আর অন্য কিছু বলার অবকাশ নাই।

রাজা   (হরদত্তের দিকে তাকিয়ে) তা হলে আপনার প্রয়োগ আমরা আগামীকাল দেখব। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

হরদত্ত   মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবী   আর্যপুত্র, স্নানক্রিয়া সমাপন করুন।

বিদূষক   দেবী, আপনি তাড়াতাড়ি ভোজনের ব্যবস্থা করুন।

পরিব্রাজিকা   (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনার মঙ্গল হোক।

(পরিজনসহ দেবীর সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক   ওহে কেবল রূপেই নয়, শিল্পেও মালবিকা অদ্বিতীয়া।

রাজা   বয়স্য,
অকৃত্রিম সুন্দরী তাকে (মালবিকাকে) লালিতকলার সঙ্গে যুক্ত করে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন কামদেবের একটি বিষযুক্ত বাণরূপে।।১৩।।
অধিক কি আর বলব। আমি তোমার চিন্তার বিষয়বস্তু হলাম।

বিদূষক   আমিও তোমার (চিন্তার) বিষয়। দোকানের তপ্যমান কটাহের মতো দহিত হচ্ছে আমার উদরাভ্যন্তর।

রাজা   এভাবেই তুমি বন্ধুর কাজে ত্বরিৎগতি হও।

বিদূষক   তোমার কথার অর্থ বুঝেছি। কিন্তু
মেঘাবলীতে ঢাকা জ্যোৎস্নার মতো মালবিকার দেখা পাওয়া অপরের ওপর নির্ভরশীল। আর তুমিও বধ্যভূমিতে বিচরণকারী শকুনের

মতো মাংসলোভী এবং ভীরু। অতএব আমি চাই যে তুমি ধৈর্যহারা না হয়ে কার্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা কর।

রাজা কিভাবে আমি ধৈর্য ধরব? যখন,

অন্তঃপুরের সকল রমণীর প্রতি নিস্পৃহ আমার হৃদয়ের ভালবাসার একমাত্র অশ্রয়স্থল এখন সেই সুনয়না ॥১৪॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

। দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।

তৃতীয় অঙ্ক

(তারপর পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতিকার প্রবেশ)

সমাহিতিকা ভগবতী আদেশ করেছেন, 'উপহার প্রদানের জন্য বীজপূরক নিয়ে এস'। তা যাই, প্রমোদবনপালিকা মধুকরিকাকে খুঁজে দেখি। (পরিক্রমা করে দেখে) এই তো সে তপনীয় আশোকবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে আছে। যাই, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

(তারপর উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

সমাহিতিকা (কাছে গিয়ে) মধুকরিকা, তোর উদ্যানের খবর ভালো তো ?

মধুকরিকা ওঃ সমাহিতিকা, সই, তোকে স্বাগত জানাই।

সমাহিতিকা ওলো শোন, ভগবতী আদেশ করেছেন — আমাদেব মতো মানুষের খালি হাতে মাননীয়া দেবীকে দেখতে যাওয়া উচিত নয়। তাই একটা বীজপূরক নিয়ে তাঁব সেবা করতে চাই।

মধুকরিকা বীজপূরক তো কাছেই রয়েছে। তা বল তো,
পরস্পর বিবদমান নাট্যাচার্যদ্বয়ের শিক্ষার প্রযোগ দেখে ভগবতী কার প্রশংসা করলেন ?

সমাহিতিকা উভয়েই শাস্ত্রজ্ঞ এবং প্রয়োগনিপুণ। কিন্তু শিষ্যার গুণের বৈশিষ্ট্যে গণদাসেব স্থান উচ্চতর।

মধুকরিকা আচ্ছা, মালবিকা সম্পর্কে যে কথা রটেছে তার কিছু শুনেছিস ?

সমাহিতিকা মহারাজ তার প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট। কেবল রানীমা ধারিণীর মন রাখতে তিনি প্রভুত্ব দেখাচ্ছেন না। মালবিকাও এ' কদিনে গলায় পরে খুলে ফেলা মালতীমালার মতো কেমন যেন ম্লান হযে গেছে। তারপর আর জানি না। আমাকে এবার ছেড়ে দে।

মধুকরিকা এই শাখায় দোলানো বীজপূরকটা নিয়ে যা।

সমাহিতিকা (নেবার অভিনয় করে) ওলো, তুইও এর পর সাধুজনের সেবার অধিকতর ফল লাভ করবি। (প্রস্থানের উদ্যোগ)

মধুকরিকা সই, চল একসঙ্গেই যাই। আমিও অনেকদিন ধরে ফুল না ফোটার জন্য তপনীয় অশোকের দোহদের কথা রানীমাকে জানাব।

সমাহিতিকা ঠিক বলেছিস। এটা তো তোরই ব্যাপাব।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক সমাপ্ত।

(তারপর কামপীড়িত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা (নিজের দিকে তাকিয়ে)

দয়িতার আলিঙ্গন সুখে বঞ্চিত শরীর কৃশ হয়ে যেতে পারে; তাকে ক্ষণেকের জন্যও দেখতে না পাওয়ায় চোখ হতে পারে অশ্রু-পূর্ণ; কিন্তু হে হৃদয়, তোর তো সেই হরিণনয়নার সঙ্গে কখনও বিরহ ঘটে নি, তা হলে তুই কেন যথার্থ (সর্বোচ্চ) সুখ লাভ করেও পরিতাপ করছিস? ।।১।।

বিদূষক ধৈর্য হারিয়ে এভাবে পরিতাপ করো না। সেই মাননীয়া মালবিকার প্রিয় সখী বকুলাবলিকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তোমার নির্দেশও তাকে জানিয়েছি।

রাজা তারপর সে কি বলল।

বিদূষক "রাজামশায়কে বলবেন, এই নিয়োগের দ্বারা আমি অনুগৃহীত। কিন্তু সে বেচারীকে রানীমা কড়া পাহারায় রেখেছেন, যেন নাগরক্ষিত একটা নিধি; তাকে সহজে পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও আমি তা (মিলন) ঘটাব।"

রাজা ভগবান কামদেব, প্রতিবন্ধ বিষয়ে তুমি আসক্তি জন্মিয়ে কেন এই মানুষটিকে প্রহার করছ। আর পারছি না আমি কালবিলম্ব সহ্য করতে।

(সবিস্ময়ে)

হে মন্মথ, কোথায় তোমার হৃদয়মথিতকারী এই বেদনা, আর কোথায়ই বা তোমার বিশ্বস্ত সেই (পুষ্পের) অস্ত্রসমূহ; কোমলতার সঙ্গে তীক্ষ্ণ-তার সমাবেশ আছে বলে যা শোনা যায় তা (একমাত্র) দেখা যায় তোমাতেই ।।২।।

বিদূষক আমি তো বলেছি যে এই অবশ্য সম্পাদনীয় বিষয়ে কিছু উপায় উদ্ভাবন করেছি। অতএব, (অনুরোধ করি) নিজেকে একটু স্থির রাখ।

রাজা তা তো হলো। এখন এই দিবাশেষে উচিত কার্যবিষয়ে বিমুখ চিত্তকে নিয়ে কোথায় কাটাই?

বিদূষক কেন, আজ ইরাবতী নিপুণিকার মাধ্যমে বসন্তাগমের নিদর্শন হিসেবে কতগুলি রক্তাশোক কোরকের উপহার পাঠিয়ে তোমাকে নতুন বস-ন্তোৎসব উদ্‌যাপনের অনুরোধ জানিয়ে বলেছে, 'আর্যপুত্রের সঙ্গে আমি দোলায় চড়তে চাই।' তুমিও তাতে সম্মতি দিয়েছ। সুতরাং চল আমরা প্রমোদবনেই যাই।

রাজা না সেটা সম্ভব নয়।

বিদূষক — কেন?

রাজা — বয়স্য, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই চতুর। তার প্রতি অনুরাগ দেখানো সত্ত্বেও তোমার সখী কি আমার অন্যসংক্রান্ত হৃদয় বুঝতে পারবে না? তাই আমি দেখছি,

(প্রেমপরিপূর্ণ) এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাই বরং ঠিক হবে। কেননা প্রত্যাখ্যানের অনেক কারণ দেখানো যেতে পারে কিন্তু মনস্বিনী নারীদের সঙ্গে প্রেমশূন্য সৌজন্যাচার, যা আগের চেয়েও গভীরতর (অধিক প্রকাশিত) হলেও প্রদর্শন করা উচিত নয় ।।৩।।

বিদূষক — তোমার অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত সৌজন্যও তুমি হঠাৎ মুছে ফেলতে পার না।

রাজা — (চিন্তা করে) তা হলে প্রমোদবনের পথ দেখাও।

বিদূষক — এদিকে, এদিকে এস। (উভয়ের পরিক্রমা)

বিদূষক — এই প্রমোদবন বাতাসে কম্পিত পল্লব অঙ্গুলি দিয়ে তোমাকে যেন তাড়াতাড়ি করতে বলছে। সুতরাং তুমি প্রবেশ কর।

রাজা — (স্পর্শের অভিনয় করে) বসন্ত সত্যিই মহান। দেখ বন্ধু,

শ্রবণসুখকর কুহুতানে মত্ত কোকিলেরা প্রেমের সন্তাপ কতটা সহনীয় তাই যেন সদয়ভাবে জিজ্ঞেস করছে, (আর) আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত দখিনা বাতাস কোমলভাবে স্পর্শ করায় মনে হচ্ছে যেন বসন্ত তার শীতল করতল বুলিয়ে দিচ্ছে আমার শরীরে ।।৪।।

বিদূষক — এস। শান্তি লাভের জন্য প্রবেশ কর। (উভয়ের প্রবেশ) ওহে বয়স্য, মনোযোগ সহকারে দেখ। এই প্রমোদবনলক্ষ্মী তোমাকে যেন ভোলানোর জন্যই যুবতীবেশকেও লজ্জা দিয়ে (হার মানিয়ে) বসন্তকালের ফুলের সাজে সজ্জিতা হয়েছে। ।

রাজা — আমি বিস্ময়ের সঙ্গেই দেখছি।

রক্তাশোকের শোভা বিম্বাধরের রক্তিমাকে অতিক্রম করেছে, কুরবকের শ্যাম, শুভ্র ও রক্তাভ (মুখাদির) প্রসাধনীকে হার মানিয়েছে, এবং কাজলকালো ভ্রমরশোভিত তিলকফুলগুলি (রমণীদের) তিলকক্রিয়াকে দিয়েছে ম্লান করে; (এভাবে) বসন্তের সৌন্দর্য লক্ষ্মী যেন রমণীদের মুখপ্রসাধনীকে অবজ্ঞা করছে ।।৫।।

(উভয়ের উদ্যান শোভা নিরক্ষীণ)

(তারপর উৎকণ্ঠিতা মালবিকার প্রবেশ)

মালবিকা — প্রভুর মনের কথা না জেনে তার প্রতি অভিলাষী হয়ে আমার নিজের কাছে লজ্জা হচ্ছে। কখন যে স্নেহপ্রবণ সখীদের কাছে এ কথা জানাতে

সক্ষম হব? আমি জানি না, আর কতকাল মদন (কামদেব) আমাকে প্রতিকারহীন গুরুতর এই বেদনা ভোগ করাবেন। (কয়েক পা গিয়ে) কোথায় বা আমি চলেছি? (চিন্তা করে) ওঃ, দেবী আমাকে আদেশ করেছেন, 'মালবিকা, গৌতমের চপলতা হেতু দোলা থেকে পড়ে গিয়ে আমার দু'পায়ে বড্ড ব্যথা পেয়েছি। তাই তুমি গিয়ে তপনীয় অশোকের দোহদ সম্পাদন কর। যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে তাতে কুসুমোদ্‌গম হয় তা হলে আমি তোমার (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) অভিলাষ পূরণ করে পুরস্কৃত করব। যাই হোক, প্রথমে সেই নির্দিষ্ট স্থানে যাই। যতক্ষণ পর্যন্ত পেছনে পেছনে পায়ের অলঙ্কার নিয়ে বকুলাবলিকা আসে ততক্ষণ আমি নির্জনে বসে একটু বিলাপ করি।

(পরিক্রমা)

বিদূষক (দেখে) হা হা, এ যে দেখছি মদ খাওয়ার পর বিহ্বল মাতালের কাছে মৎস্যাডিম্ব উপস্থিত।

রাজা কি, কি এটা।

বিদূষক এই যে সামান্য সাজে উৎকণ্ঠিতা একাকিনী মালবিকা কাছেই রয়েছে।

রাজা (সহর্ষে) কি, মালবিকা।

বিদূষক হ্যাঁ, তাই তো।

রাজা এখন তা হলে জীবনধারণ করা সম্ভব।

সারসের কূজন শুনে বৃক্ষাচ্ছাদিত সরোবর আছে জেনে তৃষ্ণার্ত পথিকের যেমন হয়, তেমনি তোমার কাছ থেকে নিকটস্থ প্রিয়ার কথা জেনে আশ্বস্ত আমার ক্লিষ্ট হৃদয় ॥৬॥

এখন সে কোথায়?

বিদূষক এই তো তাকে তরুবাজির মধ্য থেকে এদিকেই আসতে দেখা যাচ্ছে।

রাজা (দেখে সহর্ষে) বয়স্য, আমি একে দেখছি।

আমার জীবনই যেন এদিকে আসছে — (তার) নিতম্ব দুটি বিশাল, কটি ক্ষীণ, পীনোন্নত যুগল পয়োধর আর অতি আয়ত দুটি চোখ ॥৭॥

বন্ধু, আগের থেকে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেননা, শরকাণ্ডের মতো পাণ্ডুবর্ণ এর গণ্ডস্থল, সামান্য অলঙ্কার পরিহিতা, এ যেন বসন্ত সময়ে পরিণতপত্রসহ কতিপয় কুসুমে শোভিত কুন্দলতা ॥ ৮ ॥

বিদূষক মনে হচ্ছে, ইনিও তোমার মতো প্রেমরোগে কষ্ট পাচ্ছেন।

রাজা তোমার সৌহৃদ্য এরূপ দেখছে।

মালবিকা এই সেই অশোকতরু, যে সুকুমার দোহদের আকাঙ্ক্ষায় কুসুমসজ্জা গ্রহণ না করে আমারই মতো উৎকণ্ঠিত অবস্থায় আছে। যাই, এর ছায়া-শীতল শিলাপট্টকে বসে নিজেকে একটু আশ্বস্ত করি।

বিদূষক শুনলে তো? তিনি বলছেন যে 'আমি উৎকণ্ঠিতা'।

রাজা শুধু এটুকুতেই আমি তোমার অনুমানকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারছি না। কেননা,

কুরবকের রেণু ও নবপল্লব ভঙ্গের জলকণাবাহী মলয়বায়ু বিনা কারণেও উৎকণ্ঠা জন্মায় ।।৯।।

রাজা বয়স্য, এদিকে এস। আমরা লতার আড়ালে দাঁড়াই। ।

বিদূষক মনে হচ্ছে যেন দূরে ইরাবতীকে দেখা যাচ্ছে।

রাজা কমলিনীকে দেখার পর হাতী আর কুমীরকে দেখে না।

(এই বলে তাকিয়ে রইলেন)

মালবিকা ওরে হৃদয়, অবলম্বনহীন অভিলাষ থেকে বিরত হ'। কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস?

(বিদূষক রাজার দিকে তাকালেন)

রাজা প্রিয়া, প্রেমের বক্রতা দেখ,

তুমি তোমার উৎকণ্ঠার কারণ বলো নি, অনুমান কোন তত্ত্বের প্রকৃতার্থ দিতে পারে না। তবুও হে রম্ভোরু, আমি নিজেকেই এই সকল বিলাপের লক্ষ্যবস্তু বলে মনে করছি ।। ১০।।

বিদূষক এখনই তুমি সংশয়শূন্য হবে। যার কাছে প্রেমবার্তা পাঠিয়েছিলাম সেই বকুলাবলিকাও এখন এই নির্জন স্থানে উপস্থিত।

রাজা আমার অনুরোধের কথা কি সে মনে করবে?

বিদূষক কি ঐ বাঁদীর বেটী তোমার গুরুতর সংবাদটা ভুলে যাবে? আমিও তো ভুলি নি।

(পায়ের অলংকার হাতে প্রবেশ করে)

বকুলাবলিকা সখীর মঙ্গল তো?

মালবিকা ওঃ, বকুলাবলিকা। সখী, তোমায় স্বাগত। বসো।

বকুলাবলিকা (উপবেশন করে) ওলো, রানীমা তোমাকে এখন যোগ্যতার বিচারে নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং তোমার একটা পা দাও। আমি তাতে নূপুরসহ আলতা পরিয়ে দি।

মালবিকা (স্বগত) হৃদয়, এই গৌরবে বেশী সুখী হোস না। কিভাবে আমি এখন নিজেকে মুক্ত করি? অথবা এটাই হবে আমার মরণের সাজ।

বকুলাবলিকা তুমি কি ভাবছ? রানীমা এই তপনীয় অশোকের কুসুমোদ্‌গমে সত্যই উৎকণ্ঠিতা।

রাজা কি? অশোকের দোহদের জন্যই এই আয়োজন।

বিদূষক তুমি কি জান না যে দেবী বিনা কারণে একে অন্তঃপুরের সজ্জায় সজ্জিতা করেন নি।

মালবিকা (পা বাড়িয়ে) ক্ষমা করো সই।

বকুলাবলিকা ওগো তুমি তো আমারই শরীর। (চরণ সাজানোর অভিনয়)

রাজা বয়স্য, চেয়ে দেখ, প্রিয়ার চরণপ্রান্তে অলক্তক রাগরেখা যেন হর (কোপানলে) দগ্ধ কামবৃক্ষের প্রথম পল্লবের প্রকাশ ।।১১।।

বিদূষক দেবী সত্যই চরণের উপযোগী দায়িত্ব দিয়েছেন।

রাজা তুমি ঠিকই বলেছ।

এই বালিকা তার নতুন কচিপাতার রঙে রঞ্জিত ও নখের প্রভায় দীপ্ত পাদাগ্র দ্বারা দোহদাকাঙ্ক্ষী কুসুমহীন অশোক (তরু) অথবা আনত মস্তক সদ্য অপরাধী দয়িত, উভয়কেই আঘাত করতে পারে ।।১২।।

বিদূষক অপরাধী তোমাকে তিনি আঘাত করবেন।

রাজা সিদ্ধিদ্রষ্টা ব্রাহ্মণের বাক্য গ্রহণ করলাম।

(তারপর প্রমত্তা ইরাবতী ও চেটীর প্রবেশ)

ইরাবতী ওরে নিপুণিকা, শুনেছি প্রচুর মদ্যপান নাকি স্ত্রীলোকের একটি বিশেষ ভূষণ। এই লোককথা কি সত্যি লো?

নিপুণিকা প্রথমে লোককথাই ছিল। আজ তা সত্য হলো।

ইরাবতী আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। এখন বলতো, তুই কি করে জানলি যে আর্যপুত্র দোলাগৃহে চলে গেছেন।

নিপুণিকা আপনার প্রতি অখণ্ড প্রণয় থেকে।

ইরাবতী এই চাটুকারিতা ছাড় (খুশী করতে হবে না)। নিরপেক্ষভাবে বল।

নিপুণিকা বসন্তের উপহারের লোভে আর্য গৌতম বলে দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি করুন রানীমা।

ইরাবতী (অবস্থানুযায়ী চলতে চলতে) ওরে, হৃদয় মদ্যপানে নিস্তেজ আমাকে আর্যপুত্রকে দেখার জন্য তাড়াচ্ছে। কিন্তু পা দুটি যে আর পথ চলতে চাইছে না।

নিপুণিকা এই যে আমরা দোলাগৃহে এসে গেছি।

ইরাবতী নিপুণিকা, এখানে তো আর্যপুত্রকে দেখছি না।

নিপুণিকা আপনি দেখুন। হয়তো পরিহাসের ছলে প্রভু কোথাও লুকিয়ে আছেন। আসুন, আমরাও এই প্রিয়ঙ্গুলতার দ্বারা পরিবেষ্টিত অশোকের শিলাপট্টকে প্রবেশ করি।

(ইরাবতী তাই করলেন)

নিপুণিকা (প্রক্রিক্রমা করে দেখে) রানীমা দেখুন। আম্রমুকুল কুড়ানোর সময় আমরা পিঁপড়ের কামড় খেলাম।

ইরাবতী এটা কি রকম?

নিপুণিকা এই যে বকুলাবলিকা অশোকতরুর ছায়ায় বসে মালবিকার চরণে অলঙ্কার পরাচ্ছে।

ইরাবতী (শঙ্কার ভাব দেখিয়ে) এটা তো মালবিকার জায়গা নয়। তুই কি ভাবিস?

নিপুণিকা আমি ভাবছি দোলা থেকে পড়ে গিয়ে বড় রানীমা পায়ে ব্যথা পাওয়ায় মালবিকাকে নিয়োগ করেছেন অশোকের দোহদ পূরণে। তা না হলে দেবী নিজের পরিহিত নূপুরযুগল কেন পরিজনদের ব্যবহারের অনুমতি দিবেন?

ইরাবতী এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় সম্মান।

নিপুণিকা কিন্তু আপনি রাজামশায়কে কি আর খুঁজবেন না?

ইরাবতী ওরে আমার পা দুটি আর কোথাও অগ্রসর হতে চাইছে না। মনও যেন কি সব ভাবছে। যা অশঙ্কা করছি তার শেষ দেখে যাব। (মালবিকাকে দেখে স্বগত) ঠিক জায়গাতেই আমার মন দুর্বল হয়েছে।

বকুলাবলিকা (মালবিকাকে চরণ দেখিয়ে) তুমি কি তোমার পায়ের এই অলক্তক রেখা বিন্যাস পছন্দ করছ?

মালবিকা নিজের পা বলে প্রশংসা করতে লজ্জা পাচ্ছি। বলো, কার কাছ থেকে তুমি প্রসাধন-কলা শিখেছ?

বকুলাবলিকা এ বিষয়ে আমি রাজামশায়ের শিষ্যা

বিদূষক তাড়াতাড়ি গিয়ে এখন গুরুদক্ষিণা চাও।

মালবিকা ভাগ্যিস তুমি অহঙ্কারী নও।

বকুলাবলিকা শিক্ষা প্রয়োগ করার চরণ পেয়ে এখন অহঙ্কারী হব। (স্বগত) আঃ, আমার দৌত্যকার্য সিদ্ধ হয়েছে। (রাগরেখা দেখে প্রকাশ্যে)

সখী, তোমার একটি চরণে আলতা পরানো হয়েছে। এখন এর ওপর মুখের বাতাস (ফু) দিতে হবে। অবশ্য এখানে যথেষ্ট বাতাস আছে।

রাজা বন্ধু, দেখ দেখ,
এর আলতা পরানো ভিজে চরণ মুখের ফু দিয়ে বাতাস করতে আমার প্রথম সেবাকার্যের সুযোগ এসেছে ॥১৩॥

বিদূষক তোমার আর দুঃখ কি? যথাকালে তুমি এ' সুখ অনেক ভোগ করবে।

বকুলাবলিকা সখী, তোমার চরণখানি রক্ত পদ্মের মতো শোভিত হচ্ছে। সর্বথা তুমি রাজামশায়ের অঙ্কশায়িনী হও।

(ইরাবতী নিপুণিকার মুখের দিকে তাকালেন)

রাজা আমার প্রতি এটি আশীর্বাদ।

মালবিকা ওলো, যা বলার নয় তুমি তাই বলছ।

বকুলাবলিকা যা বলার তাই-ই আমি বলছি।

মালবিকা আমি নিশ্চিতই তোমার প্রিয়জন।

বকুলাবলিকা কেবল আমার নও।

মালবিকা আর কার?

বকুলাবিকা গুণানুরাগী আমাদের রাজামশায়েরও।

মালবিকা তুমি মিথ্যা বলছ। এটা আমার মধ্যে নাই।

বকুলাবলিকা সত্যই তোমার মধ্যে তা নাই। রাজামশায়ের কৃশ, সুন্দর ও পাণ্ডুর অঙ্গে অঙ্গে তা রয়েছে।

নিপুণিকা হতভাগীর উত্তরটা যেন প্রথম থেকেই ঠিক করা ছিল।

বকুলাবলিকা 'অনুরাগের দ্বারা অনুরাগের পরীক্ষা কর্তব্য' এই সুজন বাক্য প্রমাণ কর।

মালবিকা তুমি কি সব নিজের ইচ্ছামতো বলছ?

বকুলাবলিকা না, না, রাজামশায়ই এই প্রেমকোমল কথাগুলি বলেছেন।

মালবিকা দেখ, রানীমার কথা চিন্তা করে আমার হৃদয় ভরসা পায় না।

বকুলাবলিকা বোকা মেয়ে, ভ্রমরের বাধা আছে বলে কি বসন্তের সর্বস্ব আম্রমঞ্জরী কর্ণে দোলানো যাবে না।

মালবিকা তুমি তা হলে সব বিপদে আমার অত্যন্ত সহায় থেক।

বকুলাবলিকা আমার নাম বকুলাবলিকা, পেষণ করলেই যার সুগন্ধ পাওয়া যায়।

রাজা সাবাস বকুলাবলিকা, সাবাস,

মনের কথা জেনে নিয়ে তারপর কথা বলে, সংশয়ে ঠিকমতো উত্তর দিয়ে একে নিজের নির্দেশানুসারে স্থাপন করেছ। প্রেমিকের জীবন যে দূতীর ওপর নির্ভরশীল এটা ঠিক ।।১৪।।

ইরাবতী ওরে দেখ দেখ। বকুলাবলিকাই মালবিকাকে এ পথে এনেছে।

নিপুণিকা রানীমা, যে নির্বিকার তাকেও এই প্রকার উপদেশ উৎসুক করে তোলে।

ইরাবতী ঠিক জায়গাতেই আমার হৃদয় শঙ্কিত হয়েছে। সব অর্থ বুঝে তারপর চিন্তা করব।

বকুলাবলিকা তোমার দ্বিতীয় চরণের সজ্জাও শেষ। এখন উভয় পায়ে নূপুর পরাব। (নূপুর জোড়া পরানোর অভিনয় করে) এবার তুমি ওঠ। রানীমায়ের নিয়োগে অশোকের ফুল ফোটানোর কাজের অনুষ্ঠান কর।। (উভয়ে দাঁড়ান)

ইরাবতী এখন শোনা গেল যে এটি দেবীর নিয়োগ।

বকুলাবলিকা এই যে বর্ধিত রাগ ও উপভোগক্ষম তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।

মালবিকা কি, প্রভু ?

বকুলাবলিকা (মৃদু হেসে) না, প্রভু নয়। এই যে অশোক-শাখা সংলগ্ন পল্লবগুচ্ছ, একে কানে পরে নাও।

বিদূষক ওহে, তুমি শুনলে তো ?

রাজা প্রেমিকদের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।

আমার কাছে একজন আসক্তিহীন এবং অন্যজন উৎকণ্ঠিত এদের মিলন সাধিত হলেও সেখানে কোন তৃপ্তি নাই, কিন্তু পরস্পরের প্রতি সমান অনুরাগসম্পন্ন যারা তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হয়ে শরীরের ধ্বংসও (অর্থাৎ মৃত্যু) বরং শ্রেয়ঃ ।। ১৫ ।।

(মালবিকা পল্লবের দুল পরে লীলার সঙ্গে অশোক বৃক্ষে পদাঘাত করল)

রাজা বয়স্য দেখ,

এর থেকে কর্ণের (ভূষণের জন্য) কিসলয় নিয়ে সে তাকে চরণার্পণ করেছে। উভয়ের এই তুল্য বিনিময়ে আমি নিজেকে বঞ্চিত মনে করছি ।।১৬।।

মালবিকা আমাদের এই সম্মাননা সফল হবে তো ?

বকুলাবলিকা তোমার কোন দোষ নাই সখী। এরূপ চরণের সৎকার পেয়েও যদি ফুল ফুটতে দেরী হয় তা হলে এই অশোক তরুটিই নির্গুণ।

রাজা হে অশোক, এই ক্ষীণকটি রমণীর নূপুর নিক্কণমুখরিত সদ্য বিকশিত পদ্মতুল্য চরণে সম্মানিত হয়েও যদি তোমার ফুল সঙ্গে সঙ্গে না ফোটে তা হলে বিলাসী কামিজনের ন্যায় বৃথাই তোমার দোহন ।। ১৭ ।।
বন্ধু, কথার অবসরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করি।

বিদূষক এস, ওকে নিয়ে একটু পরিহাস করি।

(উভয়ের প্রবেশ)

নিপুণিকা রানীমা, (আমাদের) রাজামশায় এখানে প্রবেশ করছেন।

ইরাবতী এটা আমি প্রথমেই মনে মনে ভেবেছিলাম।

বিদূষক (কাছে গিয়ে) এই যে ভদ্রমহিলা, এঁর প্রিয়বন্ধু এই অশোক তরুটিকে কি বাঁ পায়ের আঘাত দেয়া ঠিক হলো ?

উভয়ে (সসম্ভ্রমে) এ কি মহারাজ।

বিদূষক বকুলাবলিকা, তুমি সব জেনে শুনেও তোমার সখীকে এই অবিনয় আচরণ থেকে কেন নিবৃত্ত করলে না ?

(মালবিকা ভয়ের অভিনয় করতে লাগল)

নিপুণিকা রানীমা, দেখুন আর্য গৌতম কি আরম্ভ করেছে ?

ইরাবতী এই বিটকেলে বামুনটা আব অন্য কিভাবে বাঁচবে ?

বকুলাবলিকা আর্য, এ দেবীর আদেশ পালন করেছে। এর অন্যথা করতে এ পরাধীনা। মহারাজ প্রসন্ন হন।

(এই বলে মালবিকাকে নিয়ে সে প্রণাম করল)

রাজা যদি এই প্রকার হয় তাহলে তুমি অপরাধী নও। ভদ্রে ওঠ।

(হাত ধরে ওঠালেন)

বিদূষক ঠিক আছে। এ বিষয়ে দেবীব কথা মানা উচিত।

রাজা (হেসে) হে বিলাসিনী, বামোরু, কঠিন পাদপ স্কন্ধে আঘাত করে তোমার কিসলয়ের মতো কোমল বাম চরণে ব্যথা লাগেনি তো ।। ১৮ ।।

(মালবিকাব লজ্জার অভিনয়)

ইরাবতী (ঈর্ষার সঙ্গে) আহা, আমার আর্যপুত্রের হৃদয় যেন মাখনের মতো কোমল।

মালবিকা বকুলাবলিকা, চল। আমদের নিয়োজিত দায়িত্ব পালন করেছি, দেবীকে জানাই গিয়ে।

বকুলাবলিকা তা হলে রাজামশায়কে বিদায় দিতে বল।

রাজা ভদ্রে তুমি যাবে। এই অবকাশের উপযুক্ত আমার একটি প্রার্থনা আছে। শোন।

বকুলাবলিকা আমরা শুনছি। প্রভু, আদেশ করুন।

রাজা এই মানুষটিরও বহুদিন ধরে ধৈর্যের ফুল ফুটছে না। অন্য কোন কিছুতেই এর রুচি হয় না। তাই তোমার অমৃত স্পর্শে এরও দোহদ পূরণ কর ॥১৭॥

ইরাবতী (হঠাৎ উপস্থিত হয়ে) পূরণ কর, পূরণ কর। অশোকে কুসুম দেখা যেতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু এখানে ফুলও ফুটবে ফলও ধরবে।

(ইরাবতীকে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত)

রাজা (গোপনে) বয়স্য, এখন কি উপায়?

বিদূষক আর কি? পায়ের জোর।

ইরাবতী বকুলাবলিকা, তুমি খুব ভালো আরম্ভ করেছ। মালবিকা, তুমি তা হলে আর্যপুত্রের প্রার্থনা সফল কর।

উভয়ে রানীমা, প্রসন্ন হন। আমরা রাজার প্রণয় পাবার কে? (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

ইরাবতী হায়, পুরুষরা কি অবিশ্বাসী! আমি ব্যাধের সঙ্গীতে মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় (তোমাকে বিশ্বাস করে) নিঃশঙ্ক থাকায় কিছু জানতে পারি নি, আমি বঞ্চিত।

বিদূষক (জনান্তিকে) যা হোক কিছু একটা বল। আর কি, চোর হাতেনাতে ধরা পড়লে যেমন সে বলে, আমি সিঁদ কাটা শিখছিলাম।

রাজা সুন্দরী, মালবিকার প্রতি আমার একটুও আগ্রহ নাই। তোমার আসতে দেরী হওয়ার জন্য (সময় কাটাতে) নিজেকে একটু আনন্দের মধ্যে রেখেছিলাম।

ইরাবতী হ্যাঁ, তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত। আমি অবশ্য জানতাম না যে, তুমি বিনোদনের জন্য এমন সুন্দর একটি বস্তু পেয়েছ। তা না হলে মন্দভাগিনী আমি এরূপ করতাম না।

বিদূষক আপনি এঁর সৌজন্যের অপরাধ সম্পর্কে বলবেন না। ঘটনাক্রমে দেবীর পরিজনদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কথা বলা যদি দোষের হয় তা হলে এখানে আপনিই প্রমাণ।

ইরাবতী ঠিক আছে, এর নাম যদি 'কথা বলা' হয় হোক। আমি কেন নিজেকে এর মধ্যে রেখে কষ্ট দিই। (সরোষে প্রস্থান)

রাজা (অনুসরণ করে) ওগো প্রসন্ন হও।

(রশনা জড়িত চরণে ইরাবতী চলতেই লাগলেন)

রাজা সুন্দরী, প্রণয়িজনে উদাসীনতা শোভা পায় না।

ইরাবতী শঠ, তোমার হৃদয় অবিশ্বাসী।

রাজা ওগো প্রিয়া, তুমি আমাকে জান, 'শঠ' বলে যে নিন্দা (তিরস্কার) করছ, তা করো, কিন্তু হে চণ্ডী, তোমার মেখলা পায়ে পড়ে অনুনয় বিনয় করলেও তাকে কেন অবজ্ঞা করছ (ত্যাগ করছ)? ।।২০।।

ইরাবতী এই পোড়ামুখীও তোমার মতো (তোমাকে অনুকরণ করছে)।

(এই বলে মেখলা নিয়ে রাজাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন।)

রাজা বয়স্য, দেখ ঐ,

অশ্রুবর্ষিণী চণ্ডমূর্তি নিতম্ব থেকে অবহেলায় খসে পড়া স্বর্ণ মেখলা দিয়ে আমাকে কেমন সরোষে আঘাত করতে উদ্যত, যেন জলপরিপূর্ণ মেঘমালা তার বিদ্যুৎরজ্জু দ্বারা বিন্ধ্য পর্বতকে আঘাত করতে উদ্যত ।।২১।।

ইরাবতী কি? আমাকে আবার অপরাধী করছ?

(রশনাসহ হাত ধরে)

রাজা ওহে কুঞ্চিতকেশী, আমি অপরাধ করলেও আমার ওপর থেকে কেন দণ্ড তুলে নিচ্ছ? তুমি তোমার মোহিনী শক্তি বাড়িয়ে তুলছ আবার এই সেবকের প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হচ্ছ ।।২২।।

(স্বগত) নিশ্চয়ই সে এখন আমায় অনুগ্রহ করেছে।

(এই বলে পায়ে পড়লেন)

ইরাবতী এ দুটো মালবিকার চরণ নয় যে তারা তোমার স্পর্শদোহদ পূরণ করবে। (এই বলে চেটীসহ নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক ওঠ। খুব অনুগ্রহ লাভ করেছ।

রাজা (উঠে ইরাবতীকে না দেখে) কি, প্রিয়া চলে গেল।

বিদূষক বয়স্য, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে এই অবিনয়ে তিনি রাগ করে চলে গেলেন। চল, অঙ্গারকরাশির (মঙ্গলগ্রহ) মতো আবার ঘুরে আসার আগেই আমরা শীঘ্র পালাই।

রাজা হায়, প্রেমের কি বৈপরীত্য।

প্রেয়সীর (মালবিকার) প্রতি আকৃষ্ট হৃদয় আমি তার (ইরাবতীর) প্রণিপাত লংঘনকে সেবাই মনে করছি, এভাবেই আমি সেই কুপিতা (অথচ) প্রণয়বতীকে উপেক্ষা করতে পারব ।।২৩।।

(পরিক্রম করে সবাই নিষ্ক্রান্ত)

। তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।

চতুর্থ অঙ্ক

(তারপর উৎকণ্ঠিত রাজা ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

রাজা	(স্বগত) তার নাম শুনেই তাকে আশ্রয় করে আমার কামনার কাম-তরুর মূল সৃষ্টি হয়েছিল, চোখে দেখার পর তাতে দেখা দিল আরক্ত কিসলয়, হস্তস্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে ফুটে উঠল ফুল, (আমি আশা করি) সেই কামতরু অভিলাষী আমাকে করাবে ফলের রসাস্বাদনও ।।১।। (প্রকাশ্যে) বন্ধু গৌতম।
প্রতিহারী	মহারাজের জয় হোক। গৌতম এখানে নাই।
রাজা	(স্বগত) ওঃ, আমি তাকে মালবিকার সংবাদ নেয়ার জন্য পাঠিয়েছি।

(প্রবেশ করে)

বিদূষক	তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক।
রাজা	জয়সেনা, তুমি জেনে এস তো, দেবী এখন কোথায় এবং কিভাবে পায়ের ব্যথার শুশ্রূষা লাভ করছে।
প্রতিহারী	মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)
রাজা	গৌতম, তোমার সেই সখীর খবর কি?
বিদূষক	বিড়ালের হাতে পড়ে কোকিলা যেমন।
রাজা	(বিষাদের সঙ্গে) কি রকম?
বিদূষক	পিঙ্গলচোখা (ধারিণী) সে বেচারীকে সারভাণ্ড গৃহে যেন মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করেছেন।
রাজা	নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক জেনেই কি?
বিদূষক	হ্যাঁ।
রাজা	কে আমার বিরুদ্ধে দেবীকে রাগিয়েছে?
বিদূষক	শোন, পরিব্রাজিকা আমাকে বলেছেন। গতকাল মাননীয়া ইরাবতী দেবীকে পায়ের ব্যথার কুশল জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিলেন।
রাজা	তারপর, তারপর?
বিদূষক	তারপর দেবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয়জনকে কি আবার দেখেছ? তখন তিনি উত্তরে বললেন, কেন আর তোমার এই শিষ্টাচার? প্রিয়-জনের পরিজনের কাছে প্রিয়জনত্ব জেনেও কেন আর জিজ্ঞেস করছ?

রাজা ভেঙে না বললেও এটা যে মালবিকাকেই লক্ষ্য করে তা অনুমান করা যায়। তারপর, তারপর?

বিদূষক তারপর দেবীকে তার অনুরোধে তিনি তোমার অবিনয়ের কথা (ভালোভাবে) বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রাজা ওঃ, তার কি দীর্ঘস্থায়ী রাগ। তারপর বল।

বিদূষক তারপর আর কি? মালবিকা এবং বকুলাবলিকা এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সূর্যকিরণশূন্য পাতালগৃহে নাগকন্যার মতো বাস করছে।

রাজা হায় কি কষ্ট। কি কষ্ট!

মধুকণ্ঠী কোকিল আর ভ্রমর প্রস্ফুটিত আম্রমঞ্জরীর সংস্পর্শে ছিল, এখন প্রবল বাতাস ও অকাল বৃষ্টিতে কোটরে তাড়িত হয়েছে।। ২।।

বয়স্য, এর প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি?

বিদূষক কিভাবে হবে? কারণ, সারভাণ্ড গৃহের রক্ষায় নিয়োজিতা মাধবিকাকে দেবী আদেশ করেছেন, 'আমার মুদ্রাঙ্কিত আংটি ছাড়া পাপিষ্ঠা মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে যেন মুক্ত করা না হয়।'

রাজা (চিন্তার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে) বন্ধু, এখন কি কর্তব্য?

বিদূষক (চিন্তা করে) একটা উপায় আছে।

রাজা কি রকম?

বিদূষক (তাকিয়ে দেখে) অদৃশ্য কেউ হয়তো শুনে ফেলবে। তোমার কানে কানে বলছি। (কানের কাছে মুখ নিয়ে) এই রকম।

রাজা (সহর্ষে) চমৎকার। সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ কর।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী মহারাজ, রানীমা এখন খোলা হাওয়ায় বসে আছেন। একজন পরিচারিকা তাঁর পা হাতে নিয়ে রক্ত-চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে, আর পরিব্রাজিকা গল্প-গুজব করে তাঁর (চিত্ত) বিনোদন করছেন।

রাজা আমাদের যাওয়ার পক্ষে এটাই উপযুক্ত সময়।

বিদূষক তা হলে তুমি যাও। আমিও দেবীকে দেখার জন্য হাতে একটা কিছু নিয়ে যাই।

রাজা জয়সেনাকে জানিয়ে যেও কিন্তু।

বিদূষক আচ্ছা। (কানে কানে) এই প্রকার হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা জয়সেনা, তা হলে প্রবাতশয়নের পথ দেখিয়ে দাও।

প্রতিহারী মহারাজ, এদিকে এদিকে আসুন।

(তারপর শয়ানাবস্থায় দেবী, পরিব্রাজিকা এবং পদ অনুসারে বিভিন্ন পরি-জনবর্গের প্রবেশ)

দেবী গল্পটি খুবই সুন্দর। তারপর, তারপর।

পারিব্রাজিকা (তাকিয়ে দেখে) তারপর আবার বলব। মাননীয় মহারাজ উপস্থিত।

দেবী ও, প্রভু। (উঠতে ইচ্ছা করলেন)

থাক, থাক। আর শিষ্টাচারের কষ্ট করতে হবে না।

হে কলভাষিণী, অনভ্যস্ত নূপুর শূন্য যন্ত্রণাক্লিষ্ট তোমার পা সোনার পাদপীঠে রেখে তাকে ও আমাকে একই সময়ে কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন নাই।।৩।।

দেবী আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাজা (পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করে) দেবী, তোমার ব্যথাটা এখন সহনীয় হয়েছে তো?

দেবী আমি এখন অনেক ভালো।

(তারপর যজ্ঞোপবীত দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বেঁধে উদ্‌ভ্রান্ত বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক বাঁচাও, বাঁচাও। আমাকে মৃত্যুরূপী সাপ কামড়িয়েছে।

(সবাই বিষাদগ্রস্ত হল)

রাজা হায় কষ্ট। কি কষ্ট। তুমি কোথায় ঘুরছিলে?

বিদূষক দেবীকে দর্শন করব বলে উপচারের ফুল তুলতে প্রমোদবনে গিয়েছিলাম।

দেবী হায় হায়, আমিই ব্রাহ্মণের জীবন সংশয়ের কারণ হলাম।

বিদূষক সেখানে অশোক পুষ্পগুচ্ছের জন্য হাত বাড়ালে মৃত্যুরূপী সাপ আমাকে কামড়ে দিয়েছে। এই যে দুটি দাঁতের চিহ্ন। (দেখাবে)

পরিব্রাজিকা তা হলে দষ্টস্থানের ছেদনই প্রথম করণীয় বিধান এরূপ শোনা যায়। এর তাই করা হোক।

দষ্ট স্থানের ছেদন অথবা দহন অথবা ক্ষতস্থানের রক্তমোক্ষণ এগুলি দংশনমাত্রেই দষ্টব্যক্তির প্রাণ রক্ষার উপায়।। ৪ ।।

রাজা এখন তো বিষবৈদ্যের কাজ। জয়সেনা, তুমি তাড়াতাড়ি ধ্রুবসিদ্ধিকে ডেকে আন।

প্রতিহারী মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক হায়, পাপ মৃত্যু আমাকে গ্রাস করছে।

রাজা কাতর হয়ো না। কখনো কখনো বিষহীন দংশনও হয়।

বিদূষক কেন ভয় পাব না। আমার সমস্ত অঙ্গ ঝিমঝিম করছে। (বিষের জ্বালা অনুভবের অভিনয়)

দেবী হায় হায়! দেখছি, অমঙ্গল সূচক এই বিকার। ওহে তোমরা একে ধর। (পরিজনেরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে ধরল)

বিদূষক (রাজার দিকে তাকিয়ে) ওহে, ছোটবেলা থেকে আমি তোমার বন্ধু। তাই কোনরূপ দ্বিধা না করে আমার বৃদ্ধা জননীর ভালোমন্দ দেখাশোনা করো।

রাজা ভয় পেয়ো না। বিষবৈদ্য এখনই তোমার চিকিৎসা করবে। স্থির হও।

(প্রবেশ করে)

জয়সেনা মহারাজ, ধ্রুবসিদ্ধি জানাচ্ছেন, 'গৌতমকে এখানে নিয়ে এস'।

রাজা তা হলে বর্ষবরদের দিয়ে ধরাধরি করে একে তার কাছে নিয়ে যাও।

জয়সেনা তাই হবে।

বিদূষক (দেবীর দিকে তাকিয়ে) দেবী, বাঁচব কিনা জানি না। এঁকে সেবা করতে গিয়ে আপনার কাছে হয়তো অনেক অপরাধ করেছি, ক্ষমা করে দিবেন।

দেবী তুমি দীর্ঘজীবী হও। (বিদূষক এবং প্রতিহারী নিষ্ক্রান্ত)

রাজা বেচারা স্বভাবতঃই ভীরু। সার্থকনামা ধ্রুবসিদ্ধির সিদ্ধিতেও সে বিশ্বাস রাখতে পারছে না

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা প্রভুর জয় হোক। ধ্রুবসিদ্ধি জানাচ্ছেন, 'উদকুম্ভ বিধানে (চিকিৎসার জন্য) সর্পমুদ্রিত কিছু একটার প্রয়োজন। সেটা খোঁজ'।

দেবী এই যে সর্পমুদ্রিত আংটি। পরে আমার হাতে দিয়ে যাবে।

(দিলেন। প্রতিহারী গ্রহণের অভিনয় করল)

রাজা জয়সেনা, কার্যসিদ্ধি হলে তাড়াতাড়ি সংবাদ নিয়ে এস।

জয়সেনা প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

পরিব্রাজিকা মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে গৌতম বিষমুক্ত।

রাজা তাই হোক।

(প্রবেশ করে)

জয়সেনা প্রভু, বিষ মোক্ষণের পর আর্য গৌতম মুহূর্তের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেছেন।

দেবী ভাগ্য ভালো, আমি নিন্দার হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

জয়সেনা এদিকে অমাত্য বাহতক জানাচ্ছেন, 'রাজকার্যে অনেক বিষয় আলোচনার আছে। অতএব দর্শনের দ্বারা অনুগ্রহ কামনা করি'।

দেবী আর্যপুত্র, কার্যসিদ্ধির জন্য যান।

রাজা (উঠে) দেবী, এই স্থানে রোদ এসে পড়েছে। এর জন্য শীতলতা প্রয়োজন। সুতরাং শয্যাটি অন্যত্র সরিয়ে নাও।

দেবী মেয়েরা, আর্যপুত্রের আদেশ পালন কর।

পরিজন তাই হোক। (দেবী, পরিব্রাজিকা এবং পরিজন নিষ্ক্রান্ত)

রাজা জয়সেনা, গোপনপথে আমাকে প্রমোদবনে নিয়ে চল।

জয়সেনা এদিকে, এদিকে মহারাজ।

রাজা জয়সেনা, গৌতম কি তার কাজ সত্যিই শেষ করেছে?

জয়সেনা হ্যাঁ।

রাজা ইষ্টলাভের জন্য একান্ত সঙ্গত পরিকল্পনার কথা জেনেও সিদ্ধি বিষয়ে সন্দিগ্ধ আমার দুর্বল চিত্ত শঙ্কিত হচ্ছে।।৫।।

(প্রবেশ করে)

বিদূষক তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমার সমস্ত মঙ্গলকর্ম সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা জয়সেনা, তুমিও তোমার কাজে যাও।

জয়সেনা প্রভুর যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা বয়স্য, মাধবিকাটা ভীষণ কুটিল। সে কিছু জিজ্ঞেস করেনি তো?

বিদূষক দেবীর মুদ্রিত আংটি দেখে আর কি জিজ্ঞেস করবে?

রাজা আমি ঠিক মুদ্রাবিষয়ে বলছি না। 'তাদের দুই বন্দীকে কিজন্য মুক্তি দেয়া হচ্ছে, দেবীর পরিজনদের বাদ দিয়ে তোমাকেই বা কেন আদেশ করা হয়েছে' এই সব প্রশ্ন সে জিজ্ঞেস করতে পারে।

বিদূষক হ্যাঁ, সে জিজ্ঞেস করেছিল। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা আমি তার উত্তর দিয়েছি।

রাজা বল।

বিদূষক আমি বলেছি, দৈবজ্ঞরা রাজাকে জানিয়েছেন, 'আপনার নক্ষত্র এখন উপসর্গযুক্ত, সকল বন্দীদের মুক্তি দান করুন।'

রাজা (সহর্ষে) তারপর, তারপর।

বিদূষক তা শুনে দেবী, ইরাবতীর মন রাখতে গিয়ে রাজাই তাকে মুক্তি দিচ্ছে এজন্য (অন্য কোন পরিজনকে না পাঠিয়ে) আমাকেই আদেশ করা হয়েছে (এরূপ বুঝে নিল)। তারপর 'এটা যুক্তিযুক্ত' এরূপ বলে সে তার কার্য সাধন করল।

রাজা (বিদূষককে জড়িয়ে ধরে) বন্ধু, তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাস। বন্ধুজনের লক্ষ্যবস্তু কেবল বুদ্ধিবলেই সাধিত হয় না, কার্যসিদ্ধির সুক্ষ্মপথ স্নেহের দ্বারাও লাভ করা যায় ।।৬।।

বিদূষক তাড়াতাড়ি কর। মালবিকাকে তার প্রিয়সখীর সঙ্গে সমুদ্রগৃহে রেখে আমি তোমার কাছে এসেছি।

রাজা আমি তার মর্যাদা দেব। তুমি আগে চল।

বিদূষক এস। (পরিক্রম করে) এই যে সমুদ্রগৃহ।

রাজা (শঙ্কার সঙ্গে) বয়স্য, ঐ দেখ, তোমার সখী ইরাবতীর পরিচারিকা চন্দ্রিকা ফুল তুলতে তুলতে এদিকে আসছে। এস, আমরা দুজনে এ দিকে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াই।

বিদূষক ওহে, চোর এবং কামুকের চন্দ্রিকাকে এড়িয়ে চলা উচিত। (উভয়ে যেমন বলা তাই করলেন)

রাজা গৌতম, না জানি তোমার সখী মালবিকা আমার জন্য কিভাবে প্রতীক্ষা করছে? এস, জানলা দিয়ে তাকে দেখি।

বিদূষক আচ্ছা। (উভয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন)

(তারপর মালাবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা ওহে, প্রভুকে প্রণাম কর।

রাজা মনে হয় আমার প্রতিকৃতি দেখাচ্ছে।

মালবিকা (সানন্দে) আপনাকে নমস্কার। (দ্বারের দিকে তাকিয়ে দু:খের সঙ্গে) কোথায় প্রভু? তুমি আমাকে ঠকিয়েছ সই।

রাজা এর আনন্দ ও বেদনায় আমি প্রীত হয়েছি। শ্বেতপদ্মের সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে যে অবস্থা হয়, সুমুখীর মুখে মুহূর্তমধ্যে সেই অবস্থা দেখা গেল ।।৭।।

বকুলাবলিকা এ যে চিত্রগত প্রভু।

উভয়ে (প্রণাম করে) প্রভুর জয় হোক।

মালবিকা সখী, সেদিন প্রভুর রূপ সম্মুখে দেখে তেমন তৃপ্তি পাই নি, আজ যেমন এই চিত্রগত প্রভুকে একমনে দেখছি।

বিদূষক তুমি শুনছ তো। ইনি বলছেন, ছবিতে তোমাকে যেমন দেখা যায়, আসলে তুমি তেমন নও দেখতে। তুমি বৃথাই আজকার রত্নপূর্ণ পেটিকার ন্যায় যৌবনগর্ব বহন করছ।

রাজা বন্ধু, কৌতূহলী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা। দেখ, বিশালাক্ষীরা প্রথম মিলনের সময় প্রিয়তমের রূপ-লাবণ্য পরিপূর্ণভাবে (চোখভরে) দেখতে চাইলেও (প্রিয়জনদের প্রতি) তাদের দৃষ্টি পূর্ণভাবে পতিত হয় না ॥৮॥

মালবিকা সখী, ইনি কে, একটুখানি মুখ ফিরিয়ে আছেন আর প্রভুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ ?

বকুলাবলিকা প্রভুর পাশে ইনি হলেন ইরাবতী।

মালবিকা সখী, মনে হচ্ছে প্রভুর কোন সৌজন্য নাই। যিনি সকল রানীকে বাদ দিয়ে একজনের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

বকুলাবলিকা (স্বগত) চিত্রগত প্রভুকে সত্য ভেবে এ ঈর্ষান্বিতা। আচ্ছা, একে নিয়ে একটু খেলা করা যাক। (প্রকাশ্যে) ওগো, ইনি প্রভুর খুবই আদরিণী।

মালবিকা তা হলে নিজেকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছি ?

(ঈর্ষার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলেন)

রাজা বন্ধু, দেখ।

ভ্রূভঙ্গে তিলক ভিন্ন, স্ফুরিত অধরোষ্ঠ আর ঈর্ষাভরে মুখ ফেরাতে গিয়ে অপরাধী প্রেমিকের প্রতি কুপিতা এ (মালবিকা) শিক্ষকের ললিত অভিনয়ের শিক্ষাই যেন প্রদর্শন করেছে ॥৯॥

বিদূষক অনুনয় করার জন্য প্রস্তুত হও।

মালবিকা আর্য গৌতমও দেখছি এখানে এঁকে সেবা করছেন।

(পুনরায় মুখ ফিরিয়ে অন্যস্থানে যেতে উদ্যত)

বকুলাবলিকা (মালবিকাকে ধরে) এখন তুমি নিশ্চয়ই রাগ কর নি।

মালবিকা যদি তুমি মনে কর আমি অনেকক্ষণ ধরে রেগে আছি তা হলে এই আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করলাম।

রাজা (কাছে গিয়ে) ওগো কমলনয়না, চিত্রিত আমার ব্যবহারে তুমি কেন রাগ করছ? নিশ্চিত বলছি, এই আমি তোমার সামনে সশরীরে উপস্থিত একান্ত দাস ।।১০।।

বকুলাবলিকা প্রভুর জয় হোক।

মালবিকা (স্বগত) কি আমি চিত্রগত প্রভুর প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেছি? (সলজ্জ ভাবে হাত জোড় করবে। রাজার কাম-কাতরতা প্রকাশ)

বিদূষক কি ব্যাপার, তুমি উদাসীন হয়ে গেলে কেন?

রাজা তোমার সখীর অবিশ্বস্ততার জন্য।

বিদূষক না না। ইনি কি তোমার চোখে অবিশ্বস্তা?

রাজা শোন,

তোমার সখী দৃষ্টিপথে এসে মুহূর্তের মধ্যে যায় হারিয়ে, দুই বাহুর মধ্যে এসেও হঠাৎ (অন্যত্র) চলে যায়, বন্ধু, এই প্রকার মায়া (স্বপ্ন) সমাগমে কাম-পীড়িত আমার মন কি প্রকারে একে বিশ্বাস করতে পারে? ।।১১।।

বকুলাবলিকা সখী, বহু প্রকারে তুমি প্রভুকে প্রতারণা করেছ। এবার নিজেকে বিশ্বস্ত করাও।

মালবিকা সখী, মন্দভাগিনী আমার পক্ষে তো স্বপ্নেও প্রভুর সমাগম দুর্লভ ছিল।

বকুলাবলিকা প্রভু, এর উত্তর দিন।

রাজা উত্তরের কি প্রয়োজন? পঞ্চবাণকে (প্রেমাগ্নিকে) সাক্ষী রেখে আমি নিজেকেই তোমার সখীর কাছে সমর্পণ করেছি। আমাকে তার সেবা করতে হবে না আমিই চাই তাকে গোপনে সেবা করতে ।। ১২ ।।

বকুলাবলিকা অনুগৃহীত হলাম।

বিদূষক (পরিক্রম করে সভয়ে) বকুলাবলিকা, এই চারা আশোক গাছের পাতাগুলি একটি হরিণ খেতে চাইছে। এস আমরা নিবারণ করি।

বকুলাবলিকা তাইতো। (প্রস্থান)

রাজা বন্ধু, এভাবেই তোমার বিশেষভাবে আমাদের রক্ষা করা উচিত।

বিদূষক এটাও কি গৌতমকে শেখাতে হবে।

বকুলাবলিকা (পরিক্রম করে) আর্য গৌতম, আমি আড়ালে থাকি। আপনি দ্বার রক্ষা করুন।

বিদূষক ঠিক বলেছ। (বকুলাবলিকা নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক (পরিক্রম করে দেখে) তা হলে এই স্ফটিক বাঁধানো চত্বরে বসি। (তা করে) আঃ, এই বিশেষ শিলার স্পর্শ কি সুখকর।

(ঘুমিয়ে পড়বে)

(মালবিকা সভয়ে অবস্থান করতে লাগল)

রাজা — সুন্দরী, তোমার মিলনের ভয় ত্যাগ কর। বহুকাল ধরে তোমার প্রণয়ে আমি উন্মুখ; সহকার তরু সদৃশ আমাতে তুমি হও অতিমুক্তালতা। ॥ ১৩॥

মালবিকা — দেবীর ভয়ে আমি নিজের প্রিয় কার্যও করতে পারি না।

রাজা — ওহে, তোমার কোন ভয় নাই, ভয় নাই।

মালবিকা — (উপহাসের সঙ্গে) প্রভু যে ভয় পান না তা তো আমি রানীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দেখেছি।

রাজা — হে বিম্বোষ্ঠী, বৈম্বিকদের (নাগরদের) কুলব্রত হল দাক্ষিণ্য। কিন্তু হে বিশালাক্ষী, আমার প্রাণ তোমার আশাতেই নির্ভরশীল॥ ১৪ ॥
অতএব, বহুদিন ধরে তোমাতে অনুরক্ত আমাকে অনুগ্রহ কর।

(আলিঙ্গনের অভিনয়)

(মালবিকার পরিহারের অভিনয়)

রাজা (স্বগত) নবীনাদের কামকলার বিষয়টা সত্যিই রমণীয়। সে,
কম্পিত শরীরে মেখলা উন্মোচনে ব্যস্ত আমার হস্তাঙ্গুলিকে বাধা দিচ্ছে, জোর করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করায় নিজের হাত দুটিকে স্তনাবরণ করছে, মুখখানা তুলে পান করতে গেলে সুন্দর পক্ষ্মবিশিষ্ট চক্ষুযুক্ত মুখকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে। এভাবে প্রতিরোধের ছলে সে আমাকে অভিলাষ পূরণের সুখই দিচ্ছে॥ ১৫॥

(তারপর ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরাবতী — ওরে নিপুণিকা, চন্দ্রিকা কি তোকে সত্য সত্যই বলেছে যে সমুদ্র-গৃহের অলিন্দে আর্য গৌতমকে একাকী দেখা গেছে?

নিপুণিকা — তা না হলে রানীমাকে কি বলা যায়?

ইরাবতী — তা হলে চল সেখানে যাই, বিপদ থেকে মুক্ত প্রভুর প্রিয়বয়স্যকে দেখি গিয়ে।

নিপুণিকা — রানীমা যেন আরো কিছু বলতে চান?

ইরাবতী — হ্যাঁ, চিত্রগত আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করতে যাব।

নিপুণিকা — তা হলে এখন (স্বয়ং) প্রভুকেই কেন অনুনয় করছেন না?

ইরাবতী বোকা মেয়ে, চিত্রগত প্রভু যেমন, বাস্তবে তিনি আর তা নন। আর্যপুত্রের হৃদয় এখন অনাসংক্রান্ত। কেবল সৌজন্য অতিক্রম হওয়ার (অপরাধ) মার্জনার জন্য এই ব্যবহার।

নিপুণিকা এদিকে, এদিকে রানীমা। (উভয়ের পরিক্রমা)

(প্রবেশ করে)

চেটী রানীমার জয় হোক। বড় রানীমা বলেছেন, 'এখন আমার ঈর্ষা করার সময় নয়। কেবল তোমার মান বাড়াতে গিয়ে মালবিকাকে তার সখীসহ আটকে রেখেছিলাম। যদি তুমি অনুমতি দাও, আর্যপুত্রকে তোমার জন্য বলব। এখন তোমার যা অভিমত জানাও'।

ইরাবতী নাগরিকা, দেবীকে বলো, বড়রানীকে নির্দেশ দেয়ার আমরা কে? পরিজননিগ্রহের দ্বারা আমাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শিত হয়েছে। আর কাকে অনুগ্রহ করে এই মানুষটির শ্রীবৃদ্ধি হবে?

চেটী তাই হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

নিপুণিকা (পরিক্রম করে এবং দেখে) রানীমা, এই যে সমুদ্রগৃহের দরোজায় বাজারের ষাঁড়ের মতো আর্য গৌতম বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন।

ইরাবতী কি সর্বনাশ। মনে হয় এখন আর কোন বিষের বিকার নাই।

নিপুণিকা দেখা যাচ্ছে, তার মুখ প্রসন্ন। তাছাড়াও ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করেছেন। অতএব, আর কোন বিপদের ভয় নাই।

বিদূষক (ঘুমের মধ্যে কথা বলতে লাগল) দেবী মালবিকা,

নিপুণিকা রানীমা, শুনলেন তো? এই প্রবঞ্চক হতভাগাটার যে কার সঙ্গে সম্পর্ক (সে বিশ্বস্ত নয়)। সব সময় স্বস্তিবাচন পড়ে এখান থেকে মিঠাইমণ্ডায় পেট পুরিয়ে এখন ঘুমের মধ্যে মালবিকার কথা বলছে।

বিদূষক ইরাবতীকে ছাড়িয়ে যাও।

নিপুণিকা শুনলেন, এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সাপের ভয়ে ভীত বামুনটাকে সাপের ন্যায়, বক্র এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাই।

ইরাবতী এই প্রবঞ্চকের সর্পদংশনই প্রাপ্য।

(নিপুণিকার বিদূষকের ওপর দণ্ডকাষ্ঠ নিক্ষেপ)

বিদূষক (হঠাৎ, জেগে উঠে) হায় হায়, আমার ওপর সাপ এসে পড়েছে।

রাজা (হঠাৎ কাছে এসে) বন্ধু, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।

মালবিকা (অনুসরণ করে) প্রভু, হঠাৎ বেরিয়ে যাবেন না। তিনি সাপের কথা বলছেন।

ইরাবতী হায় হায়, প্রভু এদিকেই ছুটছেন দেখছি।

বিদূষক (অট্টহাসিতে) কি, এটা তো দণ্ডকাষ্ঠ, আমি কিন্তু ভেবেছি, কেতকীর কাঁটা ফুটিয়ে সাপের কামড় সম্পর্কে যা বলেছিলাম তারই ফল ফলেছে।

(পর্দা সরিয়ে বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা না না, প্রভু যাবেন না। এটাকে বক্রগতি সাপের মতো দেখাচ্ছে।

ইরাবতী (হঠাৎ রাজার কাছে গিয়ে) আপনাদের দুজনের দিবাভিসারের মনোভিলাষ নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয়েছে তো।

(ইরাবতীকে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত)

রাজা প্রিয়া, তোমার এই সৌজন্য অপূর্ব।

ইরাবতী বকুলাবলিকা, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, দূতীর কাজে তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে।

বকুলাবলিকা প্রসন্ন হন রানীমা। ব্যাঙের ডাক শুনে কি দেব (ইন্দ্র) পৃথিবীকে বিস্মৃত হবেন?

বিদূষক এটা ঠিক নয়। আপনাকে দেখামাত্র ইনি প্রণিপাত লঙ্ঘনের কথা ভুলে গেছেন। আর আপনি এখনও প্রসন্ন হলেন না।

ইরাবতী অপ্রসন্ন হয়েই বা এখন কি করব?

রাজা অস্থানে কোপ প্রকাশ করা তোমার ঠিক নয়। কেননা,
ওহে বরতনু (সুন্দরী), বিনা কারণে কখন তোমার মুখ ক্ষণকালের জন্যও কুপিত হয়েছে? বল, (পূর্ণিমার) পর্বাহ ছাড়া অন্য কোন রাতে কি চন্দ্রমণ্ডল রাহুগ্রস্ত হয়? ॥১৬॥

ইরাবতী 'অস্থান', এটা তুমি ঠিকই বলেছ আর্যপুত্র। আমার সৌভাগ্য যখন অন্য সংক্রান্ত, তখন রাগ করলে তো আমি উপহাসাস্পদ হব।

রাজা তুমি অন্য কিছু ভাবছ, আমি কিন্তু এখানে সত্যই রাগের কিছু দেখছি না। কেননা,
অপরাধ করলেও উৎসবের দিনে পরিজনদের দণ্ড দেয়া উচিত নয়। এটা মনে রেখে আমি এদের মুক্ত করেছি এবং তারপর ওরা আমাকে প্রণাম করতে এসেছে ॥১৭॥

ইরাবতী নিপুণিকা, যা দেবীকে গিয়ে বল, আজ দেবীর পক্ষপাতিত্ব দেখলাম।

নিপুণিকা আচ্ছা। (নিষ্ক্রান্ত)

বিদূষক (স্বগত) ওঃ, কি অনর্থ ঘটল। বন্ধনমুক্ত গৃহকপোত পড়েছে বিড়ালের মুখে।

(নিপুণিকার পুনঃ প্রবেশ)

নিপুণিকা রানীমা, হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বলল, এ ঘটনাটা এরকমভাবে হয়েছে। (কানে কানে বলল)

ইরাবতী (স্বগত) সব বুঝতে পেরেছি। এই বিটকেলে বামুনটাই এই সব গর্হিত কাজের নায়ক। (বিদূষকের দিকে তাকিয়ে প্রকাশ্যে) এই হলো কামতন্ত্র সচিবের নীতি।

বিদূষক মহোদয়া, যদি নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে গায়ত্রীও ভুলে যেতাম।

রাজা (স্বগত) কিভাবে এখন এই সঙ্কট থেকে নিজেকে মুক্ত করি?

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়সেনা (উত্তেজিত ভাবে) প্রভু, কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুকের পেছন পেছন দৌড়ানোর সময় একটি পিঙ্গল বানর থেকে দারুণ ভয় পেয়েছে এবং রানীমার কোলে শুয়েও বাত্যাহত কিসলয়ের মতো কাঁপছে, এখনও প্রকৃতিস্থ হতে পারে নি।

রাজা হায়, কি কষ্ট। ছেলেবেলাটা বড়ই দুঃখের।

ইরাবতী (উদ্বেগের সঙ্গে) আর্যপুত্র, তাড়াতাড়ি করুন। তাকে আশ্বস্ত করতে হবে। তার সন্ত্রাসজনিত বিকার যেন কিছুতেই বৃদ্ধি না পায়।

রাজা আমি তাকে প্রকৃতিস্থ করব।

(দ্রুত পরিক্রমা)

বিদূষক (আত্মগত) সাধু রে পিঙ্গল বানর, সাধু। তুই তোর স্বপক্ষকে দারুণভাবে রক্ষা করেছিস।

(বয়স্যসহ রাজা, ইরাবতী, নিপুণিকা ও চেটী নিষ্ক্রান্ত)

মালবিকা সখী, দেবীর কথা চিন্তা করে আমার হৃদয় কম্পিত। না জানি, এরপর ভাগ্যে আর কি আছে?

(নেপথ্যে)

আশ্চর্য, আশ্চর্য। দোহদের পাঁচ রাত্রি পূর্ণ হওয়ার আগেই মুকুলে আচ্ছাদিত হয়েছে তপনীয় অশোক। যাই, রানীমাকে নিবেদন করি।

(উভয়ে শুনে আনন্দিত হল)

বকুলাবলিকা প্রিয়সখী, অশ্বস্ত হও। রানীমা সত্যপ্রতিজ্ঞ।

মালবিকা তা হলে চল, আমরা প্রমোদবন পালিকাকে অনুসরণ করি।

বকুলাবলিকা তাই হোক। (সবাই নিষ্ক্রান্ত)

। চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ।

পঞ্চম অঙ্ক

(তারপর উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

উদ্যানপালিকা তপনীয় অশোকতরুর বেদিকা নির্মাণ করেছি। আমার ওপর নিয়োজিত দায়িত্ব সম্পন্ন, এখন এটা দেবীকে জানাই। (পরিক্রম করে) ওঃ, মালবিকার প্রতি দৈবের কি অনুগ্রহ। যেহেতু রানীমা তার সেই প্রকার ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এখন এই অশোকপুষ্পের ঘটনায় প্রসন্ন হবেন। রানীমা এখন কোথায় থাকতে পাবেন? (দেখে) এই যে রানীমার পরিজনদের মধ্যে থেকে কুব্জ সারসক গালার সীলমোহর করা পেটিকা হাতে নিযে চতুঃশালা থেকে বেরিয়ে আসছেন। যাই, একে জিজ্ঞেস করি।

(তারপর বর্ণনানুযায়ী কুব্জের প্রবেশ)

উদ্যানপালিকা (কাছে গিয়ে) সারসক কোথায় যাচ্ছ?

সারসক মধুকবিকা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দৈনিক দক্ষিণা দিতে হয়। তাই সম্মানীয় পুরোহিতের হাতে এটা অর্পণ করব।

মধুকরিকা কি জন্য?

সারসক যখন থেকে শোনা গেছে, সেনাপতি যজ্ঞাশ্ব রক্ষার ভার রাজকুমার বসুমিত্রকে দিয়েছেন তখন থেকে তাঁর আয়ুঃ কামনায় রানীমা আঠারটি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণাযোগ্য জনকে দান করেন।

মধুকরিকা এটা ঠিক। এখন রানীমা কোথায়? আর কি করছেন?

সারসক মঙ্গল গৃহে আসনে বসে বিদর্ভদেশ থেকে ভাই বীরসেনের পাঠানো চিঠি লিপিকরদের দ্বারা পাঠ করিয়ে শুনছেন।

মধুকরিকা বিদর্ভরাজের এখন কি সংবাদ?

সারসক প্রভুর বীরসেন প্রমুখ বিজয়সেনাদের দ্বারা বিদর্ভরাজ বশীভূত হয়েছেন। আত্মীয় মাধব সেনও মুক্ত হয়েছেন। তিনি বহুমূল্য রত্নরাজি এবং শিল্পকর্মে নিপুণ পরিচারিকাদের উপহার দিয়ে প্রভুর কাছে দূত পাঠিয়েছেন। আগামীকাল সেই দূত প্রভুর সঙ্গে দেখা করবেন।

মধুকরিকা যাও, তুমি নিজের কাজ কর। আমি রানীমার সঙ্গে দেখা করব।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক সমাপ্ত।

(তারপর প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী অশোকতরুর সৎকারে ব্যাপৃতা রানীমা আমাকে আদেশ করেছেন, আর্যপুত্রকে বল, আমি আর্যপুত্রের সঙ্গে অশোক বৃক্ষের কুসুমশোভা দেখতে চাই। তা যাই, বিচারাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করি। (পরিক্রমা)

(নেপথ্যে)

দুজন বৈতালিক সৌভাগ্যবশতঃ মহারাজ এখন সেনাবলে সমস্ত শত্রুর মস্তকে অবস্থান করছেন।

প্রথম কোকিলের কলকূজনে মুখরিত বিদিশাতীরের উপবনসমূহে আপনি রতির সঙ্গে অঙ্গবান অনঙ্গের মতো বসন্ত উপভোগ করছেন। হে বরদ, বরদানদীর তটপ্রান্তের বৃক্ষগুলি শক্তিশালী আপনার বিজয়হস্তীদের বন্ধনদণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরাও অবনত হয়েছে॥১॥

দ্বিতীয় হে দেবোপম (মহারাজ), আপনি আপনার (চতুরঙ্গ) সৈন্য নিয়ে বিদর্ভরাজের সম্পদশ্রীকে হরণ করেছেন। আর যুগদণ্ডের মত বাহুর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন, তাই ক্রথকৈশিকদের বিষয়ে আপনাদের উভয়ের কীর্তিতে কবিরা বীরপ্রীতিহেতু পদ রচনা করেছেন॥২॥

প্রতিহারী এই যে জয় শব্দে প্রস্থান (বিচারাসন ত্যাগ) সূচিত হওয়ার পর মহারাজ এদিকেই আসছেন। আমিও তা হলে এর সামনে থেকে একটু সরে এসে এই অলিন্দ তোরণের কাছে দাঁড়াই। (একপাশে অবস্থান)

(তারপর বয়স্যসহ রাজার প্রবেশ)

রাজা মিলিত হওয়ার পক্ষে দুর্লভ প্রিয়ার কথা ভেবে এবং সৈন্যবলে বিদর্ভরাজ অবদমিত হয়েছে শুনে সূর্যতাপে তপ্ত হওয়ার পর বৃষ্টিধারায় সিক্ত পদ্মের মতো আমার হৃদয় (একই সময়ে) দুঃখ ও সুখ অনুভব করছে॥৩॥

বিদূষক আমি যা দেখছি তাতে তুমি পরিপূর্ণ সুখী হবে।

রাজা কিভাবে।

বিদূষক আজ দেবী ধারিণী পণ্ডিত কৌশিকীকে বলেছেন, 'ভগবতী, যদি আপনার প্রসাধনগর্ব থাকে তা হলে মালবিকার শরীর বিদর্ভদেশীয় বিবাহসজ্জায় সাজিয়ে দেখান।' তিনিও মালবিকাকে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত করেছেন। তিনি হয়তো তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন।

রাজা আমার প্রতি ঈর্ষাশূন্য ধারিণীর পূর্বের আচরণে এটা হয়তো সম্ভব।

প্রতিহারী (কাছে এসে) প্রভুর জয় হোক। রানীমা জানাচ্ছেন, 'তপনীয় অশোকের কুসুমশোভা দর্শনে আমার উদ্যোগ সফল কর'।

রাজা দেবী কি সেখানেই আছে।

প্রতিহারী হঁ্যা, পদমর্যাদানুযায়ী সম্মানে সুখী অন্তঃপুর (বাসিনীদের) ছেড়ে রানীমা এখন মালবিকাকে সামনে নিয়ে অন্যান্য পরিজনসহ প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছেন।

রাজা (সহর্ষে বিদূষকের দিকে তাকিয়ে) জয়সেনা, তুমি আগে যাও।

প্রতিহারী এই দিকে, এই দিকে প্রভু। (সবার পরিক্রমা)

বিদূষক (দেখে) ওহে বয়স্য, প্রমোদবনে বসন্তের যৌবন যেন কিছুটা অতিক্রান্ত।

রাজা তুমি ঠিকই বলেছ।

সম্মুখে কুরবক ফুল ছড়িয়ে আছে, সহকার তরুতে ফলসমূহের জাল বিস্তীর্ণ, বসন্ত ঋতুর এই পরিণতাভিমুখী যৌবন চিত্তকে উৎসুক করছে ।।৪।।

বিদূষক (পরিক্রম করে) ও, এই সেই পুষ্পস্তবকে সজ্জিত তপনীয় অশোক। তুমি দেখ।

রাজা কুসুমোদ্গমে দেবী করায় এ ঠিকই করেছিল। এখন অনন্যসাধারণ শোভা ধারণ করেছে। দেখ,

প্রথম বসন্তের সূচনাকারী অন্য সব অশোকতরুর ফুল যেন দোহদ পূরণ হওয়ার পর একেই এসে আশ্রয় করেছে ।।৫।।

বিদূষক ওহে স্বাভাবিক হও। আমরা কাছে এলেও ধারিণী মালবিকাকে তাঁর পাশে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন।

রাজা (সহর্ষে) বন্ধু দেখ,

আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে দেবী প্রিয়াকে নিয়ে বিনয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে; বসুমতী যেন উঠে আসছেন রাজশ্রীকে নিয়ে, কেবল বিস্মৃত হয়েছে তার হাতের পদ্মটি রাখতে।।৬।।

(তারপর দেবী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা এবং পদানুসারে পরিজনদের প্রবেশ)

মালবিকা (স্বগত) বিবাহ সজ্জার কারণ আমি জানি। তবুও পদ্মপত্রস্থিত জলের মতো কম্পিত হচ্ছে আমার হৃদয়। বাঁ চোখটি বারে বারে হচ্ছে স্পন্দিত।

বিদূষক ওহে বয়স্য, অবর্ণনীয় বিবাহ বেশে সজ্জিতা মাননীয়া মালবিকাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাজা অলঙ্কারে সজ্জিতা একে আমি দেখছি। যে,

অনতিলম্বিত রেশমীবস্ত্র পরিহিতা এবং স্বল্প অলঙ্কারে সজ্জিতা, তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন নক্ষত্রশোভিত হিমমুক্ত চৈত্র রজনীতে বিকাশোন্মুখ চন্দ্রিকা ॥৭॥

দেবী (কাছে এসে) আর্যপুত্রের জয় হোক।

বিদূষক তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক।

পরিব্রাজিকা মহারাজের জয় হোক।

রাজা ভগবতী, আপনাকে অভিবাদন করি।

পরিব্রাজিকা অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি হোক।

দেবী (মৃদু হেসে) আর্যপুত্র, আমরা তরুণীজন পরিবৃত এই অশোকতরুটিকে তোমার সংকেতগৃহ হিসাবে নির্ণয় করেছি।

বিদূষক ওহে তুমি সেবিত হলে।

রাজা (সলজ্জভাবে অশোকবৃক্ষকে পরিক্রম করে)

এই অশোকতরুটি দেবীর এরকম সংকারের যোগ্য ছিল না এমন নয়, তবুও সে বসন্তশোভা ধারণ করতে অবহেলা করে এখন তোমারই প্রযত্নের সমাদর করে পুষ্পসজ্জা করেছে ॥৮॥

বিদূষক ওহে তুমি অচঞ্চল হয়ে এই যৌবনবতীকে দেখ।

দেবী কাকে?

বিদূষক তপনীয় অশোকের কুসুমশোভা। (সবাই উপবেশন করল)

রাজা (মালবিকার দিকে তাকিয়ে স্বগত) আজ কাছে থেকেও বিচ্ছেদ, এটা বড় কষ্টকর।

আমি যেন এক চক্রবাক, আর আমার প্রিয়া যেন সহচরী (চক্রবাকী), আর আমাদের সংসর্গকে অনুমতি না দিয়ে ধারিণী হয়েছে যেন রজনী ॥৯॥

(তারপর কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী মহারাজের জয় হোক। অমাত্য জানাচ্ছেন, বিদর্ভরাজের উপহারের মধ্যে দুজন শিল্পী কন্যা ছিল। পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত থাকার জন্য তাদের পূর্বে আনা হয়নি। এখন তাদের প্রভুর কাছে আনা সম্ভব। সুতরাং প্রভু আদেশ করতে পারেন।

রাজা তাদের নিয়ে এস।

কঞ্চুকী মহারাজের যেমন আদেশ। (এই বলে বাইরে গিয়ে তাদের নিয়ে আবার প্রবেশ করে) এদিকে, এদিকে এস তোমরা।

প্রথমা (জনান্তিকে) রজনিকা, পূর্বে না দেখলেও এই রাজগৃহে প্রবেশ করে আমার অন্তরাত্মা বেশ শান্তি পাচ্ছে।

দ্বিতীয়া জ্যোৎস্নিকা, আমারও ঠিক তাই। এরকম জনশ্রুতি আছে যে আগামী সুখ বা দুঃখের কথা হৃদয়ই জানিয়ে দেয়।

প্রথমা এখন তাই সত্য হোক।

কঞ্চুকী এই যে দেবীসহ মহারাজ রয়েছেন। তোমরা কাছে যাও। (উভয়ে কাছে গেল। মালবিকা এবং পরিব্রাজিকা চেটী দুজনাকে দেখে পরস্পরের দিকে তাকাল)

উভয়ে (প্রণাম করে) মহারাজের জয় হোক। রানীমার জয় হোক।

রাজা তোমরা বসো। (উভয়ের উপবেশন)

রাজা তোমরা কোন কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী?

উভয়ে মহারাজ, সঙ্গীত বিষয়ে।

রাজা দেবী, এদের মধ্যে একজনকে গ্রহণ কর।

দেবী মালবিকা, এদিকে দেখ। কাকে তুমি সঙ্গীত সহায়িকা হিসেবে পছন্দ কর?

উভয়ে (মালবিকার দিকে তাকিয়ে) এ কি। রাজকুমারী। (প্রণাম করে) রাজকুমারীর জয় হোক। (তার সঙ্গে অশ্রু বর্ষণ)

(সবাই সবিস্ময়ে দেখতে লাগল)

রাজা তোমরা কে? ইনিই বা কে?

প্রথমা মহারাজ, ইনি আমাদের রাজকন্যা।

রাজা কি রকম?

উভয়ে শুনুন মহারাজ, প্রভুর বিজয় সৈন্য বিদর্ভ রাজকে বশীভূত করে যাকে বন্ধনমুক্ত করেছে, ইনি সেই মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী, নাম মালবিকা।

দেবী কি? এ রাজকন্যা। চন্দনকে আমি পাদুকা হিসেবে ব্যবহার করে দূষিত করেছি।

রাজা এখন এর অবস্থা কি করে এমন হলো।

মালবিকা — (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে স্বগত) দৈববশে।

দ্বিতীয়া — শুনুন মহারাজ, আমাদের প্রভু মাধবসেন জ্ঞাতিদের অধীনস্থ হয়ে পড়লে, তাঁর অমাত্য আর্য সুমতি আমাদের মতো পরিজনদের ত্যাগ করে একে গোপনে নিয়ে আসেন।

রাজা — আমি এ পর্যন্ত শুনেছি। তারপর?

উভয়ে — এর পরে আমরা জানি না।

পরিব্রাজিকা — এর পরের কথা মন্দভাগিনী আমি বলছি।

উভয়ে — রাজকুমারী, মনে হচ্ছে এটা আর্যা কৌশিকীর কণ্ঠস্বর।

মালবিকা — হ্যাঁ।

উভয়ে — সন্ন্যাসী বেশধারিণী আর্যা কৌশিকীকে চিনতে কষ্ট হয়। ভগবতী আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

পরিব্রাজিকা — তোমাদের মঙ্গল হোক।

রাজা — এ কি! এরা আপনার আপ্তবর্গ।

পরিব্রাজিকা — হ্যাঁ, তাই।

বিদূষক — তা হলে ভগবতী, আপনি এখন এর বৃত্তান্তের শেষটুকু বলুন।

পরিব্রাজিকা — (শোকবিহ্বলতার সঙ্গে) তা হলে শুনুন। মাধবসেনের সচিব সুমতি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

রাজা — বুঝলাম। তারপর?

পরিব্রাজিকা — ভ্রাতার ঐরূপ অবস্থা হলে তিনি একে এবং আমাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন-মানসে বিদিশাগামী একদল বণিকের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

রাজা — তারপর?

পরিব্রাজিকা — এবং তারপর,

হঠাৎ সেখানে (ভয়ঙ্কর) শব্দ করতে করতে উপস্থিত হলো একদল দস্যু- তাদের বক্ষদেশে (দুবাহুর মধ্যে) আবদ্ধ তূণীরপট্ট, পরিহিত ময়ূরপুচ্ছ পার্ষ্ণি (গোড়ালি) পর্যন্ত লম্বিত এবং হস্তে ধৃত ধনুঃ, আর তাদের আক্রমণ ছিল অপ্রতিরোধ্য (দুঃসহ) ॥১০॥

(মালবিকার ভয়ের অভিনয়)

বিদূষক — আপনি ভয় পাবেন না। ভগবতী তো পূর্ব ঘটনা বলছেন।

রাজা — তারপর?

পরিব্রাজিকা — তারপর ক্ষণমধ্যেই বণিক-যোদ্ধারা দস্যুদের কাছে পরাজিত হলো (এবং পলায়ন করল)।

রাজা ভগবতী, এর পরে আর শোনা কষ্টকর।

পরিব্রাজিকা তারপর আমার সেই ভাই,

বর্বর (দস্যু)-দের হাতে অত্যাচারের ভয়ে ভীতা একে রক্ষা করতে গিয়ে প্রভুভক্তিতে প্রিয় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রভুর ঋণ পরিশোধ করলেন ॥১১॥

প্রথমা হায়, হায়! সুমতি বেঁচে নাই।

দ্বিতীয়া এই জন্যই রাজকুমারীর এ রকম অবস্থা হয়েছে।

(পরিব্রাজিকার অশ্রুবর্ষণ)

রাজা ভগবতী, দেহধারীদের এই প্রকার লোকযাত্রা। যিনি প্রভুর অন্ন খেয়ে সার্থকভাবে তা পরিশোধ করেছেন তার জন্য শোক করা অনুচিত। তারপর।

পরিব্রাজিকা তারপর মূর্ছাপ্রাপ্ত আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন আর একে দেখতে পেলাম না।

রাজা আপনি খুবই কষ্ট পেয়েছেন।

পরিব্রাজিকা তারপর ভ্রাতার শরীরে অগ্নিসংকার করে নতুন করে আবার বৈধব্য দুঃখ অনুভব করলাম এবং আপনার দেশে এসে এই দুখণ্ড কাষায় বস্ত্র পরিধান করেছি।

রাজা ঠিক। সজ্জনদের এটাই পথ। তারপর?

পরিব্রাজিকা তারপর এ বনেচরদের হাত থেকে বীরসেনের কাছে, এবং বীরসেনের কাছ থেকে দেবীর কাছে এসেছে। এবং আমি দেবীর গৃহে প্রবেশ করে একে আবার দেখতে পেলাম। এখানেই বৃত্তান্ত শেষ।

মালবিকা (স্বগত) না জানি, এখন মহারাজ কি বলেন।

রাজা হায়, বিপদ মানুষকে কি দুর্দশায় পাতিত করে। কেননা,

'দেবী' অভিধাযোগ্য একে দাসীর মতো ব্যবহার করে রেশমী বস্ত্রকে যেন করা হয়েছে স্নানের বস্ত্র ॥১২॥

দেবী ভগবতী, মালবিকা যে অভিজাত বংশীয়া এটা প্রকাশ না করে আপনি অন্যায় করেছেন।

পরিব্রাজিকা ছিঃ ছিঃ, এটা বলবেন না। কারণ ছিল বলেই আমি গোপনতা অবলম্বন করেছি।

রাজা যদি বলার মতো হয় তা হলে বলুন।

পরিব্রাজিকা শুনুন। এর পিতার জীবিত সময় তীর্থযাত্রায় আগত একজন সিদ্ধ-পুরুষ আমার সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'এক বৎসর মাত্র দাসীভাবে থেকে এই কন্যা অনুরূপ স্বামী লাভ করবে।' এ আপনার পদসেবা করায় অবশ্যম্ভাবী সেই নির্দেশ পূর্ণ হতে যাচ্ছে দেখে আমি সময়ের প্রতীক্ষা করে ভালোই করেছি বলে মনে করি।

রাজা এ প্রতীক্ষা যুক্তিযুক্ত।

কঞ্চুকী মহারাজ, কথায় কথায় ভুলে গিয়েছি। অমাত্য জানাচ্ছেন, 'বিদর্ভ-বিষয়ে অবধারিত কার্য আমরা করেছি। এখন মহারাজের অভিপ্রায় শুনতে চাই'।

রাজা মৌদ্গল্য, যজ্ঞসেন ও মাধবসেন সম্মানভাজন সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দুই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

তারা দুজন বরদানদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীর ভাগ করে রাত্রি ও দিনের প্রভুত্বকারী চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় শাসন করুক ॥১৩॥

কঞ্চুকী মহারাজ, এই কথা মন্ত্রিসভায় জানাই।

(রাজা অঙ্গুলিনির্দেশে অনুমোদন করলেন। কঞ্চুকী নিষ্ক্রান্ত)

প্রথমা (জনান্তিকে) রাজকুমারী, সৌভাগ্যবশতঃ রাজকুমার অর্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

মালবিকা প্রাণসংশয় থেকে মুক্ত তার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী মহারাজের জয় হোক। অমাত্য জানাচ্ছেন, প্রভুর কি শুভ বুদ্ধি। মন্ত্রিপরিষদেরও একই অভিমত। কেননা,

রথে সংযোজিত দুটি অশ্ব যেমন সারথির ইচ্ছানুসারে নির্বিকারভাবে রথের ভার বহন করে, সেইরূপ ঐ দু'জন রাজাও বিভক্ত রাজ-লক্ষ্মীকে গ্রহণ করে পারস্পরিক আক্রমণে নিঃস্পৃহ হয়ে আপনার আদেশ মেনে চলবে ॥১৪॥

রাজা তা হলে মন্ত্রিপরিষদকে বলুন, সেনাপতি বীরসেনকে এরূপ ব্যবস্থা করতে লেখা হোক।

কঞ্চুকী মহারাজের যেমন আদেশ। (বাইরে গিয়ে উপহারসহ পত্র নিয়ে পুনঃ প্রবেশ) প্রভুর আদেশ পালিত হয়েছে। এখন মহারাজের সেনাপতি

পুষ্পমিত্রের কাছ থেকে আবার উপহারসহ এই পত্র এসেছে। মহারাজ দেখুন।

(রাজা তাড়াতাড়ি উঠে যথাযথভাবে উপহার গ্রহণ করে মাথায় ঠেকিয়ে পরিজনদের দিলেন এবং পত্রটা খোলার অভিনয় করলেন)

দেবী (স্বগত) ওঃ, আমার হৃদয়টা ঐদিকেই উন্মুখী হয়ে আছে। গুরুজনের কুশলসংবাদের পর আমি পুত্র বসুমিত্রের বৃত্তান্ত শুনতে পাব। সেনাপতি আমার পুত্রকে গুরুদায়িত্বে নিয়োগ করেছেন।

রাজা (বসে পত্র পাঠ) স্বস্তি। যজ্ঞগৃহ থেকে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশাস্থিত দীর্ঘায়ুপুত্র অগ্নিমিত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্বক জানাচ্ছেন, তুমি অবহিত হও। রাজসূয় যজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে আমি একশত রাজপুত্রে পরিবৃত করে কুমার বসুমিত্রকে অশ্বরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করি এবং এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ প্রদানের পর অপ্রতিবন্ধ বিমুক্ত সেই (যজ্ঞীয়) অশ্ব সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরভূমিতে বিচরণ করার সময় অশ্বারোহী যবন সেনাগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন উভয় সেনাদলের মধ্যে সংঘটিত হলো এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ---।

(দেবী বিষণ্ন হয়ে পড়লেন)

রাজা তাই তো, এ রকম ঘটেছে। (শেষাংশ পুনরায় পড়তে লাগলেন) তারপর ধনুর্ধারী বসুমিত্র শত্রুদের পরাজিত করে ফিরিয়ে এনেছে সবলে হৃত আমাদের সেই অশ্বরাজকে ॥১৫॥

দেবী এতক্ষণে (এ সংবাদে) আশ্বস্ত হলো আমার হৃদয়।

রাজা (পত্রের শেষাংশ পাঠ) সগর যেমন পৌত্র অংশুমান কর্তৃক আনীত অশ্বদ্বারা যজ্ঞ করেছিলেন, আমিও তেমনি (আমার) পৌত্র কর্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্বদ্বারা যজ্ঞ করব। সুতরাং তুমি কালবিলম্ব না করে ক্রোধশূন্য মনে বধূগণসহ যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগমন কর।

রাজা আমি অনুগৃহীত হলাম।

পরিব্রাজিকা সৌভাগ্যবশতঃ পুত্রের বিজয়ে আপনাদের (দম্পতীর) শ্রীবৃদ্ধি হলো। (দেবীর দিকে তাকিয়ে) স্বামী কর্তৃক আপনি বীরপত্নীদের শ্লাঘ্য অগ্রগণ্য পদে প্রতিষ্ঠিতা। এখন পুত্র থেকে আপনার সঙ্গে যুক্ত হলো 'বীরপ্রসবিনী' এই শব্দটি ॥১৬॥

বিদূষক দেবী, পুত্র পিতার মতো হয়েছে, এতে আমি খুবই খুশী।

রাজা মৌদ্গল্য, হস্তিশাবক তো যূথপতিকেই অনুকরণ করে।

কঞ্চুকী এ ধরণের বীরকর্মে আমাদের চিত্তে তেমন বিস্ময় উৎপাদিত হয় নি। কারণ, (দুরন্ত) বাড়বানলের উৎস যেমন ঔর্ব তেমনি তার অপ্রতিহত ও মহান উৎস আপনি ।।১৭।।

রাজা মৌদ্গল্য, যজ্ঞসেনের শ্যালকসহ সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হোক।

কঞ্চুকী মহারাজের যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবী জয়সেনা, যাও, ইরাবতী প্রমুখ অন্তঃপুরের সবাইকে পুত্রের বিজয়বার্তা জানিয়ে এস।

প্রতিহারী আচ্ছা। (প্রস্থান)

দেবী একটু দাঁড়াও।

প্রতিহারী (ফিরে এসে) এই আমি।

দেবী (জনান্তিকে) অশোকতরুর দোহদ পূরণ কার্যে আমি মালবিকাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে কথা এবং তার অভিজাত বংশের কথা জানিয়ে আমার কথায় ইরাবতীকে অনুনয় করে বলবে — 'তুমি আমাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করো না।'

প্রতিহারী রানীমার যেমন আদেশ। (বাইরে গিয়ে আবার প্রবেশ করে) রানীমা, পুত্রবিজয়ের আনন্দ হেতু আমি অন্তঃপুরিকাদের (প্রদত্ত উপহারে) একটি অলঙ্কারের পেটিকা হয়ে গেছি।

দেবী এখানে আশ্চর্যের কি আছে? এ বিজয়ানন্দ তাদের এবং আমার জন্য তো অভিন্ন।

প্রতিহারী (জনান্তিকে) রানীমা, ইরাবতী জানালেন, আপনার ন্যায় প্রভাবশালিনীর সদৃশ পূর্ব প্রতিশ্রুত বাক্যের অন্যথা হওয়া উচিত নয়।

দেবী ভগবতী, আপনার অনুমতি পেলে আমি আর্য সুমতির প্রথম সংকল্পানুসারে মালবিকাকে আর্যপুত্র-হস্তে সমর্পণ করতে চাই।

পরিব্রাজিকা এখানেও এর ওপরে আপনারই প্রভুত্ব।

দেবী (মালবিকাকে হাতে ধরে) আর্যপুত্র, প্রিয়নিবেদনের যোগ্য এই পারিতোষিকটি গ্রহণ কর। (রাজা সলজ্জভাবে নিরুত্তর রইলেন)

দেবী (মৃদু হেসে) আর্যপুত্র কি আমাকে অনাদর করতে চাও?

বিদূষক দেবী, এটাই লোকাচার যে সকল নতুন বরই (একটু) লজ্জা পেয়ে থাকে। (রাজা বিদূষকের দিকে তাকালেন)

বিদূষক অথবা, দেবীপ্রদত্ত 'দেবী' নামে অভিহিত মালবিকাকে ইনি গ্রহণ করতে চাইছেন।

দেবী — এই রাজকন্যা তার অভিজাত বংশ গৌরবেই 'দেবী' নাম প্রাপ্ত। পুনরুক্তির আর কি প্রয়োজন?

পরিব্রাজিকা — না না, একপ বলবেন না।
হে কল্যাণী, খনি থেকে সমুৎপন্ন মণিও অসংস্কৃত অবস্থায় স্বর্ণের সঙ্গে সংযোগ লাভের যোগ্য হয় না ॥ ১৮ ॥

দেবী — ক্ষমা করুন ভগবতী। অভ্যুদয়ের কথাপ্রসঙ্গে আমি এটা ঠিক লক্ষ্য করি নি। জয়সেনা, তুমি যাও। এর জন্য শীঘ্র একখানা রেশমী বস্ত্র নিয়ে এস।

প্রতিহারী — রানীমার যেমন আদেশ। (এই বলে বাইরে গিয়ে রেশমী বস্ত্র নিয়ে পুনরায় প্রবেশ) রানীমা, এই এনেছি।

দেবী — (মালবিকাকে অবগুণ্ঠিত করে) এখন (একে) গ্রহণ করুন আর্যপুত্র।

রাজা — দেবী, তোমার শাসনে আমাদের অন্য কিছু বলার নাই।

পরিব্রাজিকা — আঃ, গৃহীত হলো।

বিদূষক — অহো, দেবীর কি অনুগ্রহ!

(দেবী পরিজনদের দিকে তাকালেন)

পরিজন — (মালবিকার কাছে গিয়ে) রানীর জয় হোক।

(দেবী পরিব্রাজিকার দিকে তাকালেন)

পরিব্রাজিকা — আপনার পক্ষে এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কেননা,
স্বামী-অনুরাগিণী সাধ্বীরা প্রতিপক্ষকে (সপত্নী) দিয়েও স্বামীর সেবা করায়। সমুদ্রগামী নদীরা অন্য শত শত নদীকেও পৌঁছে দেয় সাগরে ॥১৯॥

নিপুণিকা — প্রভুর জয় হোক। ইরাবতী জানাচ্ছেন, আর্যপুত্রের সৌজন্যে অবহেলা করে আমি অপরাধিনী, তাঁর প্রতি আমি যথোচিত (অনুকূল) আচরণ করি নি। এখন মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় কেবল তাঁর অনুগ্রহেই আর্যপুত্র যেন আমাকে অনুগৃহীত (সম্মানিত) করেন।

দেবী — নিপুণিকা, আর্যপুত্র অবশ্যই তার অনুরোধ মনে রাখবেন।

নিপুণিকা — রানীমার যেমন আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

পরিব্রাজিকা — মহারাজ, আমার প্রতি যদি প্রসন্ন থাকেন তা হলে আমি আপনার সঙ্গে এই সম্বন্ধের দ্বারা চরিতার্থ মাধবসেনকে সম্মান প্রদর্শন করতে চাই।

দেবী — আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।

রাজা — ভগবতী, আমার পত্রেই আমি মাননীয় তাঁকে আপনার পক্ষ থেকে অভিনন্দনযোগ্য বাক্যাবলী লিখে জানাব।

পরিব্রাজিকা — আমি আপনাদের উভয়ের স্নেহের কাছে পরাধীনা।

দেবী — আর্যপুত্র, আদেশ করুন, আর কি প্রিয়কার্য অনুষ্ঠিত করব।

রাজা — এর পরেও কি আর প্রিয় কিছু আছে। তবুও এরূপ হোক,

(ভরতবাক্য)

দেবী (চণ্ডী), তুমি সতত প্রসন্নমুখী থেক আমার প্রতি, (তোমার) প্রতিপক্ষহেতু আমি এ প্রার্থনা করি। অগ্নিমিত্রের শাসনকালে (যতদিন অগ্নিমিত্র রক্ষক হিসেবে থাকবেন) অমঙ্গল রাশি দূরীভূত হয়ে পূর্ণ হবে প্রজাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ॥১০॥

(সবাই নিষ্ক্রান্ত)

। পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ।

পরিশিষ্ট

শ্লোকানুবাদের সূচী

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ অঙ্ক

পঞ্চম অঙ্ক

মালবিকাগ্নিমিত্রের সূক্তি সংগ্রহ

প্রথম অঙ্ক

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্।

মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

আকৃতিবিশেষেষু আদরঃ পদং করোতি।

কামং খলু সর্বস্যাপি কুলবিদ্যা বহুমতা।

নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্।

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ।
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য॥

অচিরাধিষ্ঠিতরাজ্যং শত্রুঃ প্রকৃতিষ্বরূঢ়মূলত্বাৎ।
নবসংরোহণশিথিলস্তরুরিব সুকরঃ সমুদ্ধর্তুম্॥

অর্থং সপ্রতিবন্ধং প্রভুরধিগন্তুং সহায়বানেব।
দৃশ্যং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি॥

অহো দুরাসদো রাজমহিমা।

অতিমাত্রভাস্বরত্বং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ।
অধিগচ্ছতি মহিমানং চন্দ্রোঽপি নিশাপরিগৃহীতঃ॥

পত্তনে বিদ্যমানেঽপি গ্রামে রত্নপরীক্ষা।

প্রয়োগপ্রধানং হি নাট্যশাস্ত্রম্।

অন্যোন্যকলহিতয়োঃ মত্তহস্তিনোঃ একতরস্মিন্ ন নির্জিতে কুত উপশমঃ।

শ্লিষ্টা ক্রিয়া কস্যচিদাত্মসংস্থা সংক্রান্তিরন্যস্য বিশেষযুক্তা।
যস্যোভয়ং সাধু স শিক্ষকাণাং ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব॥

বিনেতুরদ্রব্যপরিগ্রহোঽপি বুদ্ধিলাঘবং প্রকাশয়তি।

লব্ধাস্পদোঽস্মীতি বিবাদভীরোস্তিতিক্ষমাণস্য পরেণ নিন্দাম্।
যস্যাগমঃ কেবলজীবিকৈব তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি॥

অপরিনিষ্ঠিতস্য উপদেশস্য অন্যায্যং প্রদর্শনম্।

সর্বজ্ঞস্যাপ্যেকাকিনো নির্ণয়াভ্যুপগমো দোষায়।

প্রভবন্ত্যোঽপি হি ভর্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুম্বিন্যঃ।
প্রায়ঃ সমানবিদ্যাঃ পরস্পরযশঃপুরোভাগাঃ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

অহো সর্বাস্ববস্থাসু চারুতা শোভান্তরং পুষ্যতি।
মন্দোঽপ্যমন্দতামেতি সংসর্গেণ বিপশ্চিতঃ
পঙ্কচ্ছিদঃ ফলস্যেব নিকষেণাবিলং পয়ঃ ।।
উপদেশং বিদুঃ শুদ্ধং সন্তস্তমুপদেশিনঃ।
শ্যামায়তে ন যুষ্মাসু যঃ কাঞ্চনমিবাগ্নিষু ।।
ময়া নাম মুগ্ধচাতকেনেব শুষ্কঘনগর্জিতে অন্তরিক্ষে জলপানমিষ্টম্।
পণ্ডিতপরিতোষপ্রত্যয়া ননু মূঢ়া জাতিঃ।
সাধু ত্বং দরিদ্র আতুর ইব বৈদ্যেন উপনীয়মানম্ ঔষধম্ ইচ্ছসি।
ভবানপি সূনোপরিচরো গৃধ্র ইব আমিষলোলুপো ভীরুকশ্চ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রসক্তে নির্বাণে হৃদয় পরিতাপং বহসি কিম্?
ক্ব রুজা হৃদয়প্রমাথিনী ক্ব চ তে বিশ্বসনীযমায়ুধম্।
মৃদু তীক্ষ্ণতরং যদুচ্যতে তদিদং মন্মথ দৃশ্যতে ত্বয়ি।।
নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়ঃ।
উচিতঃ প্রণয়ো বরং বিহন্তুং বহবঃ খণ্ডনহেতবো হি দৃষ্টাঃ।
উপচারবিধির্মনস্বিনীনাং ন তু পূর্বাভ্যধিকোঽপি ভাবশূন্যঃ।।
অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ।
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্।
ইয়ং খলু শীধুপানোদ্বেজিতস্য মৎস্যণ্ডিকা উপনতা।
ন হি কমলিনীং দৃষ্ট্বা গ্রাহমবেক্ষতে মতঙ্গজঃ।
প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদর্শিনো ব্রাহ্মণস্য।
মদঃ কিল স্ত্রীজনস্য বিশেষমণ্ডনম্।
চূতাঙ্কুরং বিচিন্বত্যোবাবয়োঃ পিপীলিকাভির্দষ্টম্।
স্থানে খলু কাতরং মে হৃদয়ম্।
অনুরাগঃ অনুরাগেণ পরীক্ষিতব্যঃ।
ভ্রমরসংবাধ ইতি বসন্তাবতারসর্বস্বভূতঃ কিং ন চূতপ্রসবঃ অবতংসনীয়ঃ।

বিমর্দসুরভিঃ বকুলাবলিকা খলু অহম্।
স্থানে প্রাণাঃ কামিনাং দূত্যধীনাঃ।
অনাতুরোৎকণ্ঠিতয়োঃ প্রসিধ্যতা সমাগমেনাপি রতির্ন মাং প্রতি।
পরস্পরপ্রাপ্তিনিরাশয়োর্বরং শরীরনাশোঽপি সমানুরাগয়োঃ ॥
অহো অবিশ্বসনীয়াঃ পুরুষাঃ।
কর্মগৃহীতেন কুম্ভীলকেন সন্ধিচ্ছেদনং শিক্ষিতঃ অস্মীতি বক্তব্যং ভবতি।
ন শোভতে প্রণয়িজনে নিরপেক্ষতা।

চতুর্থ অঙ্ক

ছেদো দংশস্য দাহো বা ক্ষতের্বা রক্তমোক্ষণম্।
এতানি দষ্টমাত্রাণামায়ুষঃ প্রতিপত্তয়ঃ॥
অবিষোঽপি কদাচিদ্ দংশো ভবেৎ।
দিষ্ট্যা বচনীয়াৎ মুক্তাস্মি।
কুম্ভীলকৈঃ কামুকৈশ্চ পরিহরণীয়া চন্দ্রিকা।
মুধেদানীং মঞ্জুষেব রত্নভাণ্ডং যৌবনগর্বং বহসি।
কুতূহলবানপি নিসর্গশালীনঃ স্ত্রীজনঃ।
রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং মদনবিষয়াবতারঃ।
কিং নু খলু দর্দুরা ব্যাহরন্তীতি দেবঃ পৃথিবীং বিস্মরতি।
অহো অনর্থঃ সংবৃত্তঃ। বন্ধনভ্রষ্টো গৃহকপোতকো বিড়ালিকালোকে পতিতঃ।
কাতরঃ বালভাবঃ।

পঞ্চম অঙ্ক

কষ্টং খলু সংনিধিবিপ্রয়োগঃ।
অস্তি খলু লোকবাদঃ আগামি সুখং বা দুঃখং বা হৃদয়ং সমর্থীকরোতি।
চন্দনং খলু ময়া পাদুকাপরিভোগেণ দূষিতম্।
অহো পরিভবোপহারিণো বিনিপাতঃ।
প্রেষ্যভাবেন নামেয়ং দেবীশব্দক্ষমা সতী
স্নানীয়বস্ত্রক্রিয়য়া পত্রোর্ণং বোপযুজ্যতে॥
কলভেন খলু যূথপতিঃ অনুকৃতঃ।
সর্বোঽপি নববরো লজ্জাতুরো ভবতি।
প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃবৎসলাঃ সাধ্ব্যঃ।
অন্যসরিতাং শতানি হি সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যব্ধিম্॥